বার্ষিক প্রতিবেদন ২০১৭-২০১৮

ইপসা

স্থায়ীত্বশীল উন্নয়নের জন্য সংগঠন

প্রধান কার্যালয়

বাড়ি এফ ১০ (পি), রোড ১৩ ব্লক বি, চান্দগাঁও আবাসিক এলাকা, চট্টগ্রাম

ফোনঃ ০৩১ ৬৭১৬৯০, মোবাইলঃ ০১৭১১৮২৫০৬৮

Web: www.ypsa.org

প্রারম্ভিকাঃ

স্থায়ীত্বশীল উন্নয়নের জন্য সংগঠন ইপসা গত ২০ শে মে ২০১৮ সমাজ উন্নয়ন ও অংশীদারিত্বে ৩৪ তম বছরে পর্দাপণ করল। ১৯৮৫ সালের ২০ শে মে চট্টগ্রাম জেলার সীতাকুণ্ড উপজেলাধীন মহাদেবপুর গ্রামে ১৪ জন উদ্যোমী যুব জাতিসংঘ ঘোষিত আন্তর্জাতিক যুব বর্ষ উদযাপন ও স্ব-প্রণোদিত ভাবে উৎসাহিত হয়ে ইপসা প্রতিষ্ঠা করেন। ১৯৮৫-১৯৯১ সাল পর্যন্ত এই যুব সংগঠনটি যুবদের নেতৃত্বে বিকাশে, স্থানীয় যুবদের সাথে নিয়ে বিভিন্ন সামাজিক, সাংস্কৃতিক ও ক্রীড়া কার্যক্রম গ্রহণ ও সফল ভাবে বাস্তবায়ন করে। ১৯৯১ সালের ২৯ শে এপ্রিলের প্রলয়ংকরী ঘূর্ণিঝড় ও জলোচ্ছ্বাসের পরবর্তিতে ইয়ং পাওয়ার এর সংগঠকবৃন্দ জরুরী ত্রাণ সরবরাহ ও পূনর্বাসন কাজে নিজেদেরকে সক্রিয়ভাবে সম্পৃক্ত করে। পরবর্তিতে ১৯৯২ সালে "ইয়ং পাওয়ার" যুব সংগঠনটি ইপসা (ইয়ং পাওয়ার ইন সোশ্যাল এ্যাকশন) নামে রূপান্তরিত হয়ে বেসরকারী অলাভজনক সমাজ উন্নয়ন সংগঠন হিসেবে কার্যক্রম শুরু করে। কালক্রমে ইপসা চট্টগ্রাম বিভাগ সহ সারা বাংলাদেশে উন্নয়ন কার্যক্রম পরিচালনা করে এবং আন্তর্জাতিক পর্যায়ে বিাভন্ন ফোরাম ও নেটওয়ার্ক এর মাধ্যমে কর্ম বিস্তৃতি ঘটায় এবং সুনাম অর্জন করে। সরকারি বেসরকারি বিভিন্ন বিভাগ যেমন, এনজিও বিষয়ক ব্যুরো, সমাজ কল্যাণ বিভাগ, যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর, স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা বিভাগ, কপিরাইট অফিস, জয়েন্ট ষ্টক কোম্পানী, মাইক্রোক্রেডিট রেগুলেটরী অথরিটী এবং পল্লী কর্ম-সহায়ক ফাউন্ডেশন (পিকেএসএফ) এর নিবন্ধন লাভ করে। ইপসা যুব উন্নয়নে অগ্রণী ভূমিকা রাখায় ইপসা ১৯৯৯ সালে আন্তর্জাতিক যুব শান্তি পুরস্কার অর্জন করে। ২০১৩ সালে জাতিসংঘের অর্থনৈতিক ও সামাজিক পরিষদের বিশেষ পরামর্শক পদমর্যাদাভূক্ত সংগঠন হিসেবে স্বীকৃতি লাভ করে।

ইপসা সাংগঠনিক ভিশন-মিশন-মূল্যবোধকে ধারণ করে সুনির্দিষ্ট কৌশলগত পরিকল্পনা অনুযায়ী লক্ষিত জনগোষ্ঠী এবং কর্মএলাকার চাহিদা ভিত্তিক বিভিন্ন উন্নয়ন কর্মসূচি বা প্রকল্প সমূহ গ্রহণ ও বাস্তবায়ন করে থাকে। বর্তমানে ইপসা সামাজিক উন্নয়ন বিভাগ, অর্থনৈতিক উন্নয়ন বিভাগ, অর্থ বিভাগ, মানব সম্পদ ব্যবস্থাপনা ও উন্নয়ন বিভাগ, নলেজ ম্যানেজমেন্ট ফর ডেভেলপমেন্ট বিভাগের মাধ্যমে স্বাস্থ্য; শিক্ষা; মানবাধিকার ও সুশাসন; অর্থনৈতিক ক্ষমতায়ন; পরিবেশ, জলবায়ু পরিবর্তন ও দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা এই ৫ টি মূল থিমে কাজ করছে।

ইপসা তথ্য প্রযুক্তিতে প্রতিবন্ধী মানুষের অভিগম্যতা তৈরীতে, প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের একসেস টু ইনফরমেশন (এ টু আই) কর্মসূচির সহযোগী হিসেবে বি-
ভন্ন
উদ্ভাবনী মূলক প্রকল্প বাস্তবায়ন করে আসছে। এসব উদ্ভাবনী মূলক কর্মসূচি সমূহ জাতীয় ও আর্ন্তজাতিক পর্যায়ে বিভিন্ন স্বীকৃতি ও সম্মননা অর্জন করেছে। দূর্যোগ ব্যবস্থাপনা কার্যক্রমে ইপসা সব সময় ক্ষতিগ্রস্থ জনগণের পাশে থেকে অগ্রাধিকার ভিত্তিতে স্থানীয় প্রশাসন এবং সরকারের সংশ্লিষ্ট সকল বিভাগের সাথে সু-সমন্বয় করে দুর্যোগকালীন এবং দুর্যোগ পরবর্তী জরুরী ত্রাণ কার্যক্রম বাস্তবায়ন করে থাকে। সম্প্রতী পাশ্ববর্তী দেশ মায়ানমারের থেকে পালিয়ে আসা জোরপূর্বক বাস্তুচ্যুত রোহিঙ্গাদের মানবিক সহযোগিতা ও আশ্রয় প্রদানের লক্ষ্যে ইপসা ব্যাপক আকারে ত্রান ও পূর্ণবাসনের কাজ চালিয়ে আসছে। বর্তমানে ইপসা প্রায় ৫৫ হাজার রোহিঙ্গা পরিবারের বিভিন্ন মানবিক সহযোগিতা প্রদান করে আসছে, যা স্থানীয় বেসরকারি সংস্থার মধ্যে বৃহৎ। ইপসা'র সামাজিক ও অর্থনৈতিক উন্নয়ন কর্মসূচি সমূহ বাংলাদেশের সহস্রাব্দ উন্নয়ন লক্ষ্য (এমডিজি) অর্জনে তৃণমূল পর্যায়ে কার্যকরী ভূমিকা রেখেছিল। বর্তমানে বাংলাদেশ সরকারের ভিশন ২০২১ এর বাস্তবায়ন, এবং ২০২১ সালের মধ্যে বাংলাদেশকে একটি মধ্যম আয়ের দেশ হিসেবে রুপান্তরনে সরকারের সহায়ক শক্তি হিসেবে কাজ করছে। সর্বোপরি স্থায়িত্বশীল উন্নয়ন লক্ষ্য (এসডিজি) ২০৩০ এর সফল বাস্তবায়নে সরকারের বিভিন্ন উন্নয়ন কার্যক্রম সমূহের সাথে সমন্বয় করে ইপসা বিভিন্ন কার্যক্রম বাস্তবায়ন করে যাচ্ছে ।

ইপসা'র এই দীর্ঘ পথচলায় আমাদের সাথে থাকার জন্য আপনাদের সকলের প্রতি প্রাণঢালা অভিনন্দন ও কৃতজ্ঞতা। স্থায়ীত্বশীল উন্নয়নের জন্য সংগঠন হিসেবে ইপসাকে নিয়ে নতুন করে উন্নয়ন স্বপ্ন দেখার, বর্তমান উন্নয়ন কার্যক্রম আরো প্রসারে ও স্থায়ীত্বশীলতা তৈরীতে আপনারা অতীতে যেভাবে আমাদের

ভিশনঃ

এমন একটি দারিদ্রমুক্ত সমাজ যেখানে সকলের অধিকার নিশ্চিত হয়েছে।

মিশনঃ

ইপসা'র অস্থিত্ব দরিদ্র ও ঝুঁকিপূর্ণ জনগোষ্ঠী ও তাদের সমাজের টেকসই পরিবর্তন আনয়নে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ থেকে অংশগ্রহণ করা।

মূল্যবোধ ঃ

- দেশপ্রেম এবং জাতীয় স্বার্থ, সার্বভৌমত্ব এবং জাতীয় গৌরবের প্রতি প্রতিশ্রুতিবদ্ধতা
- ন্যায়বিচার, স্বচ্ছতা এবং জবাবদিহিতা
- পারস্পরিক শ্রদ্ধা এবং জেন্ডার বান্ধব মনোভাব সম্পন্নতা
- মান সম্পন্নতা এবং উৎকর্ষতা
- বিনম্রতা এবং আত্মবিশ্বাস
- বৈচিত্র্যের প্রতি শ্রদ্ধাবোধ

সাংগঠনিক বৈশিষ্ট্যঃ

ইপসার ভিশন,মিশন এবং মূল্যবোধকে লক্ষিত পথে পরিচালিত করার জন্য কিছু বৈশিষ্ট্য সাংগঠনিক কৃষ্টি/কালচার হিসাবে অনুমদিত হয়েছে। সংস্থার সকল কর্মী সদস্য,স্বেচ্ছাসেবী এবং ব্যবস্থাপনা পর্ষদ সকলে মিলে এই লক্ষ অর্জনে সচেষ্ট থাকব। সংস্থার কিছু উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য হলঃ

- পারিবারিক পরিবেশ
- দায়িত্ব সচেতনতা
- ব্যয়সাশ্রয় নীতি
- গঠনমূলক সমালোচনা ও সংস্থার পরিচিতি প্রসার
- বিভিন্ন জাতি ধর্ম ও বর্ণ'র সাম্য ও সমপ্রীতি

গর্ভনেন্স ঃ

ইপসা'র অনুমোদিত গঠনতন্ত্র / সংবিধান মোতাবেক গভর্নেন্স কার্যক্রম পরিচালিত হয় মূলতঃ সাধারণ পরিষদ ও কার্যকরী পরিষদের সদস্যদের সক্রিয় অংশ-গ্রহণ এবং অনুমোদিত পলিসি/ গাইডলাইন সমূহের যথাযথ বাস্তবায়নের মাধ্যমে। একে অপরের পরিপূরক হিসেবে এবং সমন্বিতভাবে সংস্থার সদস্যবৃন্দ ও

সাধারণ পরিষদ সদস্য ঃ

ইপসা'র সাধারণ পরিষদ বছরে এক বার বার্ষিক সাধারন সভা (এজিএম) করে থাকে। উক্ত সভায় গত এক বছরের মোট বাস্তবায়িত কার্যক্রম ও আর্থিক বিবরণী এবং আগামী এক বৎসরের কর্মপকিল্পনা ও প্রস্তাবিত আর্থিক বাজেট পর্যালোচনা ও অনুমোদন করা হয়। সভায় সংস্থার দীর্ঘ স্থায়ীত্বের কথা বিবেচনা রেখে সাংগঠনিক বিষয়াবলীর সিদ্ধান্ত গ্রহন করা হয়। প্রতি তিন বছর পরপর ৭ সদস্য বিশিষ্ট কার্যকরী পরিষদ (সভাপতি, কোষাধক্ষ্য, কার্যকরী পরিষদ সদস্য ৪ জন ও সদস্য সচিব/প্রধান নির্বাহী) গঠন করে থাকে।

কার্যকরী পরিষদঃ

ইপসা তার গঠনতন্ত্র মোতাবেক সদস্য বিশিষ্ট কার্যকরী পরিষদের নির্দেশনা ও পরামর্শ অনুযায়ী পরিচালিত হয়। কার্যকরী পরিষদ সংগঠনের সাংগঠনিক ও অর্থনৈতিক নীতিমালা প্রণয়ন করে এবং সংস্থার দীর্ঘস্থায়ীত্বের লক্ষ্যে বিভিন্ন উন্নয়নমুলক কর্মকান্ডের বাস্তবায়নে অনুমোদন ও সুপারিশ করে থাকেন। প্রতিবছর এই সব বাস্তবায়িত ও পরিকল্পিত উন্নয়নমুলক কর্মকান্ড সাধারন পরিষদ সভায় উপস্থাপন ও অনুমোদন করা হয়। ইপসা কার্যকরী পরিষদ এর সদস্যবর্গ বি-ভন্ন সময় সংস্থার বিভিন্ন কার্যক্রম ও কার্যালয়সমূহ পরিদর্শন করেন। এসময় তারা মাঠ পর্যায়ে বিভিন্ন প্রকল্পের কার্যক্রম পরির্দশনের পাশাপাশি বিভিন্ন সু-বিধাভোগী জনগোষ্ঠী ও স্থানীয় প্রশাসন সাথে মতবিনিময় করে থাকেন।

সাপ্তাহিক মিটিং

ইপসা'র বিভিন্ন কর্মসূচী/প্রকল্প সমূহ ঠিক মত পরিচালিত হচ্ছে কিনা, তা তদারকি ও পরিবর্তীতে পরামর্শ প্রদানের জন্য সাপ্তাহের প্রতি শনিবারে ঘন্টা ব্যাপী এই মিটিং পরিচালনা করা হয়। এই মিটিংয়ে সংস্থার সিনিয়র কর্মকর্তা উপস্থিত থেকে প্রয়োজনীয় পরামর্শ ও দিক-নির্দেশনা দেওয়া হয়। সাপ্তাহিক মিটিং সংস্থার কাজে গতি সঞ্চার করেছে।

সিনিয়র ম্যানেজমেন্টদের ত্রৈমাসিক সভাঃ

সংস্থার সিনিয়র স্টাফদের কাজে গতিশীলতা ও পারস্পরিক সমঝোতা আনয়নে প্রতি তিন মাস পর পর এই সভা অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত সভায় সিনিয়র স্টাফরা তাদের কাজের বিবরণ, প্রকল্পের অগ্রগতি ও বাৎসরিক পরিকল্পনার আপডেট অবহিত করেন। উক্ত সভায় প্রধান নির্বাহী উপস্থিতি থেকে সভা পরিচালনা করা

কর্মএলাকাঃ

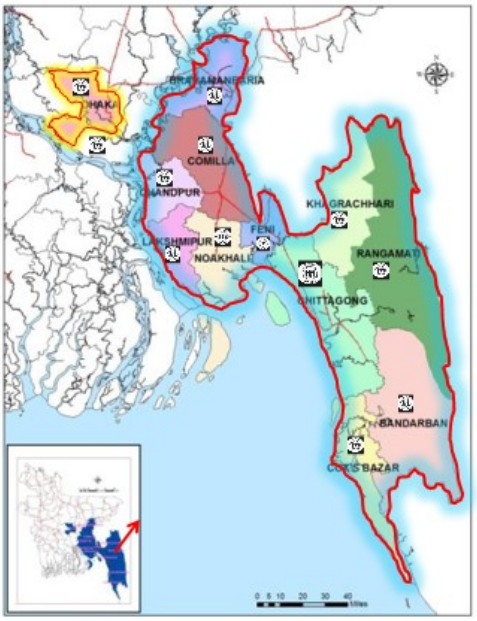

জেলাঃ ১৩

উপজেলা/থানাঃ ২৮

গ্রামঃ৯৯৩

জনসংখ্যাঃ ১০ মিলিয়ন (আনুমানিক)

কর্মএলাকার অফিস সমূহঃ

প্রধান কার্যালয় ঃ ০১

ঢাকা অফিস ঃ ০১

ফিল্ড / ব্রাঞ্চ অফিস ঃ ৭০

ট্রেনিং সেন্টার ঃ ০৭ টি (৪ টি আবাসিক, ৩ টি অনাবাসিক)

হেলথ সেন্টার ঃ ০৬

মানব সম্পদঃ

কর্মী	মোট	মহিলা (%)
নিয়মিত কর্মী (প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ)	১৩৪৮	৬৬১
খন্ডকালীন কর্মী (স্কুল শিক্ষক সহ)	১৩২৮	৭১১
আন্তজাতিক ও স্থানীয় স্বেচ্ছাসেবী এবং ইন্টার্নী	৬৮৩	৪১৭
মোট	**৩,৩৫৯**	**১,৭৮৯**

আইনী ভিত্তিঃ

ক্রম	নিবন্ধন তথ্য	নিবন্ধন নম্বর	নিবন্ধন তারিখ
১	এনজিও বিষয়ক ব্যুরো	এবিব্যু-৯১৬/৯৫	২৬-০২-৯৫ ইং
২	সমাজ সেবা অধিদপ্তর	চট্টঃ ১৮৭৫/৮৯	১০/০৯/১৯৮৯ ইং
৩	মাইক্রো ক্রেডিট রেগুলেটরি অথরিটি	এমআরএ০০০০৩৩৯ ০০২৯৯ ০১২৪৯ ০০৩৩৫	২৩/০৯/২০০৮ইং
৪	জয়েন্ট স্টক কোম্পানী	সিএইচসি-২২৭/০৪	২৯/০২/২০০৪ইং
৫	যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর	নং- ৩১,বা ৫৫২, চট্ট - ৪৬, সীতাকুন্ড- ০১	২০/১১/১৯৯৪ ইং
৬	পরিবার পরিকল্পনা অধিদপ্তর	নং-৬৮/১৭	১৩/৩/২০১৭ ইং
৮	টি আই এন (TIN)	৩৪৭৩০০২৮৫১	০১/১২/০৫ ইং
৯	ভ্যাট (VAT)	২১২১০৩৯৪৮	৩০/০৩/০৬ ইং
১০	তথ্য মন্ত্রণালয়/বেতার -২ শাখা(রেডিও সাগরগিরি এফ এম ৯৯.২)	লাইসেন্স নং - ৫	১৯/১২/২০১১ ইং
১১	ইপসা এমপ্লয়ীজ(কন্ট্রিবিউটরী) প্রভিডেন্ট ফান্ড	আঃ সাঃ/৫পি-১/চট্ট-২/২০১৭	১৫/৫/২০১৭ ইং

দাতা/সহযোগী সংস্থা সমূহঃ

* গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার এর বিভিন্ন মন্ত্রনালয় * A2I কর্মসূচী * প্রধান মন্ত্রীর কার্যালয়, * পল্লী কর্মসহায়ক ফাউন্ডেশন (পি কে এস এফ) * ইউএসএআইডি * ডিএফআইডি, ইউকেএইড *ওয়ার্ল্ড ব্যাংক * এ্যাকশনএইড বাংলাদেশ * হোপ '৮৭, * এফ এইচ আই * দি নেদারল্যান্ড এ্যামবেসি * ইসিএইচও * আইএলও *ইউনেস্কো *ইউএনএফপিএ * অক্সফাম * সেভ দ্যা চিলড্রেন * ব্র্যাক * ভিএসও *প্ল্যান ইন্টারন্যাশানাল বাংলাদেশ * কানাডিয়ান সিডা *ডব্লিওবিবি ট্রাস্ট * ইউএনডিপি * এউনিসেফ * আই ও এম * সাইট সেভার্স ইন্টারন্যাশনাল * এশিয়ান ডেভেলপমেন্ট ব্যাংক (এডিবি) * টোবাকো ফ্রি কিড্স * আরণ্যক ফাউন্ডেশন * উইনরক ইন্টারন্যাশনাল * অক্সফ্যাম নভিব *হ্যান্ডিক্যাপ ইন্টারন্যাশনাল * ঢাকা আহসানিয়া মিশন *ইউরোপিয়ান কমিশন * জাপান এম্বেসী * ডিসপ্ল্যাসম্যান্ট সল্যুশানস * এইচএসবিসি *জাতীয় এসটিডি এইডস কর্মসূচী, *স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যান মন্ত্রণালয়, * বিএসআরএম ফাউন্ডেশন * লেবার ভয়েস'স * ওয়ার্ল্ড ইনটেলেকচুয়্যাল প্রোপার্টি অরর্গানাইজেশন- (ডব্লিউআইপিও) * সিএলএস, * ব্রিটিশ

অর্জন সমূহঃ

ইপসা বৃহত্তর চট্টগ্রামে তার উন্নয়ন কার্যক্রম পরিচালনার পাশাপাশি জাতীয় ও আর্ন্তজাতিক পরিসরে লাভ করেছে এক গৌরবময় স্বীকৃতি। কাজের স্বীকৃতি স্বরূপ বিভিন্ন সময় বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান থেকে পুরস্কৃত হয়েছেন । এখানে তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য কয়েকটি উল্লেখ করা হলো।

- যুব ও উন্নয়ন কর্মসুচিতে অনবদ্য ভূমিকা রাখায় ইপসা ১৯৯৯ সালে আর্ন্তজাতিক যুব শান্তি পুরস্কার অর্জন করেছে।
- বাংলাদেশ আইসিটি মন্ত্রণালয় কর্তৃক ডেইজি ফর অল ধারনার জন্য জাতীয় ই-কনটেন্ট এবং আইসিটি এওয়ার্ড অর্জন ২০১০ ইং ।
- গনপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের বিজ্ঞান ও তথ্য প্রযুক্তি মন্ত্রণালয় কর্তৃক ইপসা'র জাহাজ ভাঙ্গা শিল্পের ওয়েব পোর্টাল (www.shipbreakingbd.info) তৈরী ও পরিচালনার জন্য মন্থন এওয়ার্ড অর্জন করে ২০১০ইং ।
- জাতিসংঘ এর অর্থনৈতিক ও সামাজিক পরিষদ (ECOSOC) কর্তৃক কনসালটেটিভ স্ট্যাটাস অর্জন কওে ২০১৩ ইং ।
- ইপসা ইনোভেটিব প্রজেক্ট inclusive finance project বাস্তবায়নের জন্য জাতিসংঘ সদর দপ্তর অস্ট্রিয়ার ভিয়েনা থেকে জিরো প্রজেক্ট এওয়ার্ড ২০১৭ অর্জন।
- ইপসা সিএলএস প্রকল্পে ডিজিটাল টকিং বুক এর মাধ্যমে ইনোভেটিব সার্ভিস ডেলিভারির জন্য ইপসা ব্রিটিশ কাউন্সিল থেকে বিকন এওয়ার্ড ২০১৭ অর্জন করে।
- দৃষ্টি ও পঠন প্রতিবন্ধী শিক্ষাথীদের রিডিং মেটেরিয়ালস তৈরীর স্বীকৃতিস্বরূপ ইপসা, একসেস টু ইনফরমেশন (এ টু আই) কর্মসূচির সহযোগী হয়ে ডব্লিউএসআইএস এওয়ার্ড ২০১৭ অর্জন করে।
- বাংলাদেশের সামাজিক উন্নয়নে মানসম্পন্ন কার্যক্রম বাস্তবায়নে অবদানের স্বীকৃতি হিসেবে স্থায়ীত্বশীল উন্নয়নের জন্য সংগঠন ইপসা'র প্রধান নির্বাহী মোঃ আরিফুর রহমানকে "বাংলাদেশ এনজিও ফাউন্ডেশন সম্মাননা-২০১৮" প্রদান করা হয়।

মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর কাছ থেকে সম্মাননা পদক গ্রহন করছেন ইপসা'র কর্মকর্তা ভাস্কর ভট্টাচার্য।	সাপ্তাহিক চাটগাঁর বাণী গুণীজন সংবর্ধনা ও মরণোত্তর পদক ২০১৮ প্রদান করা হয় ইপসা'র সদস্য ড. শামসুন্নাহার চৌধুরী (চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় হতে পি এইচ ডি ডিগ্রী অর্জন করায়)	স্থায়ীত্বশীল উন্নয়নের জন্য সংগঠন ইপসা'র প্রধান নির্বাহী মোঃ আরিফুর রহমানকে "বাংলাদেশ এনজিও ফাউন্ডেশন সম্মাননা-২০১৮" প্রদান করা হয়।

- সাপ্তাহিক চাটগাঁর বাণী গুণীজন সংবর্ধনা ও মরণোত্তর পদক ২০১৮ অর্জন করেন ইপসা'র প্রধান নির্বাহী মোঃ আরিফুর রহমান (সমাজ উন্নয়ন সংগঠক সম্মাননা পদক) ও ইপসা'র সদস্য ড. শামসুন্নাহার চৌধুরী (চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় হতে পি এইচ ডি ডিগ্রী অর্জন)।

ইপসা'র উন্নয়ন থিম সমূহঃ

ইপসা দারিদ্র,ঝুঁকি,প্রান্তিকতা এবং এর মূল কারণ গুলোকে কেন্দ্র করে তৈরী হওয়া ইপসা'র ভিশন,মিশন ও মূল্যবোধের আলোকে সংস্থা উন্নয়ন কার্যক্রমে পাচঁটি থিমের মাধ্যমে অংশগ্রহন করে থাকে। ইপসা'র উন্নয়ন থিমগুলো হল;

- স্বাস্থ্য;
- শিক্ষা;
- মানবাধিকার ও সুশাসন;
- অর্থনৈতিক ক্ষমতায়ন;
- পরিবেশ, জলবায়ু পরিবর্তন ও দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা।

নিম্নে থিম ভিত্তিক চলমান কর্মসূচীর বিবরণ উল্লেখ করা হল।

স্বাস্থ্য

স্বাস্থ্যঃ

ইপসা'র পাঁচটি উন্নয় থিম কাজ করে তার মধ্যে স্বাস্থ্য অন্যতম। ইপসা বিশ্বাস করে স্বাস্থ্যসেবা ও পরিবার পরিকল্পনা কর্মসূচী উন্নত জাতি গঠনের জন্য অপরিহার্য্য। বাংলাদেশ পৃথিবীর অন্যতম ঘনবসতিপূর্ণ দেশ, এজন্য স্বাস্থ্য ব্যবস্থা উন্নত করার পাশাপাশি দরকার পরিকল্পিত পরিবার গঠন। সেই প্রেক্ষাটটে ইপসা প্রতিষ্ঠা লগ্ন থেকে প্রান্তিক জনগোষ্ঠির জন্য প্রয়োজনীয় স্বাস্থ্য ব্যবস্থা উন্নত করা ও পরিবার পরিকল্পনা কর্মসূচী বাস্তবায়নে সরকারের সহায়ক শক্তি

০১ কর্মসূচী/ প্রকল্পের নামঃ এডভান্সিং ট্যোবাকো কন্ট্রোল ইন চিটাগং ডিভিশন থ্রো ইন্সিষ্টিটিউশানালাইজেশন অফ ইফেকটিভ এনফোর্সমেন্ট অফ ট্যোবাকো কন্ট্রোল।

প্রকল্পের সময় কালঃ ০১ আগস্ট ২০১৭ থেকে ৩১ অক্টোবর ২০১৮ ইং (১৫ মাস), **দাতা সংস্থাঃ** ক্যাম্পেইন ফর টোবাকো ফ্রি কিড্স

প্রকল্পের কর্মএলাকাঃ চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশন, কুমিল্লা সিটি কর্পোরেশন, ফেনী পৌরসভা, খাগড়াছড়ি পৌরসভা এবং কক্সবাজার পৌরসভা

প্রকল্পের লক্ষ্যঃ চট্টগ্রাম বিভাগে তামাক নিয়ন্ত্রণ আইন এর বাস্তবায়ন এবং প্রয়োগ প্রক্রিয়ার স্থায়ীত্বশীলতাকে শক্তিশালী করা।

প্রকল্পের অংশগ্রহণকারী/ লক্ষিত জনগোষ্ঠীঃ চট্টগ্রাম বিভাগীয় পর্যায়ে স্থানীয় সরকার ও স্থানীয় প্রশাসন, স্বাস্থ্য বিভাগ, হোটেল-রেষ্টুরেন্ট এর প্রতিনিধি, ব্যবসায়ী প্রতিনিধি, মিডিয়া, সুশীল সমাজের প্রতিনিধি, তামাকপন্য বিক্রেতা এবং যুবক।

প্রকল্পের মূল বিশেষ অর্জনসমূহঃ

- মোট ১১ টি স্থানীয় সরকার কর্তৃক ২০১৬-২০১৭ অর্থ বছরে তামাক নিয়ন্ত্রণ কার্যক্রমের জন্য ২,১৩,৫০,০০০ টাকা অর্থ বরাদ্দ রাখা হয়েছে।
- তামাকমুক্ত কক্সবাজার মডেল শহর তৈরীর ক্ষেত্রে কক্সবাজার পৌরসভা কর্তৃক পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়েছে এবং তা বাস্তবায়নে গণবিজ্ঞপ্তি জারী করা হয়েছে।
- তামাকমুক্ত কক্সবাজার মডেল শহর তৈরীর ক্ষেত্রে ৬০টি দোকান হতে দোকানের মালিকরা তামাকজাতদ্রব্যের বিজ্ঞাপন অপসারণ করেছে।
- তামাক নিয়ন্ত্রণ আইন বাস্তবায়নের লক্ষ্যে জেলা পর্যায়ে ৭জন এবং স্থানীয় সরকার পর্যায়ে ৫জন ফোকাল পয়েন্ট কর্মকর্তাকে দায়িত্ব প্রদাণ করা হয়েছে।
- উপজেলা এবং জেলা পর্যায়ে অনুষ্ঠিত মাসিক সমন্বয় সভায় তামাক নিয়ন্ত্রণ আইন এর অগ্রগতি পর্যালোচনা করার বিষয়টি এজেন্ডা হিসেবে অন্তর্ভুক্ত
- করার জন্য মাননীয় বিভাগীয়

চিত্রঃ তামাক মুক্ত কক্সবাজার নির্মাণে বীচ ক্যাম্পেইন

চিত্রঃ তামাকজাত দ্রব্য ব্যবহার নিয়ন্ত্রণে বিভাগীয় পর্যায়ে অধিপরামর্শ

মূল শিক্ষনীয় বিষয় ঃ

- কক্সবাজার পৌরসভার নের্তৃত্বে তামাকমুক্ত কক্সবাজার মডেল শহর তৈরীর উদ্যেগে স্থানীয় প্রশাসন, টাস্কফোর্স, হোটেল-রেষ্টুরেন্ট এর প্রতিনিধি, ব্যবসায়ী প্রতিনিধি, এনজিও, মিডিয়া, সুশীল সমাজের প্রতিনিধিসহ সকল পর্যায়ের প্রতিনিধিদের সম্পৃক্ত করা হলে কার্যক্রম বাস্তবায়নে সফলতা আসে।
- ফোকাল পয়েন্ট কর্মকর্তাদের তামাক নিয়ন্ত্রণ আইন এবং এ সংক্রান্ত বিভিন্ন তথ্য প্রদানের মাধ্যমে তাদেরকে আরো শক্তিশালী করা প্রয়োজন।
- তামাক বিরোধী সচেতনতা বৃদ্ধিমূলক প্রচারণা এবং জনগনকে উদ্বুদ্ধ করার কাজে যুবকদরেকে নিযুক্ত করা হলে তারা তাদের নিজকে তামাকের আগ্রাসন থেকে রক্ষা করতে পারে ।

২. কর্মসূচী/ প্রকল্পের নামঃ প্রোমোটিং সেইফ ওয়াটার এন্ড স্যানিটেশন ইন ইস্ট বাকলিয়া, চিটাগাং।

প্রকল্পের সময়কালঃ ০১ এপ্রিল ২০১৭ থেকে ৩১ মার্চ ২০১৯ ইং (২৪ মাস)

দাতা সংস্থাঃ The KADOORIE Charitable Foundation (KCF)

প্রকল্পের কর্ম এলাকাঃ চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশন ১৮ নং ওয়ার্ড, পূর্ব বাকলিয়া , তক্তারপুল এলাকা

প্রকল্পের লক্ষ্যঃ চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশন এর পূর্ব-বাকলিয়া ওর্য়াডের তক্তার-পুল বস্তিবাসির জন্য নিরাপদ পানি, স্যানিটেশন সুবিধা, পরিচ্ছন্নতার অনুশীলন ,সম্মন্বিত কমিউনিটি ভিত্তিক পদ্ধতির মাধ্যমে তক্তার-পুল বস্তিতে নিরপিদ পানি, স্যানিটেশন সুবিধা ও ড্রেনেজ ব্যবস্থার জন্য অবকাঠামো উন্নয়ন এবং এতদ্ বিষয়ে বস্তিবাসির দক্ষতার বিকাশ সাধন ও সচেতনতা বৃদ্ধির মাধ্যমে নিরাপদ পানি ও স্যানিটেশন ব্যবহার এবং পরিচ্ছন্নতার অনুশীলন ও আচরণের পরিবর্তনের মাধ্যমে বস্তিবাসিদের মধ্যে স্বাস্থ্যসম্মত জীবন তুলে ধরা।

প্রকল্পের অংশগ্রহণকারী/ লক্ষিত জনগোষ্ঠীঃ চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশন এর পূর্ব-বাকলিয়া ১৮ নং ওর্য়াডের তক্তার-পুল এলাকার ১৫০০ এলাকাবাসি।

প্রকল্পের বিশেষ অর্জনসমূহঃ

- এলাকাবাসী ও স্থানীয় সরকারের প্রতিনিধিদের সাথে সুসম্পর্ক স্থাপন ।
- ১২ টি এলাকায় ১২ ম্যানেজমেন্ট কমিটি গঠন ও প্রশিক্ষন প্রদান ।
- সচেতনতামূলক কার্যক্রমের মাধ্যমে লক্ষিত জনগোষ্ঠীর স্বাস্থ্য অভ্যাস পরিবর্তন ।
- ১৪ টি হেল্থ ক্যাম্প এর মাধ্যমে ৫৭৬ জন কে চিকিৎসা প্রদান ।

চিত্রঃ ইপসা কর্তৃক নির্মিত সেনিটারী ল্যাট্রিন, পূর্ব-বাকলিয়া, চট্টগ্রাম

চিত্রঃ স্থানীয় জনগোষ্ঠির স্বাস্থ্য অভ্যাস পরিবর্তন কর্মসূচী

মূল শিক্ষনীয় বিষয়ঃ

- এলাকাবাসী ও স্থানীয় সরকারের প্রতিনিধিদের সাথে সমন্বয় করে কাজ করলে স্থায়ীত্বশীল উন্নয়ন সম্ভব ।
- গঠনমূলক সচেতনতা কার্যক্রমের মাধ্যমে স্বাস্থ্য অভ্যাস পরিবর্তন সম্ভব।

৩. কর্মসূচী/ প্রকল্পের নামঃ ক্রিয়েটিং এন এনাবলিং এনভাইরনম্যান্ট ফর ইয়ং পিপল টু ক্লেইম এন্ড একসেস দেয়ার সেক্সুয়াল এন্ড রিপ্রডাক্টিভ হেলথ রাইটস ইন বাংলাদেশ (যৌন ও প্রজনন স্বাস্থ অধিকার সহায়ক প্রকল্প)।

প্রকল্পের সময়কালঃ জানুয়ারী ২০১৫ হতে জুন ২০১৯। **দাতাসংস্থাঃ** ইউরোপীয় ইউনিয়ন ও সুইডেন সিডা।

প্রকল্পের কর্মএলাকাঃ পানছড়ি, খাগড়াছড়ি।

প্রকল্পের লক্ষ্যঃ ১০ থেকে ২৪ বছর বয়সী কিশোর-কিশোরী এবং যুব জনগোষ্ঠীর যৌন ও প্রজনন স্বাস্থ্য অধিকার বিষয়ে একটি সহায়ক পরিবেশ তৈরি যাতে

প্রকল্পের অংশগ্রহণকারী/ লক্ষিত জনগোষ্ঠীঃ ১৫৪৬৬ জন (ছেলেঃ ৭৯৬৬ এবং মেয়েঃ ৭৫০০) ১০-২৪ বছর বয়সী যুব জনগোষ্ঠী।

প্রকল্পের মূল বিশেষ অর্জনসমূহ ঃ

- ৪৭০ জন পিয়ার এডুকেটর এবং কো-পিয়ার এডুকেটরদের পিয়ার এডুকেশন (০৩ দিন), জীবন দক্ষতা (০২ দিন) ও সমন্বিত যৌনতা শিক্ষা (০৩ দিন) বিষয়ক প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়েছে।
- ৩৪৩ জন মা-বাবাকে কৈশোরে সন্তানের সাথে বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক গড়ে তোলা বিষয়ক ওরিয়েন্টেশন দেয়া হয়েছে।

- ০৮ টি মাধ্যমিক বিদ্যালয় ও ০২ মাদ্রাসার মোট ৪০ জন শিককে যৌন ও প্রজনন স্বাস্থ্য বিষয়ক প্রশিকষণ আয়োজন করা হয়েছিল।
- যৌন ও প্রজনন স্বাস্থ্য বিষয়ক ৬০ উন্নয়ন নাটক ও ৪৫ টি ভিডিও শো-এর মাধ্যমে জন সচেতনতামূলক ক্যাম্পেইন করা হয়েছে।
- ১৫ টি যুব ক্লাবের আয়োজনে ৬০ কার্যক্রম অনুষ্ঠিত হয়েছে। যেমন: কুইজ প্রতিযোগিতা, উপস্থিত বক্তৃতা প্রতিযোগিতা ও বৃক্ষ রোপন কর্মসূচী ইত্যাদি।
- স্থানীয় সরকার, কমিউনিটি ও স্টাফদের নিয়মিত সভা ০৪ টি, কমিউনিটি গ্রুপ, ইউনিয়ন স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ কেন্দ্র ব্যবস্থাপনা কমিটি এবং ইউনিয়ন স্বাস্থ্য ও শিক্ষা বিষয়ক কমিটির সাথে অর্ধবার্ষিকী সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে ১০ টি, সরকারী সাস্থ্য সেবা দানকারী সরকারী কর্মকর্তাদের(সিভিল সার্জন, উপ-পরিচালক পরিবার পরিকল্পনা, উপজেলা স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা কর্মকর্তা, উপজেলা পরিবার পরিবার পরিকল্পনা কর্মকর্তা) সাথে সমন্বয় সভা অনুষ্ঠিত

চিত্রঃ কিশোর-কিশোরী এবং যুব জনগোষ্ঠীর যৌন ও প্রজনন স্বাস্থ্য বিষয়ক সচেতনতা সভা

চিত্রঃ স্থানীয় পর্যায়ে যুব মেলার আয়োজন

মূল শিক্ষনীয় বিষয়ঃ

- কমিউনিটি ও যুব জনগোষ্ঠী যুব ক্লাবের স্থায়ীত্বশীলতা নিয়ে প্রচন্ড আগ্রহী। তারা যেভাবেই হোক যুব ক্লাবকে বাঁচিয়ে রাখতে চায়। কেননা তারা এখন জানে, যুব জনগোষ্ঠী যুব ক্লাবে যুক্ত হলে তাদের নেতৃত্ব গুনাবলী বিকশিত হয়, সামাজিক সম্প্রীতি বৃদ্ধি পায়, পারিবারিক সুখ শান্তি আসে।
- যুব জনগোষ্ঠীর প্রয়োজনীয়তা ও সম্ভাবনা অফুরন্ত এবং তাদেরকে ভালো রাখা সম্ভব হলে সমাজ ভালো থাকবে, এ বিষয়টি সবাই বুঝে। কিন্তু কি করতে হবে তা তারা জানে না। এমতাবস্থায় ইপসার যৌন ও প্রজনন স্বাস্থ্য অধিকার সহায়ক প্রকল্প তাদের চোখ খুলে দিয়েছে।
- যৌন শব্দটির প্রতি মানুষের নেতিবাচক ভাবনা অনেক খানি কমে এসেছে।

৪. কর্মসূচী / প্রকল্পের নামঃ স্ট্রেন্থেনিং হেলথ এন্ড আদার অপরচুনিটিস ফর ভালনারেবল এ্যডোলেসেন্টস (শোভা)।

প্রকল্পের সময়কালঃ ১৭ই মে ২০১৭ইং থেকে ১৬ ই মে ২০১৯ (২৪ মাস)

দাতা সংস্থাঃ ইউনিসেফ

প্রকল্পের কর্ম এলাকাঃ ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশন (কুড়িল বিশ্বরোড, কোকাকোলা, বাড্ডা,গুলশান ১, ২, বনানী, কাকলী, মিরপুর, পল্লবী, ক্যান্টনমেন্ট, উত্তরা, এয়ারপোর্ট এরিয়া, খিলক্ষেত)

প্রকল্পের লক্ষ্যঃ এইচআইভি, এসটিআই এবং টিবি ঝুঁকি ও দুর্বলতা কমাতে ভাসমান কিশোরী যৌনকর্মীদের কর্ম ক্ষমতা বৃদ্ধি।

প্রকল্পের অংশগ্রহণকারীঃ অধিক ঝুঁকিপূর্ণ ভাসমান কিশোরী যৌনকর্মী (বয়স ১০-১৯)।

প্রকল্পেরমূল বিশেষ অর্জনসমূহঃ

- প্রজনন স্বাস্থ্য পরিচয় ও জীবন দক্ষতা প্রশিক্ষনের মাধ্যমে কিশোরীদের মধ্যে জানার দক্ষতা ও আত্মবিশ্বাসী মনভাব গড়ে উঠেছে।
- পারিবারিক ও সামাজিক ভাবে অধিকার আদায় এবং নেতৃত্বশক্তি বৃদ্ধি পেয়েছে। টেকনোলজি বা মোবাইল ফোন ব্যবহার করে প্রয়োজনীয় সেবা গ্রহন করায় দক্ষ হয়েছে।
- কিশোরীদের মধ্যে যৌন রোগ প্রতিরোধে কনডম এবং পরিষ্কার পরিচ্ছনতায় প্যাড ব্যবহারে আগ্রহী হয়েছে।
- এ্যডভোকেসি সভার মাধ্যমে গার্ডিয়ানদের মধ্যে এইচআইভি, এসটিআই এবং টিবি সর্ম্পকে সচেতনতা বৃদ্ধি করা হচ্ছে এবং সন্তানদের প্রতি মনযোগী হওয়ার জন্য মনিটরিং করা হচ্ছে।

মূল শিক্ষনীয় বিষয়ঃ

- অধিকাংশে কিশোরীরা পরিবার থেকেই নানা ধরনের অবৈধ কাজে লিপ্ত হয়ে খুব অল্প বয়সে নেশার দিকে ঝুকে পড়ে তাই গার্ডিয়ানদের কাউন্সেলিং করা

- যৌন পেশায় প্রবেশকারী কিশোরীরা সহজেই প্রকাশ্যে কোন সেবা করতে চায়না তাই তাদের সাথে বন্ধুত্ব পূর্ণ আচরনের মাধ্যেমে স্বস্থ্য বিষয়ক পরামর্শ দিয়ে ঝুঁকি কমিয়ে আনা সম্ভব।
- কিশোরীদের মধ্যে অল্প বয়সে গর্ভধারন প্রবণতা বৃদ্ধি পাচ্ছে ফলে তাদের স্বাস্থ্য ঝুঁকি বেড়ে যাচ্ছে তাই পারিবারিক ও সামাজিক ভাবে কিশোর-কিশোরী এবং গার্ডিয়ানদের সচেতনতার জন্য দীর্ঘ পরিকল্পনা গ্রহন করা উচিৎ।
- কিশোরীদের পাশাপাশি তাদের পার্টনাদের জন্যও সেবা সেন্টার চালু করা উচিৎ।

৫. কর্মসূচী / প্রকল্পের নামঃ ইপসা ম্যালেরিয়া নির্মূল কর্মসূচি।

প্রকল্পের সময়কাল ঃ জানুয়ারি ২০১৮- ডিসেম্বর ২০২০ ইং পর্যন্ত। **দাতাসংস্থা ঃ** গ্লোবাল ফান্ড ও ব্র্যাক ।

প্রকল্পের কর্মএলাকা ঃ উপজেলা - রাঙ্গুনিয়া , রাউজান, আনোয়ারা, চট্টগ্রাম।

প্রকল্পের লক্ষ্য ঃ ২০৩০ সালের মধ্যে ম্যালেরিয়ামুক্ত বাংলাদেশ।

প্রকল্পেরঅংশগ্রহণকারী/ লক্ষিতজনগোষ্ঠী ঃ কর্ম এলাকার সকল জনগোষ্ঠি। **রাঙ্গুনিয়া** - ৩,৯৩,৯৫৫ **রাউজান** - ৩,২২,২৬১, **আনোয়ারা**- ৩,০৭,৯৪২ (**মোট** ১০,২৪,১৫৮)।

প্রকল্পের মূল বিশেষ অর্জনসমূহঃ

- ৩২২০১ জন দরীদ্র ও অতি দরিদ্র পরিবারের মাঝে কীট নাশকযুক্ত মশারী বিতরণ করা হয়েছে।
- ১৬৭৫৬ জন এর মাইক্রোস্কোপিক এর মাধ্যমে রক্তকাঁচ পরীক্ষা করা হয়েছে।
- রক্ত কাঁচ পরীক্ষার মাধ্যমে ১ জন ম্যালেরিয়া রোগী সনাক্তকরণ।
- ৩৪৭৫ জন এর র‍্যাপিড ডায়াগনষ্টিক টেষ্ট (আরডিটি)'র মাধ্যমে রক্ত পরীক্ষা।
- আরডিটি'র মাধ্যমে ১০ জন ফেলসিফেরাম ম্যালেরিয়া রোগী সনাক্তকরণ।
- গ্রাম ও ইউনিয়ন পর্যায়ে জনসচেতনতা মূলক বিসিসি ৫টি কর্মশালা'র আয়োজন।
- ৪টি গ্রাম ডাক্তার কর্মশালা'র আয়োজন।

চিত্রঃ রাঙ্গুনিয়ায় কীটনাশকযুক্ত মশারী বিতরণ করছেন সাবেক মন্ত্রি ও বর্তমান সাংসদ ড. হাছান মাহমুদ

চিত্রঃ ইপসার উদ্যেগে রাউজানে বিশ্ব ম্যালেরিয়া দিবস উদযাপন

মূল শিক্ষনীয় বিষয় ঃ

- দীর্ঘস্থায়ী কীটনাশকযুক্ত মশারি (LLIN) মশার কামড় হতে আত্মরক্ষা ও ম্যালেরিয়া প্রতিরোধে অত্যন্ত কার্যকরি ।
- নয়মিত থানা পরিদর্শনের মাধ্যমে এই মশারি ব্যবহার নিশ্চিত করা হচ্ছে।
- স্বাস্থ্যকর্মী ও স্বাস্থ্যসেবিকা দ্বারা বাড়ির দোরগোড়ায় ম্যালেরিয়া রোগ নির্ণয়, চিকিৎসা ও প্রতিরোধ বিষয়ক বার্তা প্রদান করা অত্যন্ত কার্যকরি পদক্ষেপ।
- স্বাস্থ্যকর্মী কর্তৃক নিয়মিত উঠান বৈঠক করলে মানুষ সচেতন হয়।

৬. কর্মসূচী/ প্রকল্পের নামঃ স্ট্রেনদেনিং হেলথ আউটকামস ফর ওমেন এন্ড চিলড্রেন (SHOW) প্রকল্প।

প্রকল্পের সময়কালঃ ৪ এপ্রিল ২০১৬ থেকে ৩১ ডিসেম্বর ২০১৯ **দাতা সংস্থাঃ** গ্লোবাল অ্যাফেয়ার্স কানাডা। **কারিগরী সহযোগীতায়**-প্ল্যান ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ

প্রকল্পের কর্মএলাকাঃ পানছড়ি উপজেলা, খাগড়াছড়ি পার্বত্য জেলা ।

প্রকল্পের মূল-লক্ষ্যঃ প্রকল্প এলাকায় মা ও শিশু মৃত্যুর হার কমিয়ে আনা/হ্রাসকরণ।

প্রকল্পের অংশগ্রহণকারী/ লক্ষিত জনগোষ্ঠীঃ দারিদ্রপিড়িত ও উচ্চ-স্বাস্থ্য ঝুকিতে রয়েছে এমন গর্ভধারণক্ষম নারী, গর্ভবতী ও শিশু সন্তানের মা, কিশোরী/ উঠতি বয়সি মেয়ে, নবজাতক এবং ৫ বছর বয়সের নিচে শিশু।

- ১৫-১৯ বছর বয়সী সকল কিশোর ও কিশোরী।
- ২০-৪৯ বছর বয়সী সকল নারী ও পুরুষ।
- ৫ বছর বয়সের নিচে শিশু।

প্রকল্পের বিশেষ অর্জনসমূহঃ

- পানছড়ি উপজেলার লোগাং ও চেঙ্গী ইউনিয়ন স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যান কেন্দ্রে ২৪ ঘন্টা ডেলিভারী সার্ভিস চালু হয়। বিগত নভেম্বর'২০১৭ইং থেকে এবং জুন'২০১৮ইং সময় পর্যন্ত ১৭টি নরমাল ডেলিভারী সম্পন্ন হয়।
- কমিউনিটি ক্লিনিক ব্যবস্থাপনা কমিটির সদস্যদের জেন্ডার সমতা, নারীর নেতৃত্ব বিষয়ক ১২টি সচেতনতামূলক এবং ১৫টি সার্পোট গ্রুপের সাথে নিয়মিত সভা করা হচ্ছে, যার প্রেক্ষিতে দুর্গম এলাকার জনসাধারন কমিউনিটি ক্লিনিকের স্বাস্থ্য সেবা নিতে কমিউনিটি ক্লিনিকমূখী হচ্ছে এবং কমিউনিটি ক্লিনিকের সেবার মান ও পরিবেশ উন্নত হয়েছে।
- প্রকল্প কার্যক্রমের মাধ্যমে প্রসব পূর্ববতী এবং প্রসব পরবর্তী সেবা পূর্বে যেখানে ১০% ছিল বর্তমানে তা ৪৩% উন্নীত হয়েছে । পাশাপাশি প্রাতিষ্ঠানিক ডেলিভারীর সংখ্যা বর্তমানে প্রায় ৫০% উন্নীত হয়েছে যেখানে পূর্বে ছিল ৩৫%।
- পানছড়িতে প্রথম বারের মতো মোবাইল ফোন ভিত্তিক রেফারাল সিষ্টেম (ম্যাটারনাল অ্যাওয়ারনেস এন্ড রেফারাল ট্রাকিং) চালূ হয়েছে। যার মাধ্যমে পানছড়ির সকল স্বাস্থ্য সেবা প্রতিষ্টান থেকে পানছড়ি এবং খাগড়াছড়ি জেলা সদরে মা ও শিশু রেফার করা হচ্ছে।
- এ প্রকল্পের মাধ্যমে গরীব এবং প্রান্তিক জনগোষ্টীর মধ্যে বিনামূল্যে অ্যামবুলেন্স'র মাধ্যমে রেফারাল সেবা প্রদান করা হচ্ছে। ইতিমধ্যে ৩২ জন রোগীকে বিনামূল্যে অ্যামবুলেন্স সেবা দেওয়া হয় পাশাপাশি ১৬ জন মা ও শিশুকে সেফটি নেট সেবার আওতায় আর্থিক সহযোগীতা করা হয়।
- পানছড়ি উপজেলার ২২০টি পাড়ায় ৪৬ জন নারী ও ১০জন পুরুষ কমিউনিটি হেলথ ওর্য়াকারের দ্বারা ট্যাবলেট পিসির মাধ্যমে স্বাস্থ্য সেবা সর্ম্পকিত ভিডিও প্রদর্শন,উন্নয়ন নাট্য এবং দিবস উদযাপনের মাধ্যমে মা ও শিশু স্বাস্থ্য সংক্রান্ত সচেতনতা বৃদ্ধির কার্যক্রম চলছে এবং মোবাইল ফোনে এসএমএস'র মাধ্যে স্বাস্থ্য সেবা ও তথ্য সর্ম্পকিত ভয়েস ম্যাসেজ প্রদান করা হয়।

চিত্রঃ দূর্গম পাহাড়ি এলাকার জনগণকে অ্যাম্বুলেন্সে মাধ্যমে উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে ও অন্যান্য স্বাস্থ্য সেবা কেন্দ্রে রেফারেল করা হয়।

চিত্রঃ ট্যাবের (আইটি গ্যাজেট) মাধ্যমে স্বাস্থ্য সেবা বিষয়ে

মূল শিক্ষনীয় বিষয়ঃ

- প্রকল্প কার্যক্রমের মাধ্যমে পূরুষের অংশগ্রহন ও নারী নেতৃত্ব সৃষ্টির ফলে মা ও শিশু স্বাস্থ্য সেবা গ্রহনের পরিমান ব্যাপক হারে বেড়েছে,পাশাপাশি মা ও শিশু স্বাস্থ্য সেবা পাওয়ার ক্ষেত্রে পারিবারিক ও সামাজিক বাধা কমছে এবং জেন্ডার বৈষম্য কমে আসছে। যা জনগনের মধ্যে এবং সরকারী স্বাস্থ্য সেবা প্রদানকারীর মধ্যে ব্যাপক সাড়া পড়েছে।
- মা ও শিশু স্বাস্থ্য সচেতনতামূলক বিভিন্ন প্রকাশনা, যেমন- আইসিটি বেইসড ভিডিও ক্লিপস, লিপলেট, ফেষ্টুন ইত্যাদি সমাজের সর্বস্তরের মানুষের মাঝে সাড়া ফেলেছে।

- নারীদের নিয়ে উঠান বৈঠক, পুরুষদের নিয়ে মিটিং.কিশোর কিশোরীদের নিয়ে ক্লাবভিত্তিক কার্যক্রম, উন্নয়ন নাট্য এর মাধ্যমে পরিবারে ও সমাজে নারীর ভূমিকা ও মা ও শিশু স্বাস্থ্য সম্পর্কে নারী ও পুরুষ এবং কিশোর,কিশোরী সকলে ব্যাপকভাবে অবহিত হয়েছে এবং এ ধরণের কর্মসূচি চালূ রাখার জন্য ইপসা'র প্রতি সকলে আহবান জানিয়েছেন।

৭. কর্মসূচী/ প্রকল্পের নামঃ মায়ের হাসি- ২

প্রকল্পের সময়কালঃ জানুয়ারী, ২০১৮- জুলাই, ২০১৮ **দাতা সংস্থাঃ** এনজেন্ডারহেলথ বাংলাদেশ

প্রকল্পের কর্মএলাকাঃ কুমিল্লা ও হার্ড টু রিচ এলাকা (হাতিয়া, সন্দ্বিপ, কুতুবদিয়া, পার্বত্য চট্টগ্রাম)

প্রকল্পের লক্ষ্যঃ কর্মএলাকায় জন্মনিয়ন্ত্রণের স্থায়ী ও দীর্ঘমেয়াদী পদ্ধতি গ্রহণের হার বাড়াতে জনগণকে উদ্বুদ্ধ করা ও পদ্ধতি গ্রহণে সহায়তা করা।

প্রকল্পের অংশগ্রহণকারী/ লক্ষিত জনগোষ্ঠীঃ সংশ্লিষ্ট কর্মএলাকায় সক্ষম দম্পতি।

প্রকল্পের মূল অর্জনসমূহঃ

- ইপসা মার্চ থেকে জুন মাস পর্যন্ত ক্লায়েন্ট দিয়েছে ৯৯৫ জন।
- ইপসা'র পক্ষ থেকে ক্লায়েন্ট রেফার করা হয়েছে ১৮৪২ জন।
- দাউদকান্দি উপজেলায় সরকারি কর্মচারিদের তুলনায় ইপসা'র ভলান্টিয়ার বেশি ক্লায়েন্ট দেয়ায় মে মাসে সরকারিভাবে একজনকে পুরস্কৃত করা হয়।
- ইপসা'র একক কৃতিত্বে কুমিল্লা জেলায় ৬টি স্পেশাল ডে'র আয়োজন করা হয়

চিত্রঃ বিশেষ সেবা দিবসে সেবা গ্রহীতাদের একাংশ।

চিত্রঃ প্রকল্পের ত্রৈমাসিক সভায় দাতা সংস্থার প্রতিনিধির সাথে ইপসা'র সিনিয়র ম্যানেজমেন্ট।

মূল শিক্ষনীয় বিষয়ঃ

- পরিবার পরিকল্পনা পদ্ধতি সম্পর্কে পূর্ণাঙ্গ ধারণা অর্জন।
- সাধারণ মানুষকে পরিবার পরিকল্পনা পদ্ধতি সম্পর্কে ধারণা দিয়ে সবাইকে সচেতন করা এবং র‍্যাপট বিল্ডিং তৈরির মাধ্যমে সহজে কাজ করার পরিবেশ তৈরি করা।

শিক্ষা

শিক্ষাঃ

শিক্ষা প্রতিটি মানুষের মৌলিক অধিকার। গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধানে শিক্ষাকে মৌলিক অধিকার হিসেবে স্বীকৃতি দেওয়া হয়েছে। সবার জন্য সার্বজনীন শিক্ষার নিশ্চিতকরণ ও প্রসারের জন্য ইপসা, সরকারের সাথে সমন্বয় করে কাজ করে আসছে। ইপসা'র শিক্ষা বিষয়ক কর্মসূচীর উদ্দেশ্য হল আনুষ্ঠানিক ও অআনুষ্ঠানিক শিক্ষা ব্যবস্থার মাধ্যমে প্রান্তিক জনগোষ্ঠির সাক্ষরতার হার বৃদ্ধি। আনুষ্ঠানিক শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে শিক্ষার্থীর সংখ্যা বৃদ্ধি ও শিক্ষার গুনগত মান বৃদ্ধি। কারিগরী ও দক্ষতা বৃদ্ধি শিক্ষার মাধ্যমে যুব, কিশোর-কিশোরী ও ঝুকিঁপূর্ণ জনগোষ্ঠিকে চাকুরী ও উদ্যোক্তা জন্য প্রস্তুতকরন। আইসিটি ব্যবহার করে প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের এবং অন্যান্য ঝুঁকিপূর্ণ গোষ্ঠীগুলির জন্য সমন্বিত শিক্ষা নিশ্চিত করা। বর্তমানে ইপসা, শিক্ষা বিষয়ক নিম্নোক্ত প্রকল্প/কর্মসূচী বাস্তবায়িত হচ্ছে, যা সংক্ষেপে আলোচনা করা হল;

১. কর্মসূচী/ প্রকল্পেরনামঃ **ইপসা- সেকেন্ড চান্স্ এডুকেশন।**

প্রকল্পের সময়কালঃ ০১ সেপ্টেম্বর ২০১৭ থেকে ৩১ শে মে ২০১৮ **দাতা সংস্থাঃ** ব্র্যাক

প্রকল্পের কর্ম এলাকাঃ চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশন (ওয়ার্ড নং -৪,৫,৬,৭,৯,১৩,১৭,১৮,১৯,৩৪,৩৫,৩৬)

প্রকল্পের লক্ষ্যঃ নানা কারনে ঝরে পড়া ১,০০,০০০ (এক লক্ষ) শিশুকে প্রাথমিক শিক্ষার আওতায় এনে প্রাথমিক শিক্ষা সমাপ্ত করা।

প্রকল্পের অংশগ্রহণকারী/ লক্ষিত জনগোষ্ঠীঃ ৮-১৪ বছরের প্রাথমিক বিদ্যালয় হতে ঝরে পড়া শিশুরা।

প্রকল্পেরমূল বিশেষ অর্জনসমূহঃ

- টার্গেট অনুযায়ী ঝরে পড়া শিক্ষার্থীদের স্কুলমুখী করা।
- সৃজনশীল পদ্ধতিতে পাঠ গ্রহণ করতে উদ্বুদ্ধ করা।
- শিক্ষার্থীরা প্রথম শ্রেণির প্রান্তিক যোগ্যতা অর্জনে সক্ষমতা লাভ করা।
- অভিভাবকদের সচেতনতা বৃদ্ধি করা।

চিত্রঃ ইপসা এস সি ই স্কুলের শিক্ষার্থীরা সহঃপাঠক্রমিক কাজ

চিত্রঃ বি এন এফ ই এর মহাপরিচালক জনাব তপন কুমার ঘোষ

মূল শিক্ষনীয় বিষয় ঃ

- শিক্ষার্থীদের বিভিন্ন পদ্ধতিতে পাঠ দানের মাধ্যমে শিক্ষার মূল স্রোত ধারায় আনা।

২. কর্মসূচী/ প্রকল্পের নামঃ ক্যাপাসিটি বিল্ডিং এ্যাক্টিভিটিজ ইন বাংলাদেশ ফর দ্যা প্রোডাকশন অফ বুকস্ ইন এ্যাকসেসিবল ফরম্যাটস্

প্রকল্পের সময়কালঃ ১২ মাস (জুন'১৭-মে'১৮) **দাতা সংস্থাঃ** World International Property Organization (WIPO)

প্রকল্পের কর্মএলাকাঃ বাংলাদেশ

প্রকল্পের লক্ষ্যঃ মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের অর্থাৎ ৬ষ্ঠ থেকে ১০ম শেনীতে অধ্যায়নরত বিশেষ করে দৃষ্টি ও পঠন প্রতিবন্ধী ছাএ/ছাএী ও অন্যান্য সুবিধা বঞ্চিতদের সহজে বুঝার লক্ষ্যে ডেইজি অডিও ভিজুয়াল মাল্টিমিডিয়া বই তরী করে দেওয়া।

প্রকল্পের অংশগ্রহণকারী/ লক্ষিত জনগোষ্ঠীঃ

১. মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক পর্যায়ের দৃষ্টি ও পঠন প্রতিবন্ধীদের জন্য ডিজিটাল অডিও ভিজুয়াল মাল্টিমিডিয়া বইয়ে রুপান্তর করা এবং বন্টন করা

প্রকল্পের বিশেষ অর্জনসমূহঃ

- চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়কে দেশের প্রথম ইনক্লুসিভ ইউনিভার্সিটি হিসেবে স্থাপন করা।
- ডিজিটাল মাল্টিমিডিয়া বুক তৈরি করা (মাধ্যমিক, উচ্চ মাধ্যমিক ও বিশ্ববিদ্যালয় পাঠ্য বই)|
- দৃষ্টি প্রতিবন্ধী ছাত্র/ছাত্রীদের মোবাইল ডিভাইস (এনড্রয়েড) ও ব্যবহার উপযোগী সফটওয়্যার প্রদান করা।
- সকলের জন্যে পঠন উপযোগী ও প্রযুক্তি বান্ধব ডিকশেনারী তৈরী করা হয়েছে। দৃষ্টি প্রতিবন্ধী ব্যক্তিরা মোবাইল ডিভাইস (এনড্রয়েড) এর মাধ্যমেও এই

চিত্রঃ ইপসা'র পক্ষ হতে চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস চ্যান্সেলর দৃষ্টি প্রতিবন্ধী ছাত্র/ছাত্রীদের মোবাইল ডিভাইস (এনড্রয়েড) বিতরণ করছেন।

চিত্রঃ ইপসা'র এডভোকেসিতে চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়কে ইনক্লুসিভ ইউনির্ভাসিটি হিসেবে স্থাপন ।

মূল শিক্ষনীয় বিষয়ঃ

- মাল্টিমিডিয়া সেন্টারের মাধ্যমে বিভিন্ন দক্ষ স্বেচ্ছাসেবীদের সমন্বয়ে দৃষ্টি ও নিরক্ষর প্রতিবন্ধী ছাত্রছাত্রীদের জন্য তৈরী কৃত অডিও ডিজিটাল বই (মাধ্যমিক, উচ্চমাধ্যমিক ও বিশ্ববিদ্যালয় পাঠ্য বই) ব্যবহার করে ছাত্রছাত্রীরা উপকৃত হচ্ছে।
- বাছাইকৃত দৃষ্টি ও নিরক্ষর প্রতিবন্ধী ছাত্রছাত্রীদের মাঝে এনরয়েড মোবাইল ফোন ও ব্যবহার উপযোগী সফটওয়ার প্রদান করা হয়। এতে করে তারা এই মোবাইলের মাধ্যমে ডিকশেনারী ব্যবহার করতে পারছে ও বই পড়তে পারছে।

৩. কর্মসূচী/ প্রকল্পের নামঃ ইয়েস - সেন্টার (ইয়ুথ এমপাওয়ারমেন্ট থ্রো স্কীলস) প্রকল্প ।

প্রকল্পের সময় কালঃ ০১ জুলাই ২০১৬ থেকে ৩০ জুন ২০১৮ ইং (২৪ মাস)। **দাতা সংস্থাঃ** এস্প্রিট এবং ইউ ফাউন্ডেসন

প্রকল্পের কর্মএলাকাঃ রামু উপজেলা, কক্সবাজার।

প্রকল্পের লক্ষ্যঃ ঢাকা এবং কক্সবাজারে যুবকদের বিশেষকরে যুব মহিলাদের দারিদ্র বিমোচন উদ্যোগে নেতৃত্ব প্রদাণের লক্ষ্যে তাদের দক্ষতা বৃদ্ধি এবং আর্থসামাজিক অবস্থার উন্নতি ঘটানোর মাধ্যমে যুবকদের ক্ষমতায়িত করা।

প্রকল্পের অংশগ্রহণকারী/ লক্ষিত জনগোষ্ঠীঃ ১৫-২২ বছরের (নবম - গ্রাজুয়েট পর্যন্ত) ২৬০ জন যুব ও যুব মহিলা

প্রকল্পের মূল অর্জনসমূহঃ

- ১৫৩ জন যুব ও যুব মহিলা ৬ টি বিষয়ে (কম্পিউটার প্রশিক্ষণ, ইংলিশ ল্যাংগুয়েজ কোর্স, অফিস ম্যানেজমেন্ট এবং সেক্রেটারিয়াল কোর্স, হোটেল ম্যানেজমেন্ট প্রশিক্ষণ, বেসিক একাউন্টেনসি এন্ড বুক কিপিং কোর্স, টুরিষ্ট গাইড কোর্স প্রশিক্ষন) দক্ষতা বৃদ্ধিমূলক প্রশিক্ষন কোর্স এ, ১০২ জন জীবন দক্ষতা বিষয়ক প্রশিক্ষণ এবং ৯০ জন স্কুল ছাত্র ছাত্রীকে কমিউনিটি ভিত্তিক দুর্যোগ ঝুঁকি হ্রাস প্রশিক্ষনে অংশগ্রগনের মাধ্যমে দক্ষতা অর্জন করেছে।
- ৬৫ জন প্রশিক্ষিত যুব ও যুব মহিলা বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে চাকুরী করছে, ২ জন নিজস্ব ব্যবসা শুরু করেছে এবং ৫৮ জন স্বেচ্ছাসেবী হিসেবে জাতীয় এবং আন্তর্জাতিক বিভিন্ন সংস্থায় রোহিঙ্গা জনগোষ্ঠীদের জন্য মানবিক সাহায্য প্রদাণ কার্যক্রমে সম্পৃক্ত হয়েছে।
- কক্সবাজার জেলায় প্রথমবারের মতো চাকুরী মেলার আয়োজন করা হয়েছে যেখানে প্রায় ৬০০ যুব ও যুব মহিলা অংশগ্রহণ করেছে, ১০টি জাতীয় এবং আন্তর্জাতিক চাকুরী প্রদাণকারী প্রতিষ্ঠান অংশগ্রহণ করেছে এবং বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে মোট ৯৬৭টি চাকুরীর জন্য আবেদন জমা পড়েছে এর মধ্যে ইপসায় জমা পড়েছে ৪৮৫টি আবেদন।

- "আইসিটি অন হুইল" কার্যক্রমের আওতায় তথ্য প্রযুক্তি, শিক্ষা ও পেশায় মেয়েদের অংশগ্রহণ বাড়ানো এবং তাদেরকে আর্থ সামাজিকভাবে স্বাবলম্বি করার লক্ষ্যে আইসিটি প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত ৪ জন যুব মহিলাকে ইন্টারনেট সংযোগসহ ল্যাপটপ এবং একটি সাইকেল প্রদাণ করা হয়েছে। যাতে করে তারা সমাজের বিভিন্ন স্তরের ইন্টারনেট সুবিধা বঞ্চিত ব্যাক্তিদের ঘরে ঘরে গিয়ে ইন্টারনেট সেবা প্রদাণ করতে পারে এবং সেবা প্রদাণের জন্য সামান্য সার্ভিস চার্জ গ্রহণ করে এর মাধ্যমে তারা কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করতে পারে।
- ১০ জন যুব ও যুব মহিলাকে ব্লগার প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে যারা নিয়মিত ভাবে "ইয়েস ইয়ুথ গ্রুপ" ব্লগে তাদের প্রশিক্ষণ, ভবিষ্যৎ পরিকলাপনা, তাদের চিন্তা ভাবনা, বর্তমান পরিস্থিতি নিয়ে লেখালেখি করছে। গত এক বছরে মোট ১৪টি লেখা ব্লগে প্রদাণ করা হয়েছে।

চিত্রঃ ইপসা কর্তৃক প্রান্তিক জনগোষ্ঠির নিকট ইন্টারনেট সেবা প্রদান।

চিত্রঃ ইপসা-ইয়েস প্রকল্প কর্তৃক আয়োজিত চাকুরীর মেলায় বক্তব্য রাখছেন স্থানীয় সাংসদ, রামু, কক্সবাজার।

মূল শিক্ষনীয় বিষয়ঃ

- প্রকল্পের সকল প্রশিক্ষণার্থীরা যেহেতু অধ্যায়নরত সেহেতু প্রশিক্ষনের সময় নির্ধারণের ক্ষেত্রে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের সময় এবং পরীক্ষার সময়কে বিবেচনা করা একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়।

৪. কর্মসূচী/ প্রকল্পের নামঃ ইউনিক প্রকল্প।

প্রকল্পের সময়কাল ঃ ডিসেম্বর ২০১২ হইতে সেপ্টেম্বর ২০১৮ পর্যন্ত। **দাতা সংস্থা ঃ** ইউরোপিয়ান ইউনিয়ন

প্রকল্পের কর্ম-এলাকা ঃ খাগড়াছড়ি (খাগড়াছড়ি সদর,মাটিরাংগা,পানছড়ি উপজেলা) ও রাংগামাটি(বাঘাইছড়ি) পার্বত্য জেলা।

প্রকল্পের লক্ষ্যঃ বিদ্যালয় বিহীন এলাকায় শিশু শিক্ষা কেন্দ্র স্থাপনের মাধ্যমে প্রাথমিক শিক্ষা নিশ্চিত করা। বিদ্যালয় থেকে ঝড়েপরা শিশুদের কেন্দ্র স্থাপনের মাধ্যমে শিক্ষা নিশ্চিত করে সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ভর্তি নিশ্চিত করা। এবং মাতৃভাষার মাধ্যমে প্রাথমিক শিক্ষা নিশ্চিত করা।

প্রকল্পেরঅংশগ্রহণকারী/ লক্ষিতজনগোষ্ঠীঃ

দরিদ্রসীমা রেখা নিচে বসবাসকারী সকল জনগণ। এবং বিদ্যালয় বিহীন এলাকায় বসবাসরত সকল জনগোষ্ঠী।

প্রকল্পের বিশেষ অর্জনসমূহঃ

- এ পর্যন্ত বিদ্যালয়বিহীন এলাকা ও ঝড়েপরা শিক্ষার্থী ১৫২৭৮ শিশুকে প্রাথমিক বিদ্যালয়ে মেইনস্ট্রিমিং করা হয়।
- ২৫০০ শিক্ষাথীকে মাতৃভাষা শিক্ষার মাধ্যমে শিক্ষার মূল স্রোতধারায় নিয়ে আসা হয়।
- ১৩৫ শিশু শিক্ষা কেন্দ্র স্থাপন করা হয়।
- ১৩৫ শিশু শিক্ষা কেন্দ্রে শিক্ষা বিষয়ক অভিভাবক সভা (৯৭২০ টি) নিশ্চিত করা হয়।
- সরকার কর্তৃক সকল জাতীয় দিবস পালন সহ সাধারণ জনগণকে এ বিষয়ে সচেতনতা করা হয়।

মূল শিক্ষনীয় বিষয় ঃ

- পদ্ধতিগত শিক্ষা সম্পর্কে অবগত হওয়া যায়।
- শিক্ষার্থীদের যোগ্যতা ভিত্তিক ক্লাস নির্ধারন করা যায়।

৫. কর্মসূচী/ প্রকল্পের নামঃ School Feeding Programme in Poverty Prone Arias With Complementary Literacy And Nutrition Activities.

প্রকল্পের সময়কালঃ ০১.০১.১৮ ইং হতে ৩১.১২.১৮ ইং **দাতা সংস্থাঃ** ওয়ার্ল্ড ফুড প্রোগ্রাম। **প্রকল্পের কর্মএলাকাঃ** কুতুবদিয়া,কক্সবাজার।

প্রকল্পের লক্ষ্যঃ প্রাথমিক শিক্ষার গুনগত মান উন্নয়ন।

প্রকল্পের অংশগ্রহণকারী/ লক্ষিত জনগোষ্ঠীঃ স্কুলগামী শিশুরা, শিক্ষক/শিক্ষিকা,স্কুল ব্যবস্থাপনা কমিটি,লক্ষিত জনগোষ্টি।

প্রকল্পের মূল অর্জনসমূহ ঃ

- বিস্কুট বিতরনের ফলে স্কুলগামী ছেলে মেয়েদের উপস্থিতি হার বৃদ্ধি পেয়েছে। বিস্কুট বিতরনের ফলে দারিদ্র পীড়িত দ্বীপ এলাকার ছেলে মেয়েদের পুষ্টির ঘাটতি পূরণ হচ্ছে। বিস্কুট বিতরনের ফলে স্কুলগামী ছেলে মেয়েদের শারীরিক ও মানুষিক উন্নতি বৃদ্ধি পাচ্ছে।

মূল শিক্ষনীয় বিষয়ঃ

- স্কুলের শিমক্ষার্থীদের জন্য মিড ডে মিল এর পাশা পাশি মান সম্মত শিক্ষা ব্যবস্থার উদ্যোগ শিক্ষার ক্ষেত্রে একটি ব্যতিক্রম ধর্মী উন্নায়ন সাধিত হচ্ছে।

মানবাধিকার ও সুশাসন

মানবাধিকার ও সুশাসনঃ

মানবাধিকার প্রতিষ্ঠার জন্য সুশাসনের প্রয়োজন। ইপসা বিশ্বাস করে সাম্য, ন্যায় বিচার, গণতন্ত্র ও সুশাসন নিশ্চিত করার অন্যতম হাতিয়ার মানবাধিকার। গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধানে "মানবাধিকার" রাষ্ট্র পরিচালনার অন্যতম মূল লক্ষ্য হিসেবে চিহ্নিত। এ জন্য মানবাধিকার সংরক্ষণ, উন্নয়ন এবং নিশ্চিতকরণ রাষ্ট্রের দায়িত্ব। মানবাধিকার সংরক্ষণ, উন্নয়ন এবং মানবাধিকার যথাযথভাবে নিশ্চিত করার উদ্দেশ্যে সরকারের সাথে ইপসা সহায়ক শক্তি হিসেবে কাজ করছে। ইপসা মানবাধিকার ও সুশাসন কার্যাবলীর মাধ্যমে প্রান্তিক, ঝুকিঁপূণ, বিশেষ জনগোষ্ঠি, নারী, যুব ও শিশুদের জন্য সাম্য, ন্যায় বিচার, অধিকার সংরক্ষণ, আইনের সমতা ও আইনের প্রবেশগম্যতা বৃদ্ধিতে কাজ করছে। বর্তমানে ইপসা, মানবাধিকার ও সুশাসন বিষয়ে নিম্নোক্ত কর্মসূচী/প্রকল্প সমূহ বাস্তবায়িত করছে, যা সংক্ষেপে আলোচনা করা হল;

১. কর্মসূচী/ প্রকল্পেরনামঃ বাংলাদেশ কাউন্টার ট্রার্ফিকিং ইন পারসন (বিসিটিআইপি) প্রোগ্রাম।

প্রকল্পের সময়কালঃ ১লা মে, ২০১৭ইং থেকে ৩০শে সেপ্টেম্বর, ২০১৮ (১৭ মাস)। **দাতা সংস্থাঃ** ইউএসএআইডি এবং উইনরক ইন্টারন্যাশনাল।

প্রকল্পের কর্ম এলাকাঃ চট্টগ্রাম, কক্সবাজার এবং কুমিল্লা।

প্রকল্পের লক্ষ্যঃ "বাংলাদেশ কাউন্টার ট্রার্ফিকিং ইন পারসন(বিসিটিআইপি)" কর্মসূচীর মাধ্যমে মানব পাচারের শিকার যে কোন মানুষকে মৌলিক প্রয়োজন ভিত্তিক সেবা সমূহ শেল্টার ভিত্তিক এবং শেল্টারের বাইরে বিভিন্ন কার্যক্রমের মাধ্যমে প্রদান করা। পাচার থেকে উদ্ধার হওয়া একজন মানুষ যাতে সুস্থ স্বাভাবিক জীবনে ফিরে যেতে পারে সে জন্য সমন্বিত কেস ম্যানেজম্যান্ট পরিকল্পনার মাধ্যমে কর্মসূচী বাস্তবায়ন করা। পাশাপাশি মানসিক কাউন্সিলিং, জীবন দক্ষতা শিক্ষা, স্বাস্থ্য, চাকুরী এবং মৌলিক সহযোগিতার অন্যান্য সমমনা বন্ধু সংগঠন, সরকারী এবং বেসরকারী বিভিন্ন সেবা প্রদানকারী সংস্থায় রেফারেলের মাধ্যমে উক্ত সেবা সমূহ প্রদানের উদ্যোগ নেয়া। সমমনা বিভিন্ন সংস্থা, স্থানীয় জেলা ও উপজেলা প্রশাসন, সাংবাদিক, মিডিয়া ব্যক্তিত্ব, জনপ্রতিনিধি,

প্রকল্পের বিশেষ অর্জন সমূহঃ

- বিভিন্ন দিবস উৎযাপনের মাধ্যমে ৩৫৩২জন স্থানীয় জনগণের মাঝে মানব পাচার এবং নিরাপদ অভিবাসনের তথ্য প্রচার।
- ৮টি উপজেলা এবং ইউনিয়ন পর্যায়ের মানব পাচার প্রতিরোধ কমিটি সক্রিয় করণ এ ছাড়াও ১৬টি জেলা, উপজেলা এবং ইউনিয়ন পর্যায়ের মানব পাচার প্রতিরোধ কমিটিকে জাতীয় কর্মপরিকল্পনা অনুযায়ী কমিটির সদস্যগণের দায়ীত্ব ও কর্তব্য বিষয়ক ওরিয়েন্টেশন প্রদান।
- এ্যাডভোকেসী করণের মধ্য দিয়ে ৩টি ইউনিয়নে বাৎসরিক বাজেটে মানব পাচার প্রতিরোধ ও পাচারের শিকার সারভাইভারদের সহায়তা প্রদানের লক্ষ্যে অর্থ বরাদ্ধ রাখা হয়।
- ২০জন সদস্যসহ ইউএসএআইডি জেনারেল কাউন্সেলর এবং তার প্রতিনিধি দল সহ ইপসা শেল্টার হোম পরিদর্শন।
- মানব পাচারের শিকার ১০২জন সারভাইভারগণকে জীবন দক্ষতা প্রশিক্ষণ প্রদানের মাধ্যমে আত্মনিয়ন্ত্রণ, আত্মবিশ্বাস ও আত্মমর্যাদা বৃদ্ধিতে সহায়তা প্রদান। জীবন দক্ষতা প্রশিক্ষণে কক্সবাজার জেলার সদর উপজেলা কর্মকর্তার উপস্থিতি। ৩০জন সারভাইভারকে ক্ষুদ্র ব্যবসা প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়। ১২জন নুতন অনির্বাণ সদস্যকে লিডারশীপ, কমিউনিকেশন, এ্যাডভোকসী, মানবাধিকার এবং মানব পাচার প্রতিরোধ ও দমন আইন-২০১২ বিষয়ে টিওটি প্রদান করা হয়। নিরাপদে বিদেশ গমনেচ্ছু ৪৩জন ব্যক্তিকে মাইগ্রেশন বিষয়ে ওরিয়েন্টেশন প্রদান এবং স্থানীয় যুব সংগঠন, এলাকার নেতৃত্ব প্রদান কারী ব্যক্তি এবং কমিউনিটি বেইজ ওরগানাইজেশন এর ৫১জন ব্যক্তিকে মানব পাচারের শিকার ব্যক্তিগণের নিরাপদ এবং মর্যাদাপূর্ণ পু-ণঃএকত্রিকরণে ভূমিকা পালনের লক্ষ্যে করণীয় বিষয়ে ওরিয়েন্টেশণ প্রদান করা হয়। ২১৩জন সারভাইভারকে শেল্টার সহায়তা প্রদান করা হয়।

চিত্রঃ ইউএসএআইডি জেনারেল কাউন্সেলর ইপসা'র শেল্টার হোম পরিদর্শন

চিত্রঃ অনির্বাণ দলের সাথে ইউএনও সদর কক্সবাজার এর কথোপকথন

মূল শিক্ষনীয় বিষয়ঃ

- নেটওয়ার্ক বৃদ্ধির মাধ্যমে সারভাইভার সেবা সমূহ নিশ্চিত করণ।
- রেফারেল পদ্ধতি জোড়দার করণ এবং সারভাইভার সহায়তা নিশ্চিত করণ।
- সরকারী সহায়তার সাথে মানব পাচারের শিকার সারভাইভারগণকে সংপৃক্ত করণ।

২. কর্মসূচী/ প্রকল্পের নামঃ আন্দামান সাগর ফেরত অভিবাসীদের আর্থ সামাজিক উন্নয়ন ও পুনঃ ক্ষমতায়ন প্রকল্প।

প্রকল্পের সময়কালঃ জুন ২০১৬ থেকে জুন ২০১৮। **দাতা সংস্থাঃ** আই ও এম

প্রকল্পের কর্মএলাকাঃ কক্সবাজার জেলার রামু , উখিয়া ও সদর উপজেলা ।

প্রকল্পের লক্ষ্যঃ সমুদ্র পথের অবৈধ অভিবাসীদেরকে সমাজের টেকসই উন্নয়নে পুনঃপ্রতিষ্টা ও স্থায়ীত্বশীল করা ।

প্রকল্পের অংশগ্রহণকারী/ লক্ষিত জনগোষ্ঠীঃ আন্দামান ফেরত অভিবাসী ।

প্রকল্পের বিশেষ অর্জনসমূহঃ

- আন্দামান ফেরত অভিবাসীদের মধ্য হইতে ৮৬ জনের ডাটা বেজ তৈর করা।
- ৫০ জনকে ব্যবসা ও অন্যান্য কাজে সহায়তা প্রদান করা।
- জেলা জনশক্তি ও কর্মসংস্থান অফিসে ২৪৮৩ জনকে কাউন্সেলিং সেবা প্রদান করা।
- অভিবাসীদের জন্য ২টি যৌথ ব্যবসা শুরু করা , যথা - রেড সি ফুড ও রেড ক্রেব লিঃ।

চিত্রঃ **আইওএম চিপ অব মিশন ইপসা কলাতলী ফুড কার্ড পরিদর্শন ।**

চিত্রঃ লেবার মাইগ্রেশন ট্রেন্ড এ্যানালাইসিস কর্মশালায় বক্তব্য রাখছেন এডিসি (শিক্ষা ও আইসিটি) কক্সবাজার জনাব মোঃ সাইফুল ইসলাম মজুমদার।

মূল শিক্ষনীয় বিষয়ঃ

- ফেরত আসা অভিবাসীরা দ্রুত অর্থ উপার্জন করতে চায়।
- ফেরত আসা অভিবাসীরা ছোট গ্রুপে ও বড় গ্রুপে ব্যবসা করতে আগ্রহী হয় না।
- তারা পরিশ্রম করার পরিবর্তে বিকল্প রাস্তায় অর্থ উপার্জন করতে চায়।

৩. কর্মসূচী / প্রকল্পের নামঃ ফেয়ারার লেবার মাইগ্রেশন ইন বাংলাদেশ

প্রকল্পের সময়কালঃ ৩৩ মাস (জানুয়ারী ২০১৭ হইতে সেপ্টেম্বর ২০১৯)

দাতা সংস্থাঃ প্রকাশ (প্রমোটিং নলেজ ফর একাউন্টিবল সিষ্টেম), ব্রিটিশ কাউন্সিল, ইউকে এইড

প্রকল্পের কর্ম এলাকাঃ রাঙ্গুনিয়া উপজেলা (সরফভাটা ইউনিয়ন ও রাঙ্গুনিয়া পৌরসভা), চট্টগ্রাম ও সদর উপজেলা (ঝিলংজা এবং ঈদগাওঁ ইউনিয়ন), কক্সবাজার

প্রকল্পের লক্ষ্য ঃ শ্রম অভিবাসন ব্যবস্থার সাথে সম্পৃক্ত মাল্টি স্টেকহোল্ডারদের স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা নিশ্চিত করণে সহযেগিতা করা। এবং নিরাপদ ও নিয়মিত অভিবাসনকে উন্নতিকরন।

প্রকল্পের অংশগ্রহণকারী / লক্ষিত জনগোষ্ঠী ঃ ২০,০০০ ।

প্রকল্পের বিশেষ অর্জনসমূহঃ

- স্থানীয় পর্যায়ে ৪টি গ্রিভেন্স ম্যানেজমেন্ট কমিটি (জিএমসি) ও ৪ টি যুব স্বেচ্ছাসেবক দল গঠন করা হয়েছে। এই কমিটিদ্বয় যথাক্রমে অভিবাসন বিষয়ক অভিযোগগুলো সামাজিক সালিশের মাধ্যমে নিষ্পক্তিকরণ ও নিরাপদ অভিবাসনের ধাপগুলো স্থানীয় জনগণের মাঝে প্রচার করছে।
- প্রকল্প এলাকায় ৪টি নিরাপদ অভিবাসন বিষয়ক সাপোর্ট সেন্টার স্থাপন করা হয়েছে।
- গ্রিভেন্স ম্যানেজমেন্ট কমিটি'র (জিএমসি) মাধ্যমে ১৫ টি অভিযোগ সমাধান করে ও প্রায় ১৩ লক্ষ টাকা নগদ আদায় করা হয়েছে ।
- প্রকল্পের মাধ্যমে প্রায়ই ২০,০০০ অধিক জনগোষ্ঠিকে নিরাপদ অভিবাসন বিষয়ক তথ্য প্রদান করা হয়েছে।
- প্রকল্পের মাধ্যমে বাংলাদেশের শ্রম অভিবাসন এর চ্যালেঞ্জ, চাহিদা ও সুপারিশমালা বিষয়ক গবেষণাপত্র প্রকাশ করা হয়েছে এবং প্রকল্পেরর অর্জন সমূহ নিয়ে একটি ভিডিও ডুকুমেন্টারী তৈরী করা হয়েছে।

চিত্রঃ **প্রথম আলো এবং ইপসা কর্তৃক গোল টেবিল বৈঠকে বক্তব্য রাখছেন -মাইগ্রেশন এবং উন্নয়ন (ককাস) সংসদীয় কমিটির সম্মানিত**

চিত্রঃ নিরাপদ অভিবাসন বিষয়ে জন সচেতনতা তৈরীতে মাঠ পর্যায়ে জ্ঞান বিনিময় সভা।

মূল শিক্ষনীয় বিষয় ঃ

- গ্রিভেন্স ম্যানেজমেন্ট কমিটি'র (জিএমসি) ও স্থানীয় যুবদেরকে নিয়মিত প্রশিক্ষণ ও ফলোআপ করলে তারা সংক্রিয়ভাবে অভিবাসন বিষয়ক অভিযোগগুলো নিষ্পক্তিকরবে ও নিরাপদ শ্রম অভিবাসন উন্নীত করবে।
- প্রকল্প সংশ্লিষ্ট স্টেকহোল্ডার নির্ণয়ে পাওয়ার ম্যাপিং বা কনটেক্সট এ্যানালাইসিস একটি গুরুত্বপূর্ণ কৌশল। এর সঠিক ব্যবহারের মাধ্যমে আমরা প্রকল্প সংশ্লিষ্ট পক্ষ শক্তি ও বিপক্ষ নির্ণয় করতে পারি এবং যার মাধ্যমে পরবর্তী কৌশল ও পরিকল্পনা প্রণয়ন করে প্রকল্পের অগ্রগতি ও অর্জন সহজ হয়।

৪. কর্মসূচী/ প্রকল্পের নামঃ ভূমিহীন জনগোষ্ঠীর জীবন-জীবিকার সুরক্ষা প্রকল্প।

প্রকল্পের সময়কালঃ ৩১ ডিসেম্বর ২০২০ খ্রীঃ। **দাতা সংস্থাঃ** একশনএইড বাংলাদেশ

প্রকল্পের কর্মএলাকাঃ কক্সবাজার সদর ও মহেশখালী উপজেলা।

প্রকল্পের লক্ষ্যঃ

- দুর্যোগ, ভূমিগ্রাস ও জমি অধিগ্রহণের ফলে ক্ষতিগ্রস্থ জনগোষ্ঠীর জীবন-জীবিকার সুরক্ষা ব্যবস্থা সবল করা।
- ভূমিহীন ও ক্ষতিগ্রস্থ জনগোষ্ঠীর সামর্থ্য নির্মাণের মাধ্যমে কর্তৃপক্ষ ও সকল সেবাদানকারী প্রতিষ্ঠানসমূহকে আরো জনকেন্দ্রিক করা।
- সিএসও, গ্রুপ গঠন, সরকারের নীতিনির্ধারণী মহল,নাগরিক সমাজের প্রতিনিধি, শিক্ষাবিধ, সমাজ কর্মী ও প্রচারকর্মীদের সাথে কাজের সম্পর্ক ও তথ্য আদান–প্রদানের মাধ্যমে অধিকার বিষয়ে সচেতনতা বৃদ্ধি সামর্থ্য তৈরী করা।

প্রকল্পের অংশগ্রহণকারী/ লক্ষিত জনগোষ্ঠীঃ

প্রকল্পের প্রশিক্ষণ আর সচেতনতা বৃদ্ধিমূলক প্রচারাভিযানের মাধ্যমে প্রায় ১০,০০০ মানুষ প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে উপকৃত হবে।

প্রকল্পের বিশেষ অর্জনসমূহ ঃ

- ভূমিহীন জনগোষ্ঠীর মাঝে গ্রুপ গঠন ২০টি (নারী পূরুষ সমভাবে)।
- ১৩টি কমিউনিটি সভার মাধ্যমে প্রায় ৩০০০ ক্ষতিগ্রস্থ স্বাক্ষরের মাধ্যমে ক্ষতির ধরণ নিরুপন।
- ভূমিহীন জনগোষ্ঠীর অধিকার বিষয়ে সচেতনতা,সামর্থ্য বৃদ্ধিমূলক কর্মশালা, স্থানীয় সরকারের সাথে মতবিনিময় সভা ও মানবধিকার সহ আইন,নিয়মনীতির বিষয়ে একাধিক কর্মসূচীর মাধ্যমে ক্ষতিগ্রস্থদের দক্ষতা ও সক্ষমতা বৃদ্ধি করা হয়।
- ক্ষতিগ্রস্থ জনগোষ্ঠীর দক্ষতা ও সামর্থ্যবৃদ্ধির ফলে বিভিন্ন কর্মসূচির নিজেদের অধিকার আদায়ে সচেষ্ট হন।
- জীবিকায়নের জন্য আর্থিক সহায়তা (১৫পরিবার প্রতি পরিবারকে ৯০০০ টাকা) প্রদান।

চিত্রঃ ভূমিহীনদের মাঝে মতামত সভা।

চিত্রঃ জীবিকায়নের জন্য আর্থিক সহায়তা প্রদান।

মূল শিক্ষনীয় বিষয়ঃ

- প্রশাসন কর্তৃক নিয়মিত বাধা উপেক্ষা করে অধিকার আদায়ে ক্ষতিগ্রস্থ জনগোষ্ঠীর দক্ষতা ও সামর্থ্যবৃদ্ধি।
- মানবধিকার কর্মী, স্থানীয় সরকার, ক্ষতিগ্রস্থ জনগোষ্ঠী ও মিডিয়ার সমন্বয়ে গঠিত গ্রুপ নিয়ে জাতীয় নেটওয়ার্কিং সৃষ্টি।
- একজন ষ্টাপ দুটি প্রকল্প এলাকায় ক্ষতিগ্রস্থ জনগোষ্ঠীর অতিমাত্রা চাহিদা সত্বেও স্থানীয় সরকার, প্রশাসন ও উন্নয়ন প্রকল্প কর্তৃপক্ষের সাথে সমন্বয় রেখে কার্যক্রম পরিচালনা করা।

৫. কর্মসূচী/ প্রকল্পের নামঃ এডভান্স প্রোগ্রাম ফর ইমপ্রুভড লাইফস্টাইল অব দি আরবান পুউর (এপিলাপ)।

প্রকল্পের সময়কালঃ জানুয়ারী ২০১৬ থেকে ডিসেম্বর ২০১৯ইং। **দাতা সংস্থাঃ** একশন এইড বাংলাদেশ ।

প্রকল্পের কর্মএলাকাঃ চট্টগ্রাম সিটি কর্পোশেনের ১৯ ও ৩৫ নং ওয়ার্ড

প্রকল্পের লক্ষ্যঃ নগরের দরিদ্র নারী অধিকার সংরক্ষণ করা, শিশু অধিকার সংরক্ষণে কাজ করা, নাগরিক সেবাসমুহ গ্রহনে হয়রানি হ্রাস পাবে/ ন্যুনতম জীবনমান নিশ্চিতকরন, নগর দরিদ্র জনগোষ্ঠির নিরাপত্তা রক্ষায় যৌথউদ্যোগ বৃদ্ধিতে করা।

প্রকল্পের বিশেষ অর্জনসমূহ ঃ

- ৯৭ জন শিশু আর্ন্তজাতিক নারী দিবস ২০১৮ উপলক্ষে আয়োজিত ক্রীড়া প্রতিযোগিতায় পুরস্কার পেয়েছে।
- ২৭ জন যুবক-যুবতীকে দক্ষতা উন্নয়ন প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে।
- "শিশু অধিকার দিবস উদযাপন ২০১৭" ২৩৬ জন শিশু অংকন এবং কুইজ প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহন করেছে এবং পুরস্কার পেয়েছে।
- ৩৪ জন ছাত্র ছাত্রী ৪ মাস মেয়াদী ইংরেজী ভাষা বিষয়ক প্রশিক্ষণ ২০১৭ তে অংশগ্রহন করেছে এবং পরীক্ষায় ভাল ফলাফল করেছে।
- ৩৪ জন নারীকে ৬ মাস মেয়াদী সেলাই প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে।
- ১৫২ জন স্পন্সর শিশু, শিশুমেলার শিশু, শিশুমেলার অভিভাবকবৃন্দ, সার্কেলের সদস্যবৃন্দ বিষয়ক তথ্য সংগ্রহ (পিআরআরপি- ২০১৭) পরিচালনা করা হয়েছে।
- ৪০ জন শিশু জন্মনিবন্ধন পেয়েছে এবং সরকারী বেসরকারী স্কুলে ভর্তি হয়ে লেখাপড়া চালিয়ে যাচ্ছে।
- ৫ জন স্পন্সর, ননস্পন্সর শিশু এবং পরিবারের সদস্য ৩৫ নং ওয়ার্ড অফিসের এবং সমাজসেবা অফিসের আওতাধীন প্রতিবন্ধী তালিকাভুক্ত হয়েছে।

চিত্রঃ আর্ন্তজাতিক নারী দিবস ২০১৮ উপলক্ষে আয়োজিত

চিত্রঃ শিশুদের প্রাকৃতিক দুর্যোগ বিষয়ক প্রশিক্ষণে অংশগ্রহন।

মূল শিক্ষনীয় বিষয়ঃ

- জোয়ারের পানির কারণে সৃষ্ট জলাবদ্ধতার ফলে প্রোগ্রাম পরিচালনা করতে সমস্যা হয়।
- বেসরকারী বস্তিগুলোতে মাইগ্রেশনের উচ্চ হারের কারণে উন্নয়ন কার্যক্রম ব্যাহত হয়।

৬. কর্মসূচী/ প্রকল্পের নামঃ এনসিউরিং ডিসেন্ট ওয়ার্ক এন্ড সেইফ কন্ডিশন ফর শিপ ব্রেকিং ওর্য়াকারস ইন বাংলাদেশ (লাইফবোট প্রকল্প) ।

প্রকল্পের সময়কালঃ ০১ অক্টোবর ২০১৬ থেকে ৩০ সেপ্টম্বর ২০১৮ (২ বছর)।

দাতা সংস্থাঃ NGO SHIPBREAKING PLATFORM BELGIUM । **প্রকল্পের কর্মএলাকাঃ** সিতাকুন্ড, চট্টগ্রাম।

প্রকল্পের লক্ষ্যঃ জাহাজভাঙ্গার ক্ষেত্রে আন্তর্জাতিকভাবে স্বীকৃত শ্রমিক অধিকার ও গৃহিত কর্মপরিবেশের আলোকে বাংলাদেশের জাহাজভাঙ্গা শিল্পের কর্ম

প্রকল্পের মূল অর্জনসমূহঃ

- শ্রমিকদের সার্বিক সহযোগিতার জন্য ভাটিয়ারি এলাকায় শ্রমিকদের জন্য লাইফবোট সেন্টার নামক একটি শ্রমিক সহায়ক সেন্টার প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে। সেন্টারের মাধ্যমে শ্রমিকের মৃত্যু জনিত ক্ষতিপূরণ ১ লক্ষ টাকা থেকে ৫ লক্ষ টাকায় উন্নিত হয়েছে। লাইফবোট প্রকল্পে মাধ্যমে আমরা ১০০ জন আহত , ২০ জন নিহত শ্রমিকের ক্ষতিপূরণ আদায় করেছি এবং চাকুরিচ্যুত ১২২জন শ্রমিকের চাকুরিচ্যুত ক্ষতিপূরণ আদায়ের ব্যবস্থা করেছি।
- এই বছর আমরা প্রায় ৩০০০ জন শ্রমিকের সাথে সম্পর্ক স্থাপন করেছি এবং অধিকার নিয়ে শ্রমিকদের সচেতন করা হয়েছে।
- প্রকল্পের কাজের মাধ্যমে জাহাজ-ভাঙ্গা শিল্পে শিশুশ্রম অনেক হ্রাস পেয়েছে, যা সংশ্লিষ্ট সরকারী মহল স্বীকার করে এবং শিশুশ্রম নিরোসন কমিটির সদস্য হিসেবে ইপসা'কে মনোনিত করেছে ।
- প্রজেক্টের কাজের মাধ্যমে শ্রমিক কল্যান তহবিল হতে শ্রমিকদেরকে ২০ লক্ষ টাকা আদায় করে দেয়া হয়েছে এবং বর্তমানে ৩৮ টি আবেদন প্রক্রিয়াধীন আছে।

চিত্রঃ জনসচেতনতা সৃষ্টিতে মানববনন্ধন।

চিত্রঃ উঠান বৈঠক এর আয়োজন।

মূল শিক্ষনীয় বিষয়ঃ

- শ্রমিক অধিকার বিষয়ে কর্মরত সংস্থা হিসেবে ইপসা সুনাম অর্জন করেছে। যদিও শ্রম অধিকার বিষয়ে কাজ করা অনেক চ্যালেঞ্জিং, এখানে অনেক ধরনের চ্যালেঞ্জ মোকাবেলা করতে হয়েছে।
- দেশীয় এবং আন্তঃজার্তিক মিডিয়ায় ইপসা সুপরিচিতি লাভ করেছে। যেমন: ন্যাশনাল জিওগ্রাফি, ডিডাব্লিউ, আল জাজিরা, লস এনজেল টাইম, গার্ডিয়ান প্রভৃতি।

৭. কর্মসূচী/ প্রকল্পের নাম: **প্রমোটিং হিউম্যান রাইটস অব পারসন ওইথ ডিজএ্যাবিলিটি ট্রু ডিপিও মোবিলাইজেশন।**

দাতা সংস্থা: ইউএনডিপি

প্রকল্পের সময়কাল: অক্টোবর ২০১৭ থেকে অক্টোবর ২০১৮। **প্রকল্পের কর্মএলাকা:** রামু ও কক্সবাজার সদর উপজেলা।

প্রকল্পের লক্ষ্য: প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের সংগঠিত করণের মাধ্যমে মর্যদাপূর্ণ, দারিদ্রমুক্ত, ও নিরাপদ সামাজিক জীবমনান উন্নয়নে সহায়তা করা ও এলাকায় সচেতনতা বৃদ্ধি করা।

প্রকল্পের অংশগ্রহণকারী/ লক্ষিত জনগোষ্ঠী: ২০০ জন প্রতিবন্ধী ও তাদের পরিবার।

প্রকল্পের মূল অর্জনসমূহঃ

- রামু এবং কক্সবাজার সদর উপজেলার প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের নিয়ে ১০টি প্রতিবন্ধী উন্নয়ন সংগঠন করার মাধ্যমে প্রতিবন্ধী ব্যক্তিরা নিয়মিতভাবে সভায় মিলিতি হয়ে তাদের অধিকার বিষয়ে আলোচনা করেন।
- ৬টি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে এসএমসি ও শিক্ষকদের নিয়ে প্রতিবন্ধী শিশুর শিক্ষার অধিকার নিয়ে মতবিনিময় সভায় করা হয়।
- প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের সরকারি সেবা আদায়ে স্থানীয় ১০টি ইউপির সাথে সমন্বয় সভা অনুষ্ঠিত হয়। যাতে ইউপি চেয়ারম্যান মেম্বাররা প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের সরকারি সেবা সমূহ প্রদানে প্রতিশ্রুতি প্রদান করেন।
- রামু এবং কক্সবাজার সদর উপজেলার সরকারি প্রতিনিধি, প্রতিবন্ধী ব্যক্তি ও স্থানীয় জনগনকে নিয়ে বিশ্ব মানবাধিকার দিবস ও বিশ্ব অটিজন সচেতনতা দিবস পালন করা হয়।

চিত্রঃ ডিপিও সদস্যমের অধিকার ভিত্তিক উন্নয়ন প্রশিক্ষণ।

চিত্রঃ ডিপিও সদস্যমের মাসিক সমন্বয় সভা।

মূল শিক্ষনীয় বিষয়ঃ

- প্রতিবন্ধী ব্যক্তিরা তাদের যৌথ উদ্যোগের মাধ্যমে নিজের অধিকার আদায়ের জন্য জোর দাবী চালাচ্ছে।
- প্রতিবন্ধী ব্যক্তিরা তাদের পরিবর্তনের জন্য সর্বোত্তম চেষ্টা করে যাচ্ছে।

৮. কর্মসূচী/ প্রকল্পের নামঃ **কক্সবাজার জেলার জনগণের সামাজিক সম্পৃক্ততার মাধ্যমে উগ্রবাদ ও সহিংসতা প্রতিরোধ।**

প্রকল্পের সময়কালঃ জুলাই, ২০১৬ থেকে ডিসেম্বর, ২০১৮। **দাতা সংস্থাঃ** জিসার্ফ।

প্রকল্পের কর্মএলাকাঃ কক্সবাজার জেলা।

প্রকল্পের লক্ষ্যঃ কক্সবাজার জেলার সামাজিক, রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও সাংস্কৃতিক ও ভৌগোলিক অবস্থানের পরিপ্রেক্ষিতে স্থানীয় যুব শ্রেনী ও মায়ানমার থেকে আগত অনিবন্ধিত বিভিন্ন লোকজনের কারণে সহিংসতা ও অনৈতিক কার্যকলাপ দিন দিন বৃদ্ধি পাচ্ছে। তাই জনগণের সামাজিক সম্প্রক্ততার মাধ্যমে কক্সবাজার জেলায় উগ্রবাদ ও সহিংসতা মুক্ত সমাজ প্রতিষ্ঠা করা।

প্রকল্পের অংশগ্রহণকারী/ লক্ষিত জনগোষ্ঠীঃ ২,৪৬,২১৮ জন

- ১৮-৩৫ বছরের বেকার এবং ঝরে পড়া যুব জনগোষ্ঠীর।
- বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ১৫-২২ বছরের ছাত্র-ছাত্রী।
- নারী।
- স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানের জন প্রতিনিধিবৃন্দ।

চিত্রঃ উগ্রবাদ এবং সহিংসতা প্রতিরোধ তৃণমূল পর্যায়ে

চিত্রঃ উগ্রবাদ এবং সহিংসতা প্রতিরোধ তৃণমূল পর্যায়ে

প্রকল্পের মূল অর্জনসমূহ ঃ

- কক্সবাজার জেলার ৪টি পৌরসভা এবং ৭১ টি ইউনিয়নের প্রতিটি ওয়ার্ডে ৬৭৭টি যুব গ্রুপ গঠন করা হয়েছে তারা উগ্রবাদ এবং সহিংসতা বিরোধী বিভিন্ন কার্যক্রমে ইপসা কনসোর্টিয়ামকে সর্বাত্বক সহযোগিতা করে যাচ্ছে ।
- কক্সবাজার জেলার ৭৫ টি যুব গ্রুপের ১৫০০ জন যুব সদস্য নিয়ে ইউনিয়ন ও পৌরসভা পর্যায়ে যুব ফোরাম তৈরী করা হয়েছে যারা জীবন দক্ষতা এবং নেতৃত্ব উন্নয়ন বিষয়ক প্রশিক্ষণ পেয়ে অন্যান্য যুব সদস্যদের জীবন দক্ষতা বিষয়ক শিক্ষা সেশান এবং সমাজে উগ্রবাদ এবং সহিংসতা প্রতিরোধে কাজ করে যাচ্ছে।
- কক্সবাজার জেলায় প্রথম চাকুরী মেলার আয়োজনের মাধ্যমে ৬৫০ জন যুবদের বিভিন্ন চাকুরীদাতা প্রতিষ্ঠানের সাথে যোগাযোগের সুযোগ করে দেয়া হয়েছে
- ৭৫টি স্থানীয় সরকার পরিষদের নির্বাচিত প্রতিনিধিদের সাথে উগ্রবাদ এবং সহিংসতা প্রতিরোধে ভূমিকা শীর্ষক ওরিয়েন্টশনের মাধ্যমে সচেতনতা বৃদ্ধি পেয়ে স্থানীয় সরকার প্রতিনিধিরা ইপসাকে বিভিন্ন কার্যক্রমে সর্বাত্বক সহযোগিতা করে যাচ্ছে।
- জেলার বিভিন্ন স্টেকহোল্ডার প্রতিনিধিদের নিয়ে আয়োজিত ট্রেনিংসমূহের মাধ্যমে স্টেকহোল্ডাররা বলেছেন এই প্রথম তারা উগ্রবাদ এবং সহিংসতা বিষয়ে প্রকাশ্যে কথা বলতে পারছেন এবং তারা ইপসার কার্যক্রমের বিভিন্ন স্তরে সর্বাত্বক সহযোগিতা করে যাচ্ছেন।

মূল শিক্ষনীয় বিষয় ঃ

- প্রকল্পের জনসচেতনতা বৃদ্ধিতে আয়োজিত ফোক সংগীত বা আঞ্চলিক গানের অনুষ্ঠানের মাধ্যমে উগ্রবাদ ও সহিংসতা ব্যাপক জনসচেতনতা সৃষ্টি হয়েছে। জনপ্রতিনিধিবৃন্দ সহ সমাজের সর্বস্তরের মানুষের মাঝে বেশ সাড়া পড়ে এ কর্মসূচিতে।
- উগ্রবাদ এবং সহিংসতা প্রতিরোধ বিষয়ক প্রকাশিত বিভিন্ন প্রকাশনা যেমন পোষ্টার, লিফলেট, ফ্লিপ চার্ট সমাজের সর্বস্তরের মানুষের মাঝে সাড়া পড়েছে। জেলা প্রশাসন, পুলিশ প্রশাসন, স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানের কার্যালয়সমূহে গুরুত্বের সাথে প্রকাশনাসমূহ সংরক্ষণ করা হচ্ছে।

৯. কর্মসূচি/প্রকল্পের নামঃ হার ফাইন্যান্স

প্রল্পের সময়কালঃ এপ্রিল-২০১৮ থেকে মার্চ -২০২০ **দাতা সংস্থাঃ** বিজনেস ফর সোশ্যাল রিসপন্সিবিলিটি (বিএসআর)

প্রকল্পের কর্ম এলাকা ঃ গাজীপুর জেলা

প্রকল্পের লক্ষ্যঃ

বাংলাদেশের গাজীপুর জেলায় অবস্থিত ১০ টি গার্মেন্টস এর শ্রমিকদের বেতনভাতা ডিজিটাল মানি ট্রান্সফারের মাধ্যমে হস্থান্তরের লক্ষ্যে একটি যুগান্তকারি প্রকল্প। যেখানে ব্যাংকিং সুবিধা বঞ্চিত গার্মেন্টস শ্রমিকদের ফর্মাল ব্যাংক একাউন্ট এর আওতায় নিয়ে আসা হবে এবং গার্মেন্টস শ্রমিকদের আর্থিক বিষয়ক জ্ঞান প্রদানের মাধ্যমে নারী ক্ষমতায়নে কাজ করা।

প্রকল্পে অংশগ্রহণকারী লক্ষিত জনগোষ্ঠীঃ বাংলাদেশের গাজীপুর জেলার গার্মেন্টস শ্রমিক ।

প্রকল্পের অর্জন সমূহঃ

- প্রকল্পটি একটি নতুন প্রকল্প। মাত্রই এর কার্যক্রম শুরু হয়েছে। তাই এই মুহুর্তে প্রকল্পের সুনির্দিষ্ট অর্জন উল্লেখ করা একটু কষ্ট সাধ্য।
- গার্মেন্টস সেক্টরের পরিবেশ পর্যবেক্ষণ।
- গার্মেন্টস সেক্টরের উচ্চতর ম্যানেজমেন্ট এর সাথে প্রারম্ভিক সভার আয়োজনের মাধ্যমে বাংলাদেশের গার্মেন্টস সেক্টর সম্পর্কে একটা সম্যক ধারাণা আমরা লাভ করেছি।
- যেহেতু এই প্রকল্পের মূল লক্ষ্য শ্রমিকদের বেতনভাতা ডিজিটাল মানি ট্রান্সফারের মাধ্যমে হস্তান্তর তাই আমাদের দেশের মোবাইল মানি প্রোভাইডার কোম্পানির দুটি লিডিং কোম্পানি বিকাশ ও রকেটের সাথে কাজ করতে হচ্ছে তাই বাংলাদেশ মোবাইল মানির অবস্থান, ভুত ও ভবিষ্যৎ বিষয়ক একটা সম্যক ধারণ লাভ করেছি।

চিত্রঃ গার্মেন্টস কর্তৃপক্ষ,ব্রান্ড এবং ডোনারকে সাথে

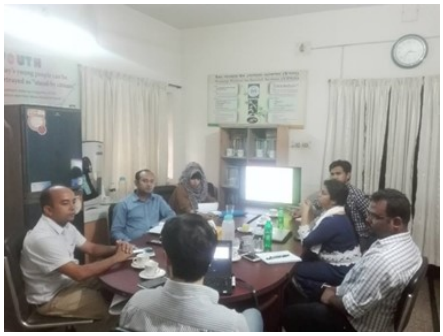

চিত্রঃ প্রজেক্ট কর্মীদের প্রশিক্ষণ গ্রহণ

অর্থনৈতিক ক্ষমতায়ন

অর্থনৈতিক ক্ষমতায়নঃ

ইপসা বিশ্বাস করে উন্নয়নের পূর্বশর্ত হল অর্থনৈতিক ক্ষমতায়ন। ইপসা গতিশীল, টেকসই, উদ্ভাবনী প্রযুক্তি ব্যবহার করে কেন্দ্রীভূত অর্থনীতি গড়ে তোলার জন্য কাজ করছে যেখানে যুবদের কর্মসংস্থান, নারীদের অর্থনৈতিক ক্ষমতায়ন ও সম্মানজনক কর্মসংস্থান বিষয়টি অগ্রাধিকারপ্রাপ্ত। ইপসা অর্থনৈতিক উন্নয়ন

১. কর্মসূচির নাম ঃ মাইক্রোফাইন্যান্স এন্ড মাইক্রোএন্টারপ্রাইজ (এমএফএন্ডএমই) প্রোগ্রাম।

কর্ম এলাকা ঃ

- জেলা ঃ ৬টি (চট্টগ্রাম, রাঙ্গামাটি, ফেনী, কুমিল্লা, খাগড়াছড়ি এবং চাঁদপুর)।

এমএফএন্ডএমই কর্মসূচির লক্ষ্য এবং উদ্দেশ্যঃ

লক্ষ্যঃ

লক্ষিত জনগোষ্ঠী বিশেষ করে নারীদের সংগঠিত করে পুঁজি গঠন এবং উদ্যোক্তা উন্নয়নের মাধ্যমে কর্মসংস্থান সৃষ্টি, দারিদ্র হ্রাস ও ক্ষমতায়ন।

উদ্দেশ্য ঃ

- সংগঠনের মাধ্যমে ঐক্যবদ্ধ করে আত্ম বিশ্বাস ও উন্নয়নে স্পৃহা সৃষ্টি করা।
- সঞ্চয়ের মাধ্যমে নিজস্ব পুঁজি সৃষ্টি এবং আর্থিক প্রতিষ্ঠানের সাথে সম্পৃক্ত করা।
- স্থায়ী সম্পদ আহরণ ও এর সর্বোত্তম ব্যবহার নিশ্চিত করা।
- উৎপাদনমূখী কর্মকান্ডের সাথে লক্ষিত জনগোষ্ঠী বিশেষ করে নারীদের সম্পৃক্ত করন।
- সক্ষমতা বৃদ্ধির মাধ্যমে কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্ঠি করা।
- উদ্যোক্তাদের জন্য মূলধনের সংস্থান করা।

প্রধান প্রধান কার্যক্রম সমূহঃ

১) গ্রুপ গঠন ২) সঞ্চয় সৃষ্টি
৩) ঋন চাহিদা যাচাই বাছাই এবং ঋন বিতরন ৪) দক্ষতা উন্নয়ন প্রশিক্ষণ
৫) সচেতনায়ন কার্যক্রম ৬) সদস্যদের সম্পদ সৃষ্টি এবং জীবনযাত্রার মান উন্নয়ন ৭) রেমিটেন্স

চলমান প্রোডাক্ট সমূহ ঃ

১. সঞ্চয় কর্মসূচি

১.১) সাধারণ সঞ্চয়। ১.২) মুক্ত সঞ্চয়। ১.৩) মাসিক সঞ্চয়

২. ঋণ কর্মসূচি ঃ

২.১) জাগরণ ২.২) অগ্রসর ২.৩) সুফলন
২.৪) বুনিয়াদ ২.৫) অন্তর্ভূক্তিমূলক উন্নয়ন কার্যক্রম ঋণ ২.৬) আইজিএ ঋণ
২.৭) সম্পদ সৃষ্টি ঋণ ২.৮) জীবন যাত্রার মান উন্নয়ন ঋণ ২.৯) স্যানিটেশন ডেভেলপমেন্ট ঋণ

চিত্রঃ উদ্যোক্তাদের বেকারত্ব দূরীকরণ কর্মসূচী।

চিত্রঃ প্রতিবন্ধি ব্যক্তি কর্তৃক উদ্যোগ পরিচালনা।

অর্জনসমূহঃ

শাখার সংখ্যা	সদস্য সংখ্যা	ঋণী সংখ্যা	সঞ্চয় স্থিতি	ঋণ স্থিতি	এ যাবত ঋণবিতরণ	উদ্বৃত্ত তহবিল	ক্রমপুঞ্জিভূত আদায়ের হার
৫০	৪৩,৮৮০	৩৬,৭০৫	২৯,৮৫,২৭,০৪৫	৯৩,০৩,৫৪,৬৪৭	৬,০৭,৩১,৫৪,০০০	১২,০৭,০৬,২৫০	৯৯.৪৫%

২. কর্মসূচি/ প্রকল্পের নামঃ দারিদ্র্য দূরীকরণের লক্ষ্যে দরিদ্র পরিবারসমূহের সম্পদ ও সক্ষমতা বৃদ্ধি (সমৃদ্ধি)।

প্রকল্পের সময়কালঃ ২০১০ সাল থেকে চলমান। **সহযোগী সংস্থা ঃ** পিকেএসএফ

প্রকল্পের কর্ম এলাকাঃ

সৈয়দপুর ইউনিয়ন, সীতাকুণ্ড উপজেলা, চট্টগ্রাম জেলা।

কলমপতি ইউনিয়ন, কাউখালী উপজেলা, রাঙ্গামাটি জেলা ।

প্রকল্পের লক্ষ্যঃ ইউনিয়নে বসবাসকারী জনগোষ্ঠীর দারিদ্র দূরীকরণ, টেকসই উন্নয়ন, মানবিক বিকাশ ও সক্ষমতা বৃদ্ধি তথা সামগ্রীক উন্নয়ন।

প্রকল্পের অংশগ্রহণকারী/ লক্ষিতজনগোষ্ঠী ঃ সৈয়দপুর ইউনিয়নে- ৬৩৩১ পরিবার, কলমপতি ইউনিয়নে- ৩৩৩৫ পরিবার এবং পানছড়ি ইউনিয়নে ২১২০ পরিবার।

কর্মসূচির মূল অর্জনসমূহ ঃ

- সৈয়দপুর ইউনিয়নের ৪৫ টি শিক্ষা সহায়তা কেন্দ্র, কলমপতি ইউনিয়নে- ২০ টি শিক্ষা সহায়তা কেন্দ্র এবং পানছড়ি ইউনিয়নে ২৫ টি শিক্ষা সহায়তা কেন্দ্রের মাধ্যমে ২০৮০ জন ছাত্র/ছাত্রীকে লেখাপড়ায় সহায়তা প্রদান করা হচ্ছে।
- ৩টি ইউনিয়নে স্যাটেলাইট ক্লিনিকে ৭২২৪ জন ও স্ট্যাটিক ক্লিনিকের মাধ্যমে ৯০৪২ জন ব্যক্তিকে প্রাথমিক চিকিৎসা সেবা প্রদান করা হয়।
- স্বাস্থ্য সেবা কার্যক্রমের মাধ্যমে সৈয়দপুরে ১৫ জন, কলমপতিতে ৪৫ জন এবং পানছড়িতে ১২ জন ব্যক্তিকে সফলভাবে চোখের ছানির চিকিৎসা এবং অপারেশন করানো হয়েছে।
- সৈয়দপুর ইউনিয়ন, কলমপতি ইউনিয়ন এবং পানছড়ি ইউনিয়নে ৩৩ টি যুব উন্নয়ন প্রশিক্ষণের মাধ্যমে ১১৪০ যুবদের উদ্বুদ্ধ করে এলাকার রাস্তা ঘাট সংস্কার, বাল্যবিবাহ রোধ ও ইভটিজিং প্রতিরোধ করা।
- ৩টি ইউনিয়নের ৩০০ টি পরিবারকে ৩০০ সেট স্বাস্থ্য সম্মত পারিবারিক ল্যাট্রিন বিতরণ।
- সৈয়দপুর ইউনিয়ন, কলমপতি ইউনিয়ন এবং পানছড়ি ইউনিয়নের ৯টি ওয়ার্ডে ৯টি সমৃদ্ধি কেন্দ্রে ৯টি টিউবওয়েল ও ৯টি পাকা ল্যাট্রিন স্থাপন করা হয়েছে।

চিত্রঃ ইপসা সমৃদ্ধি কর্মসূচীর আওতায় চক্ষু ক্যাম্প পরিচালনা

চিত্রঃ স্বাস্থ্য সচেতনতা বৃদ্ধিতে উঠান বৈঠকে ইপসা সদস্যবৃন্দ

মূল শিক্ষনীয় বিষয় ঃ

- আমাদের ঐকান্তিক প্রচেষ্টা ও বিভিন্ন সামাজিক তৎপরতার ফলে বাল্য বিবাহ প্রতিরোধে সমাজের সর্বস্তরের মানুষ এখন সচেতন ও বাল্য বিবাহ প্রতিরোধে আন্তরিকভাবে এগিয়ে এসেছে তারা। পক্ষান্তরে স্কুল ভিত্তিক ছাত্রীদের বাল্য বিবাহের কুফল সম্পর্কে সভা করার ফলে তারাও সচেতন হয়েছে।
- আমাদের শিক্ষা সহায়তা কেন্দ্রের মাধ্যমে এলাকার মানুষ প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষার গুরুত্ব অনুধাবন করতে শিখেছে। যার ফলে এলাকার মানুষ তাদের ছেলে-মেয়েকে নিয়মিত স্কুলে পাঠাচ্ছে।

৩. কর্মসূচী/ প্রকল্পের নামঃ প্রতিবন্ধী জনগোষ্ঠীর টেকসই জীবিকায়ন ও অর্থনৈতিক উন্নয়ন ।

কর্মসূচির সময়কালঃ ডিসেম্বর ২০১৫ইং হতে চলমান

কর্মএলাকাঃ সংস্থার ৫০টি এমএফ এন্ড এমই শাখার আওতাধীন । **সহযোগী সংস্থা ঃ** পিকেএসএফ

লক্ষ্যঃ প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের সামাজিক ও অর্থনৈতিকভাবে স্বাবলম্বী করার মাধ্যমে অধিকার ভিত্তিক বাঁধামুক্ত সমাজ প্রতিষ্ঠা করা।

অংশগ্রহণকারী / লক্ষিত জনগোষ্ঠী ঃ ৩২৬ জন প্রতিবন্ধী ব্যক্তি ও তাদের পরিবার।

প্রকল্পের মূল অর্জনসমূহ ঃ

- ৩৫২জন প্রতিবন্ধী ব্যক্তিকে সংস্থার মাইক্রোফাইন্যান্স এন্ড মাইক্রোএন্টারপ্রাইজ কর্মসূচির সাথে সম্পৃক্ত করণ, যার মধ্যে ৩১৪ জন ঋণ নিয়ে উন্নয়নমূলক কর্মকান্ডে সম্পৃক্ত হয়েছে।
- ২২ জন প্রতিবন্ধী ব্যক্তিকে সহায়ক উপকরণ দেওয়া হয়েছে।

চিত্রঃ বসতবাড়ীতে সবজি চাষ প্রশিক্ষণে আলোচন করছেন উপজেলা কৃষি কর্মকর্তা।

চিত্রঃ ইপসা কর্তৃক আন্তর্জাতিক প্রতিবন্ধী দিবস'১৭ এর

মূল শিক্ষনীয় বিষয় ঃ

- প্রয়োজনীয় সহযোগিতার মাধ্যমে প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের সামাজিক ও অর্থনৈতিকভাবে স্বাবলম্বী করা।
- প্রতিবন্ধী ব্যক্তিরা নিজেদের দক্ষতা অনুযায়ী আয়বৃদ্ধিমূলক কার্যক্রম বাস্তবায়ন করছে।

৪. কর্মসূচী/ প্রকল্পের নামঃ মাঁচা পদ্ধতি প্রযুক্তি সম্প্রসারন, মানসম্মত উপকরন ও ব্যবসা উন্নয়ন সেবা সহজলভ্যকরন এবং বিপনন ব্যবস্থা উন্নয়নের মাধ্যমে ছাগলপালনকারী উদ্যোক্তাদের আয় বৃদ্ধিকরন শীর্ষক ভ্যালু চেইন প্রকল্প।

প্রকল্পের সময় কালঃ জুলাই ২০১৭ থেকে জুন ২০২০। **সহযোগী সংস্থাঃ** পল্লী কর্ম - সহায়ক ফাউন্ডেশন (পিকেএসএফ)।

প্রকল্পের কর্ম এলাকাঃ সীতাকুণ্ড, চট্টগ্রাম।

প্রকল্পের লক্ষ্য ঃ উন্নত প্রাণি সম্পদ ব্যবস্থাপনায় ছাগল পালনের মাধ্যমে উদ্যোক্তাদের আয় বৃদ্ধিকরন।

প্রকল্পের অংশগ্রহণকারী/ লক্ষিত জনগোষ্ঠী ঃ ছাগল পালনকারী ৫০০০ পরিবার।

প্রকল্পের মূল অর্জনসমূহঃ

- ৫০০০ জন সদস্যকে নিয়ে প্রত্যেক দলে ২৫ জন করে মোট ২০০ টি ছাগল উৎপাদনকারী খামারি দল গঠন করা হয়েছে।
- ২৩৮ টি পরিবারকে মাঁচা স্থাপন, পাঁঠা সরবরাহ, মডেল ফার্ম ও হাইড্রোপনিক ফডার চাষের জন্য বিভিন্ন সহযোগিতা দেওয়া হয়েছে।
- কমপক্ষে ১৮০০ পরিবারকে প্রশিক্ষন দেওয়া , পিপিআর ভ্যাকসিন, কৃমিনাশক ট্যাবলেট ও সুষম খাবার সরবরাহ সহ বিভিন্ন কারিগরি সহযোগিতা প্রদান করা হয়েছে।
- ২৫ % ছাগলের খামারির উৎপাদন ৫০% বৃদ্ধি পেয়েছে।

♦

চিত্রঃ মাঁচা পদ্ধতিতে ছাগল পালন- মডেল ঘর।

চিত্রঃ হাইড্রোপনিক পদ্ধতিতে ঘাস উৎপাদন।

মূল শিক্ষনীয় বিষয়ঃ

৫. কর্মসূচী/ প্রকল্পের নামঃ প্রবীণ জনগোষ্ঠীর জীবনমান উন্নয়ন কর্মসূচি।

কর্মসূচির সময়কালঃ জুলাই ২০১৭-জুন ২০১৮ । **কর্ম এলাকাঃ** সৈয়দপুর ইউনিয়ন, সীতাকুণ্ড, চট্টগ্রাম

সহযোগী সংস্থা ঃ পিকেএসএফ

লক্ষ্যঃ প্রবীণদের মর্যদাপূর্ণ, দারিদ্রমুক্ত, কর্মময়, সুস্বাস্থ্য ও নিরাপদ সামাজিক জীবমনান উন্নয়নে সহায়তা করা ও এলাকায় সচেতনতা বৃদ্ধি করা।

অংশগ্রহণকারী/ লক্ষিত জনগোষ্ঠী ঃ ১৪৬০ জন প্রবীণ ব্যক্তি ও তাদের পরিবার

প্রকল্পের অর্জনসমূহ ঃ

- সীতাকুণ্ড উপজেলার সৈয়দুপর ইউনিয়নের ৭৫ জন প্রবীণ ব্যক্তিকে মাসে ৬০০ টাকা বয়স্ক ভাতা প্রদান হয়।
- এলাকার ৬৮ জন দরিদ্র ও চাহিদা সম্পন্ন প্রবীণ ব্যক্তিকে কম্বল, টর্চ লাইট, ছাতা, হুইল চেয়ার, ক্যাচ ও অন্যান্য প্রয়োজনীয় সহায়ক সামগ্রী প্রদান করা হয়।
- এলাকার ১৭৮ জন প্রবীণ ব্যক্তিকে নিয়মিতভাবে স্বাস্থ্য সেবা প্রদান করার মাধ্যমে প্রাথমিক স্বাস্থ্য, ঔষধ ও ফিজিও থেরাপী প্রদান করা হয়।
- ৮১ জন প্রবীণ ব্যক্তিদের নেতৃত্ব উন্নয়ন, যোগাযোগ ও মনিটরিং বিষয়ক প্রশিক্ষন ও ৪২ জন প্রবীণ ব্যক্তিকে আয় বৃদ্ধিমুলক কাজে ওরিয়েন্টেশন প্রদান করা হয়।
- প্রবীণ ব্যক্তিদের নিয়ে সৈয়দপুর ইউনিয়নে ১৯টি গ্রাম, ৯ওয়ার্ড ও ১টি ইউনিয়ন কমিটি গঠন করা যাতে তারা তাদের উন্নয়নের জন্য।

চিত্রঃ প্রবীণ গ্রাম কমিটির মাসিক সভা|

চিত্রঃ প্রবীণ ব্যক্তিদের সহায়ক উপকরণ বিতরণ।

মূল শিক্ষনীয় বিষয় ঃ

- প্রবীণ ব্যক্তিদের বয়স্ক ভাতা প্রদান করার ফলে প্রবীণ ব্যক্তিরা সমাজে তাদের প্রয়োজনীয় চাহিদা মিটাতে পারছে।
- প্রয়োজনীয় সহযোগিতার মাধ্যমে প্রবীণ ব্যক্তিরা সমাজে মর্যদার সাথে বসবাস করতে পারে।

৬. কর্মসূচী/ প্রকল্পের নামঃ ইপসা সাংস্কৃতিক ও ক্রীড়া কর্মসূচি।

কর্মসূচির সময়কালঃ জুলাই ২০১৭-জুন ২০১৮ ।

কর্মএলাকাঃ সীতাকুণ্ড, চট্টগ্রাম । **সহযোগী সংস্থা ঃ** পিকেএসএফ ।

লক্ষ্যঃ শিশু-কিশোর -তরুণদের সুকুমার বৃত্তি, মননশীলতার উন্নয়ন, নেতৃত্বের বিকাশ, প্রতিভার বিকাশ, সুশিক্ষায় শিক্ষিত, সুসংস্কৃতি ও নৈতিকতা সম্পন্ন করা, ভালো মূল্যবোধ গড়ে তোলাসহ তাদের মননে নানামূখী ইতিবাচক উন্নয়ন করা।

অংশগ্রহণকারী/ লক্ষিত জনগোষ্ঠী ঃ ১২টি মাধ্যমিক বিদ্যালয়, ৪০০০ ছাত্র-ছাত্রী ও শিক্ষা বিভাগ

প্রকল্পের মূল অর্জনসমূহ ঃ

- মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের ৩৬০০ জন ছাত্র-ছাত্রীদের নিয়ে উপস্থিত বক্তৃতা, আবৃত্তি, চিত্রাংকন, সাধারন জ্ঞানের কুইজ ও সুন্দর হস্তলিপি প্রতিযোগিতার আয়োজন করা হয়।
- ২১৬ জন মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের ছাত্র-ছাত্রীদের নিয়ে লেখালেখি, বিতর্ক, আবৃত্তি ও শুদ্ধউচ্চারণ বিষয়ক বিষয়ক কর্মশালা বাস্তবায়ন করা হয়।
- ৪৬ জন মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের ছাত্র-ছাত্রীদের নিয়ে উপজেলা ভিত্তিক নজরুল সংগীত. রবীন্দ্র সংগীত ও দেশাত্ববোধক গানের প্রতিযোগিতা
- ৩৫০০ জন ছাত্র-ছাত্রীদের নিয়ে আন্ত: স্কুল (উপজেলা ভিত্তিক) ক্রীড়া প্রতিযোগিতার আয়োজন।

চিত্রঃ ইপসা কর্তৃক আয়োজিত লেখালেখি বিষয়ক বিষয়ক

চিত্রঃ ইপসা কর্তৃক আয়োজিত বীর মুক্তিযোদ্ধা মরহুম একেএম মফিজুর রহমান স্মৃতি ফুটবল টুর্ণামেন্টে মেয়েদের খেলার একাংশ

মূল শিক্ষনীয় বিষয় ঃ

- প্রতিটি বিদ্যালয়ের ছাত্র-ছাত্রীদের নিয়ে সৃজনশীল উন্নয়ন কার্যক্রম বাস্তবায়নে ফলে ছাত্র-ছাত্রীদের মধ্যে সৃজনশীল ও মননশীল উন্নয়ন সম্ভব।
- প্রয়োজনীয় সহযোগিতার মাধ্যমে মেয়েরা দেশের ক্রীড়া ক্ষেত্রে অবদান রাখতে সক্ষম।

৭. কর্মসূচী/ প্রকল্পের নাম ঃ কৃষি ইউনিট, মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ ইউনিট।

প্রকল্পের সময়কালঃ চলমান । **প্রকল্পের কর্মএলাকাঃ** সীতাকুণ্ড, চট্টগ্রাম।

সহযোগী সংস্থাঃ পিকেএসএফ

প্রকল্পের লক্ষ্যঃ

ইপসার ক্ষুদ্রঋণ সদস্যদের সীমিত সম্পদ ব্যবহারের মাধ্যমে কৃষি, মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ খাতের লাগসই প্রযুক্তির বিস্তার ঘটিয়ে উৎপাদন বৃদ্ধি, বেকাররত্ব হ্রাস, পারিবারিক খাদ্য নিরাপত্তা এবং পুষ্টি সরবরাহ নিশ্চিত করা।

প্রকল্পের অংশগ্রহণকারী/ লক্ষিত জনগোষ্ঠীঃ ৩,০০০জন

প্রকল্পের মূল অর্জনসমূহ ঃ

- কৃষকদেরকে আধুনিক ও জৈব চাষাবাদে আগ্রহী করে গড়ে তোলা যেমন-জমিতে ফেরোমন ফাঁদ ব্যবহার, পুকুরে রোটেনন ও সম্পূরক খাদ্য প্রয়োগ, মাঁচা পদ্ধতিতে হাঁস, ছাগল ও মুরগী পালন।
- চাষীদেরকে নতুন নতুন প্রযুক্তি-টার্কি পালন, কুচিয়া মোটাতাজাকরণ, ফ্রুট ব্যাগ ইত্যাদির সাথে পরিচয় করিয়ে দেয়া।
- কৃষি, মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ খাতের প্রচলিত ভুল উদাহরণ স্বরূপ জমিতে বেশি রাসায়নিক সার ও কীটনাশক প্রয়োগ, পুকুরে অত্যধিক মাছ ছাড়া এবং গরু মোটাতাজাকরণে ক্ষতিকর স্ট্যারয়েড ব্যবহার করা ইত্যাদি উন্নতর প্রশিক্ষণের মাধ্যমে শোধরানোর ব্যবস্থা করা।
- এলাকার জনগণের মাঝে উচ্চমূল্যের ও উচ্চফলনশীল ফসলের চাষ, মাছ ও প্রাণির খামার গড়তে উদ্বুদ্ধ করা যেমন-ড্রাগন ফল,বার্হি খেজুর, ভেটকি মাছ ও চিংড়ি চাষ, উন্নত জাতের গাভী পালন ইত্যাদি।

চিত্রঃ ইপসা'র সদস্য খামারী টার্কি মুরগীর

চিত্রঃ সীতাকুণ্ডে কৃষি মেলায় ইপসার স্টল পরিদর্শন করছেন স্থানীয় সাংসদ জনাব আলহাজ্ব মো: দিদারুল আলম এমপি ও উপজেলা

মূল শিক্ষনীয় বিষয়ঃ

- উপযুক্ত প্রশিক্ষণ, অনুদান ও যথাযথ ঋণ প্রদানের মাধ্যমে কৃষি, মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ খাতের সফল আইজিএ বাস্তবায়ন।

৮. কর্মসূচী/ প্রকল্পের নামঃ "উচ্চ ফলনশীল বার্হি জাতের খেজুর চাষ প্রযুক্তি সম্প্রসারণ " শীর্ষক প্রকল্প।

চিত্রঃ বার্হি খেজুর বাগান পরিদর্শন করছেন ইপসা ও

প্রকল্পের সময়কালঃ ২৪ মাস। **প্রকল্পের কর্মএলাকাঃ** সীতাকুণ্ড, চট্টগ্রাম।

সহযোগী সংস্থা ঃ পিকেএসএফ

প্রকল্পের লক্ষ্যঃ উচ্চ মূল্য ও মানের ফল চাষ প্রযুক্তি সম্প্রসারণ প্রকল্প

প্রকল্পের অংশগ্রহণকারী/ লক্ষিত জনগোষ্ঠী ঃ ১ জন

প্রকল্পের অর্জনসমূহ ঃ

- উচ্চমূল্য মানের ফল চাষে এলাকার জনগণ আগ্রহী হচ্ছে ।
- পাহাড়ি পতিত জমির উপযুক্ত ব্যবহার নিশ্চিত হচ্ছে।
- মূল ফসলের সাথে আন্তঃফসল চাষাবাদ করে পারিবারিক পুষ্টির পাশাপাশি আর্থিক ভাবে লাভবান হচ্ছে।
- কৃষকের জীবন যাত্রার মান উন্নত হয়েছে।

মূল শিক্ষনীয় বিষয়ঃ

- পাহাড়ি ভুমিতে স্থানীয় স্বল্প মূল্যের এবং স্বল্প উৎপাদনের ফসল চাষাবাদ না করে উচ্চমূল্যের ও উচ্চ ফলনশীল জাতের ফসল চাষাবাদ করলে আর্থিক ভাবে লাভবান হওয়া যায়।

৯. কর্মসূচী/ প্রকল্পের নামঃ ওবিএ স্যানিটেশন মাইক্রোফাইন্যান্স কর্মসূচি ।

প্রকল্পের সময়কালঃ জুন-১৬ হতে এপ্রিল-২০১৮। **সহযোগী সংস্থাঃ** পিকেএসএফ এন্ড বিশ্ব ব্যাংক

প্রকল্পের কর্মএলাকাঃ সীতাকুণ্ড, মীরসরাই ও ফেনী জেলার ইপসা এমএফএন্ডএমই শাখা এলাকা

প্রকল্পের লক্ষ্যঃ গ্রামীণ এলাকার জনগোষ্ঠির জন্য উন্নত ও স্বাস্থ্যসম্মত স্যানিটেশনের অভিগম্যতা বৃদ্ধি করা

প্রকল্পের অংশগ্রহণকারী/ লক্ষিত জনগোষ্ঠীঃ ইপসা এমএফএন্ডএমই প্রোগ্রামের সদস্য

প্রকল্পের মূল অর্জনসমূহঃ

- কর্মএলাকায় ৩৫২০ জন সদস্যকে ওবিএ স্যানিটশেন মাইক্রোফাইন্যান্স এর সাথে সম্পৃক্ত করা হয়।
- ৪টি প্রশিক্ষণের মাধ্যমে স্থানীয় পর্যায়ে স্যানিটেশন বিষয়ে ৫৬ জন উদ্যোক্তা তৈরী করা।
- ৫৬ জন উদ্যোক্তাকে স্যানিটেশন লেট্রিন এর উপকরণ তৈরীর জন্য ১০,২০,০০০ টাক ঋণ প্রদান করা হয়।

- ওবিএ স্যানিটশেন লেট্রিন নারী ও কিশোরীদের জন্য অত্যন্ত নিরাপদ সম্পন্ন একটি লেট্রিন।
- ওবিএ স্যানিটশেন কর্মসূচির মাধ্যমে ইপসা ২০১৮ সালের এপ্রিল মাসে ওয়ার্ড ব্যাংক কর্তৃক সেরা কর্মসূচী বাস্তবায়নকারী প্রতিষ্ঠান হিসেবে চ্যাম্পিয়ন হওয়ার স্বীকৃতি অর্জন করে।

চিত্রঃ স্থানীয় উদ্যোক্তার স্যানিটেশন লেট্রিন উপকরণ এর দোকান

চিত্রঃ পিকেএসএফ এবং বিশ্বব্যাংক টীম ইপসা স্যানিটেশন কার্যক্রম পরিদর্শন করছেন

মূল শিক্ষনীয় বিষয়ঃ

- নতুন প্রজন্মের কম খরচে বিনা সুদে ঋনের মাধ্যেমে স্বাস্থ্য সম্মত ল্যাট্রিন।
- পরিবেশ সম্মত, ময়লা দেখা যায়না এবং র্দুগন্ধ মুক্ত ল্যাট্রিন।

১০. কর্মসূচী/ প্রকল্পের নামঃ রেড চিটাগাং ক্যাটল (আরসিসি) জাত উন্নয়ন, সংরক্ষণ ও সম্প্রসারণ ।

প্রকল্পের সময়কালঃ জুলাই ২০১৭- জুন ২০১৯

প্রকল্পের কর্মএলাকাঃ সীতাকুণ্ড, চট্টগ্রাম। **সহযোগী সংস্থাঃ** পিকেএসএফ

প্রকল্পের লক্ষ্যঃ

- রেড চিটাগাং ক্যাটল পালন সম্প্রসারণের মাধ্যমে কর্মসংস্থান সৃষ্টি ও আয়বৃদ্ধির মাধ্যমে দারিদ্র দূরিকরণ করা।
- উক্ত গরুর জাত উন্নয়নের লক্ষ্যে কৌলিকমান উন্নয়ন, সংরক্ষণ ও সম্প্রসারণ করা।

প্রকল্পের অংশগ্রহণকারী/ লক্ষিত জনগোষ্ঠীঃ ২২৫ পরিবার

প্রকল্পের মূল অর্জনসমূহঃ

- আরসিসি জাত সংরক্ষণ ও সম্প্রসারণ বিষয়ে ৫টি প্রশিক্ষনের মাধ্যমে ১২৫ জন সদস্যদের মাঝে ধারণা ও জনপ্রিয়তা সৃষ্টি করা হয়েছে।
- কর্মএলাকার ৪২ টি পরিবারকে ঋণের মাধ্যমে ৪২টি আরসিসি গরু বিতরণ করা হয়।
- প্রায় ৫০০ গরুকে ১৯০০টি কৃমিনাশক প্রদান ও ৫ টি ক্যাম্পেইনের মাধ্যমে ৩০০ টি গরুকে টিকা প্রদান ।
- সরকারী প্রাণিসম্পদ বিভাগের সাথে যোগাযোগের মাধ্যমে ৯০ টি কৃত্রিম প্রজনন সহযোগিতা গ্রহণ করা হয়।
- সীতাকুণ্ডের ৪টি এমএফ এন্ডএমই শাখার মাধ্যমে ১২ লক্ষ টাকা আরসিসি লোন প্রদান করা হয়।

চিত্রঃ **ইপসা কর্তৃক আয়োজিত** আরসিসি জাত সংরক্ষণ ও সম্প্রসারণ

চিত্রঃ নিজের খামারে আরসিসি গরু

মূল শিক্ষনীয় বিষয় ঃ

- আরসিসি জাত সংরক্ষণ ও সম্প্রসারণ করা হচ্ছে।
- আরসিসি জাত সর্ম্পকে জনগনের মধ্যে ইতিবাচক পরিবর্তনের ফলে জনগন উক্ত জাতের গরু লালন পালনে আগ্রহী হয়ে উঠছে।

১১. ইপসা ফিজিওথেরাপী সেন্টার

কর্মসূচির সময়কালঃ চলমান

কর্ম এলাকাঃ ইপসা ফিজিও থেরাপী সেন্টার সীতাকুণ্ডের প্রাণ কেন্দ্রে অবস্থিত। এই ফিজিও থেরাপী সেন্টারে সাধারনত সমগ্র সীতাকুণ্ড উপজেলা,সন্দীপ, মীরশরাই উপজেলা ও ফেনীর প্রতিবন্ধী ও দরিদ্র ব্যক্তিরা নিয়মিতভাবে থেরাপী গ্রহন করেন।

কর্মসূচির লক্ষ্যঃ ফিজিওথেরাপীর মাধ্যমে প্রতিবন্ধী ও দরিদ্র ব্যক্তিদের শারীরিক সক্ষমতা বৃদ্ধি করা।

উদ্দেশ্যঃ

প্রতিবন্ধী ও দরিদ্র ব্যক্তিদের দীর্ঘমেয়াদী প্রতিবন্ধিতার হাত থেকে রক্ষা করা।

স্বল্প খরচে প্রতিবন্ধী ও দরিদ্র ব্যক্তিদের থেরাপী সেবা প্রদান।

ফিজিওথেরাপীর মাধ্যমে দরিদ্রদের জন্য থেরাপী সেবা নিশ্চিত করা

প্রকল্পের অংশগ্রহণকারী/ লক্ষিত জনগোষ্ঠীঃ কর্মএলাকার প্রতিবন্ধী ব্যক্তি, প্রবীণ ব্যক্তি ও দূর্ঘটনাজনিত রোগীসহ থেরাপীপ্রাপ্ত জনগোষ্ঠী।

প্রকল্পের মূল অর্জনসমূহঃ

- এলাকার ২২৮ জন স্ট্রোক, মিনিজাইটিস, সেরিব্রাল ফলসি, দূর্ঘটনা আক্রান্ত ও বিভিন্ন ব্যাথা ও রোগে আক্রান্ত রোগীরা চিকিৎসকের পরামর্শ অনুযায়ী প্রয়োজনীয় সেবা গ্রহন করছে।

চিত্রঃ ইপসা ফিজিও থেরাপী সেন্টারে থেরাপী গ্রহণ

চিত্রঃ ফিজিওথেরাপী সেন্টারে থেরাপী গ্রহণ করছে স্থানীয় এলাকাবাসী।

মূল শিক্ষনীয় বিষয়ঃ

- বর্তমানে থেরাপী গ্রহনের ফলে সেবা গ্রহনকারী ব্যক্তিদের শারিরীক সক্ষমতা পূর্বের চেয়ে বৃদ্ধি পেয়েছে এবং ব্যাথায় আক্রান্ত রোগীদের ব্যাথা উপশম হওয়ার ফলে তারা স্বাভাবিক জীবন যাপন করছে।
- থেরাপী গ্রহনের ফলে অনেক স্ট্রোক রোগী দীর্ঘমেয়াদী প্রতিবন্ধীতার হাত থেকে রক্ষা পেয়েছে।

পরিবেশ, জলবায়ু পরিবর্তন এবং দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা

পরিবেশ, জলবায়ু পরিবর্তন এবং দুর্যোগ ব্যবস্থাপনাঃ

বাংলাদেশের ভৌগলিক অবস্থানগত কারণে এটি একটি দুর্যোগ প্রবণ দেশ। এখানকার প্রধান দুর্যোগ ও পরিবেশগত বিপর্যয়গুলো হচ্ছে বন্যা, খরা,ঝড়, ঘূর্ণিঝড়, সামুদ্রিক জলোচ্ছ্বাস, পরিবেশের অবক্ষয়, নদী ভাঙ্গন, লবনাক্ততা, ভূমি ধ্বস, ভূমির উর্বরতা হ্রাস, ভূমিকম্প, শৈত্য প্রবাহ, বর্জপাত, টর্নেডো, সুনামী ইত্যাদি। এই সমস্যাগুলো জলবায়ূ পরিবর্তনের প্রেক্ষিতে আরও বৃদ্ধি পাবে। এবং সম্প্রতী মানব সৃষ্ট দুর্যোগ এর সংখ্যা ও বৃদ্ধি পাচ্ছে। যেমন রোহিঙ্গা ইনফ্লাক্স। মায়ানমার থেকে আগত জোর পূর্বক বাস্তচ্যুত রোহিঙ্গাদের মানবিক সহায়তাকরণে ইপসা সরকার ও দাতা সংস্থাদের সাথে সমন্বয় করে কাজ করছে। ইপসা পরিবেশ, জলবায়ু পরিবর্তন এবং দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কর্মসূচীর মাধ্যমে জলবায়ু পরিবর্তনের প্রতিবন্ধকতা এবং অভিযোজন এবং দুর্যোগের ঝুঁকি হ্রাস, প্রতিক্রিয়া এবং দুর্যোগের শিকারদের পুনর্বাসনের পাশাপাশি উপযুক্ত স্থিতিস্থাপক প্রক্রিয়া ও পরিবেশ ব্যবস্থাপনা ব্যবস্থা উন্নীত করনে সরকারের পাশাপাশি সহায়ক শক্তি হিসেবে কাজ করে আসছে। নিম্নে পরিবেশ, জলবায়ু পরিবর্তন এবং দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কর্মসূচীর আওতাধীন চলমান কার্যাবলীগুলো

১. প্রকল্পের নামঃ বাংলাদেশের দক্ষিণ-পূর্বাঞ্চলীয় উপকূলীয় এলাকার জলবায়ু দুর্যোগের কারনে স্থানচ্যুত পরিবারের জন্য কমিউনিটি-চালিত পরিকল্পিত পুনর্বাসন প্রকল্প তৈরীর প্রস্তাবণা।

প্রকল্পের সময়কালঃ জানুয়ারী ২০১৮ থেকে ডিসেম্বর ২০১৮ ইং (১২ মাস)।

কর্ম এলাকাঃ চট্টগ্রাম জেলার বাঁশখালী উপজেলা ও কক্সবাজার জেলার পেকুয়া, কুতুবদিয়া এবং চকরিয়া উপজেলা।

দাতা সংস্থাঃ ক্লাইমেট জাস্ট্রিস রেজিলেন্স ফান্ড (Climate Justice Resilience Fund (CJRF)

প্রকল্পের লক্ষ্য ও কর্মসূচীঃ বাংলাদেশের দক্ষিণ-পূর্বাঞ্চলীয় উপকূলীয় এলাকার জলবায়ু দুর্যোগের কারনে স্থানচ্যুত পরিবারের জন্য কমিউনিটি-চালিত পরিকল্পিত পুনর্বাসন প্রকল্প তৈরীর প্রস্তাবণা।

প্রকল্পের অংশগ্রহণকারী/ লক্ষিতজনগোষ্ঠীঃ

বাংলাদেশের দক্ষিণ-পূর্বাঞ্চলীয় উপকূলীয় এলাকা, বিশেষ করে চট্টগ্রাম জেলার বাঁশখালী উপজেলা ও কক্সবাজার জেলার পেকুয়া, কুতুবদিয়া এবং চকরিয়া

প্রকল্পেরমূল অর্জনসমূহঃ

- **এলাকা সনাক্তকরনঃ** প্রকল্প এলাকায় স্থানচ্যুত এলাকা গুলো সনাক্তকরন সহ পরিবার গুলির মূল বা আদি অবস্থান নির্নয়।
- **জরিপ কার্য সম্প্রাদনঃ** প্রশ্নমালা জরিপ ও তালিকা জরিপের মাধ্যমে পরিকল্পিত পুনর্বাসন কাজে স্থানচ্যুত মানুষের অর্ন্তভূক্তী নিশ্চিত করন কল্পে মোট ২৭০ স্থানচ্যুত পরিবারের প্রয়োজন/চাহিদা, আকাঙ্খা এবং পরিকল্পিত পুনর্বাসন কাজে তাদের অর্ন্তভূক্তী নিশ্চিত করন ও ঝুঁকি উদঘাটন করা হয়। এবং প্রকল্প এলাকার স্থানীয় জনগন, স্থানীয় ও উপজেলা পর্যায়ের র্নিবাচিত জনপ্রতিনিধি সহ সরকারী প্রতিষ্ঠানের কর্মকর্তাসহ সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন ধরনের স্টেকহোল্ডারদেও সাথে সম্পর্কস্থাপন।
- **গনমানুষের মতামতঃ** গনমানুষের মতামত জানার জন্য মোট ০৯ টি এফ জি ডি (ফোকাস গ্রুপ ডিসকাশন) তালিকা জরিপের মাধ্যমে স্থানচ্যুত পরিবার গুলোর সম্মনিত মতামত গ্রহন ও পরিকল্পিত পুনর্বাসন কাজের ক্ষেত্রে ঝুঁকি গুলো উদঘাটন করা হয়।
- কৌশলগত পরিকল্পনা খসড়া প্রস্তুতকরনঃ জলবায়ুগত স্থানচ্যুত মানুষের পুনবার্সন প্রক্রিয়ায় জনগণের সম্পৃক্ততা কৌশলগত পরিকল্পনা প্রস্তুতকরন খসড়া তৈরী।

চিত্রঃ এফ জি ডি (ফোকাস গ্রুপ ডিসকাশন) মগনামা ইউনিয়ন

চিত্রঃ কে আই আই (কি ইনফরমেন্ট ইন্টারভিউ) ভূমি অফিসার, কুতুবদিয়া

মূল শিক্ষনীয় বিষয়ঃ

- কমিউনিটি সম্পৃ[3]তার কৌশলপত্রের মাধ্যমে জনগনের সম্পৃক্ততার / সংশ্লিষ্টতা নিশ্চিত করে।
- প্রশ্নমালা জরিপ, কে আই আই (কি ইনফরমেন্ট ইন্টারভিউ) এবং এফ জি ডি (ফোকাস গ্রুপ ডিসকাশন) তালিকা জরিপের তালিকা জরিপের মাধ্যমে স্টেকহোল্ডার ম্যাপিং সহ প্রকল্পের ঝুঁকি গুলো সঠিক ভাবে উদঘাটন করা যায়।

২. কর্মসূচি/প্রকল্পের নামঃ Community Engagement in Environment Protection Initiative (CEEPI)

প্রল্পের সময়কাল ঃ জুলাই-২০১৫ থেকে জুন ২০১৮ **দাতা সংস্থা ঃ HSBC**

প্রকল্পের কর্ম এলাকাঃ ঢাকা।

প্রকল্পের লক্ষ্যঃ

- সীতাকুণ্ড জেলার বারিয়াঢালা ন্যাশানাল পার্ক ও তৎসংলগ্ন জনগোষ্ঠীকে পরিবেশ রক্ষণে অন্তর্ভুক্তি করণ এবং একই সাথে ঢাকার শহরের বিভিন্ন স্কুলে এই বিষয় কার্যক্রম পরিচালনা করা যাতে তারা তাদের পরিবেশে সর্বোত্তম মানুষ ও একই সাথে তারা যেন ভবিষ্যৎ নেতৃত্বেরগুণাবলী নিয়ে বেড়ে উঠে। বাংলাদেশের প্রাকৃতিক পরিবেশের বাস্তবতায় প্রকল্পটি একটি কার্যকর প্রকল্প যার মাধ্যমে নিম্নোক্ত বিভিন্ন কৌশলপত্র, পরিকল্পনা এবং অভিষ্ঠ লক্ষ্যে পৌঁছার জন্য কাজ করা হবে।
- ঢাকার বিভিন্ন স্কুল শিক্ষার্থীদের মাঝে পরিবেশ বিষয়ক সচেতনতা সৃষ্টি পূর্বক ইয়াং লিডারশিপ তৈরি করা যার মধ্যে অন্তর্ভুক্ত রয়েছে শিক্ষার্থীদের বিভিন্ন প্রতোযোগিতায় অংশগ্রহণ করার মানসিকতা সৃষ্টি করা।

প্রকল্পে অংশগ্রহণকারী /লক্ষিত জনগোষ্ঠীঃ ঢাকার বিভিন্ন মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের ৭৫০০ জন শিক্ষার্থীকে প্রত্যক্ষ উপকারভোগী হিসেবে নির্বাচন করা হয়েছে যাদের পরিবেশ বিষয়ক সচেতনতামূলক নানা কার্যক্রমে অংশগ্রহণ করানোর মাধ্যমে পরিবেশ সচেতন একটা ইয়াং লিডারশীপ তৈরি করা এবং আরো ৩০০০০

প্রকল্পের অর্জনঃ

- পরিবেশের উন্নয়নে CEEPI প্রকল্পটি সুদূরপ্রসারী ভূমিকা রাখবে বলে ইপসা বিশ্বাস করছে।
- পরিবেশ, পরিচ্ছনতা এবং এ বিষয়ে করণীয় সম্পর্কে একটি সম্যক ধারণা লাভ করা হয়েছে।
- পরিবেশ দূষণ এবং এর প্রতিকারের বিষয়ে বাস্তব জ্ঞান অর্জিত হয়েছে।

চিত্রঃ ইপসা কর্তৃক আয়োজিত পরিবেশ বিষয়ক বিতর্ক

চিত্রঃ ইপসা কর্তৃক আয়োজিত বৃক্ষরোপণ কর্মসূচি

৩. কর্মসূচি/প্রকল্পের নামঃ **"ডিজএ্যাবিলিটি ইনক্লুসিভ ক্লাইমেট চেঞ্জ এডাপটেশান এন্ড ডিজাষ্টার ম্যানেজমেন্ট (ডিকাড)"**

প্রকল্পেরসময়কালঃ ১২ মাস (১লা জানুয়ারী'১৮-৩১শে ডিসেম্বর'১৮)

দাতাসংস্থাঃ ডিজএ্যাবিলিটি রাইটস এডভোকেসী ফান্ড (ডিআরএএফ)

প্রকল্পের কর্মএলাকাঃ চট্টগ্রাম জেলা

প্রকল্পের লক্ষ্যঃ ইউএনসিআরপিডির সংঙ্গে সংঙ্গতিপূর্ন রেখে SDG লক্ষ্য ১১ বাস্তবায়নের মাধ্যমে দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও জলবায়ু পরিবর্তন এর সাম্প্রতিক আইন ও ধারাসমুহ নিশ্চিত করা।

উদ্দেশ্যসমূহ ঃ

- বাংলাদেশের দূর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও জলবায়ু পরিবর্তন সম্পকিত উপকুলীয় অঞ্চলে সাম্প্রতিক আইন ও ধারা সমূহের বর্তমান অবস্থা সমর্পকে প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদেরকে অবগতকরা।
- দূর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও জলবায়ু পরিবর্তন সম্পর্কিত বিভিন্ন সরকারী সার্কুলার নিজ নিজ এলাকায় জারি করা এবং SDG লক্ষ্য ১১ ও ইউএনসিআরপিডি ধারা ১১ অনুসাওে এডভোকেসী করা।
- প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের অংশগ্রহণ নিশ্চিত করার লক্ষ্যে দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও জলবায়ু পরিবর্তন সম্পকিত নতুন নতুন নিয়ম ও নীতি জাতীয় ও স্থানীয় পর্যারের সরকারের সংশিল্ট কতৃপক্ষের সাথে এ্যাডভোকেসী করা।

প্রকল্পের অংশগ্রহণকারী/ লক্ষিত জনগোষ্ঠীঃ

দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও জলবায়ু পরিবর্তন সম্পকিত মন্ত্রনালয়ের মন্ত্রী, সাংসদ ও উচ্চ পর্যায়ের কর্মকর্তাদের সাথে আন্তযোগাযোগ ও সভাকরা।
ঈলিসি ফরমোলেশনের প্রক্রিয়ার সাথে ডিপিও ও অন্যান্য ডিআরএফ গ্যারান্টিদের একত্রিতকরণ।
দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও জলবায়ু পরিবর্তন সম্পকিত আইন ও ধারাসমুহ নিয়ে ২০ জন ডিপিও সদস্যদের দ্বারা এডভোকেসী করা ।

প্রকল্পের মূল ৫টি অর্জনসমূহঃ

- দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও জলবায়ু পরিবর্তন সম্পকিত মন্ত্রনালয়ের মন্ত্রী, সাংসদ ও উচ্চ পর্যায়ের কর্মকর্তাদের সাথে আন্তযোগাযোগ ও এডভোকেসীমূলক সভা।
- ঈলিসি ফরমোলেশনের প্রক্রিয়ার সাথে ডিপিও ও অন্যান্য ডিআরএফ গ্যারান্টিদের একত্রিতকরনের মাধ্যমে কর্মশালার আয়োজন।
- ইউএনসিআরপিডি ধারা ১১ ও SDG লক্ষ্য ১১ এর সাথে সংঙ্গতিপূর্ণ রেখে স্থানীয় ও জাতীয় পর্যায়ে দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও জলবায়ু পরিবর্তন সমস্যা মোকাবেলায় কর্তৃপক্ষকে ১০০ টি চিঠি প্রদান।
- দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও জলবায়ু পরিবর্তন সম্পকিত আইন ও ধারাসমুহ নিয়ে ২০ জন ডিপিও সদস্যদের দ্বারা মাঠ পর্যায়ের সচেতনতা বৃদ্ধিতে উঠান বৈঠক এবং আন্তযোগাযোগ।
- প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের একীভুত দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও জলবায়ু পরিবর্তন সম্পকিত আইন নিয়ে মিডিয়া ইভেন্ট।

মূল শিক্ষনীয় বিষয়ঃ

- জাতিসংঘ প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের অধিকার সনদের ধারা ১১ ও SDG ১১ লক্ষ্য এর সাথে সংঙ্গতিপূর্ণ রেখে বিভিন্ন সরকারী ও বেসরকারী নীতিনির্ধারনী ব্যক্তিদেরকে নিয়ে প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের মাঝে সচেতনতা সৃষ্টি।
- জাতিসংঘ প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের অধিকার সনদের ধারা ১১ অনুসাওে ১০০ জনপ্রতিবন্ধী ব্যক্তি ও ডিপিও ও অন্যান্য ডিআরএফ গ্যারান্টিদেও একত্রিত কওে একীভুত দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও জলবায়ু পরিবর্তন সম্পকিত বিষয়ে সরকারী প্রতিনিধিদের সাথে সমস্বয় করে কাজ করা।

- দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও জলবায়ু পরিবর্তন সম্পকিত নীতিসমুহ সর্ম্পকে একটি স্টাডি রিপোর্ট তৈরীকরে। এর ফলে বাংলাদেশে প্রতিবন্ধীতা বিষয়ে ব্যাপক ধারণা পাওয়া যায়। ৩৫০ জনের ও বেশীপ্রতিবন্ধী ব্যক্তি এই রিপোর্ট সর্ম্পকে প্রতি উত্তর করেছে।

রোহিঙ্গাদের মানবিক সহায়তা প্রদান প্রকল্প সমূহ

৪. কর্মসূচী/ প্রকল্পের নামঃ

"Integrated Humanitarian Response to the needs of older men and women amongst Forcibly Displaced Myanmar National (FDMN)"

প্রকল্পের সময়কালঃ ১৬ ফেব্রুয়ারী ১৮ইং হইতে ১৫ মে ১৮ইং **দাতা সংস্থাঃ** হেল্পএইজ ইন্টারন্যাশনাল, বাংলাদেশ

প্রকল্পের কর্মএলাকাঃ ক্যাম্প নং-১৩, ব্লক নং-বি১৫, বার্মাপাড়া, তাছনিমারখোলা, থাইংখালী, পালংখালী, উখিয়া, কক্সবাজার

প্রকল্পের লক্ষ্যঃ

- সমন্বিত স্বাস্থ্যসেবা প্রদানের মাধ্যমে রোহিঙ্গা প্রবীন পুরুষ ও মহিলাদের বিভিন্ন রোগে আক্রান্ত হওয়া ও মৃত্যু কমানো।
- প্রবীন বান্ধব কেন্দ্রে নিরাপদ, সঠিক ও মর্যদাপূর্ন "ওয়াশ" সেবা নিশ্চিতকরণের মাধ্যমে রোহিঙ্গা প্রবীন পুরুষ ও মহিলাদের সংক্রামক রোগে আক্রান্ত হওয়া কমিয়ে আনা।
- প্রবীন বান্ধব কেন্দ্র ও কেন্দ্রের বাহিরে সুরক্ষা ও বিনোদনমূলক কর্মকান্ড পরিচালনা করে রোহিঙ্গা প্রবীন পুরুষ ও মহিলাদের জন্য নিরাপদ ও মর্যদাপূর্ন ক্ষেত্র তৈরী করা ।
- সরকারী ও বেসরকারী সেবা প্রতিষ্ঠানের জ্ঞান, সামর্থ্য ও কাজ করার মানসিকতা কাজে লাগিয়ে রোহিঙ্গা প্রবীন পুরুষ ও মহিলাদের জন্য সমুদয় সেবা নিশ্চিত করা।
- **প্রকল্পের অংশগ্রহণকারী/ লক্ষিত জনগোষ্ঠীঃ** ৫০ বছরের উর্ধ্বে ৪০০৫ জন রোহিঙ্গা প্রবীন পুরুষ ও মহিলা।

প্রকল্পের মূল অর্জনসমূহঃ

- প্রবীন বান্ধব ল্যাট্রিন ও "ওয়াশ" পয়েন্টসহ একটি প্রবীন বান্ধব কেন্দ্র নির্মান।
- ১০০০ জন রোহিঙ্গা প্রবীন পুরুষ ও মহিলাদের প্রবীন বান্ধব সামগ্রী (যেমনঃ জায়নামাজ, সোলার টর্চ, ছাতা, ছড়ি, সেন্ডেল, কমোড চেয়ার, ইউরিন পট, ঔষধের বক্স, ইত্যাদি) বিতরণ।
- চক্ষু শিবিরের মাধ্যমে ৩১৮ জন রোহিঙ্গা প্রবীন পুরুষ ও মহিলাদের চক্ষুসেবা প্রদান করা।
- ডাক্তার, পেরামেডিক, ফিজিওথেরাপিস্ট ও কাউন্সেলর-এর মাধ্যমে ২৮৮১ জন রোহিঙ্গা প্রবীন পুরুষ ও মহিলাদের সাধারণ স্বাস্থ্যসেবা প্রদান।

চিত্রঃ রোহিঙ্গা প্রবীণ পুরুষ ও মহিলাদের মধ্যে প্রবীণ বান্ধব সামগ্রী বিতরন

চিত্রঃ প্রবীণ বান্ধব কেন্দ্রে বিনোদনমূলক কর্মকান্ড পরিচালনা করছে রোহিঙ্গা প্রবীণরা

মূল শিক্ষনীয় বিষয়ঃ

- **মাঝি ও সাইট মেনেজমেন্টের সাথে নিয়মিত যোগাযোগের মাধ্যমে রোহিঙ্গা প্রবীন পুরুষ ও মহিলাদের আরো কার্যকর সেবা প্রদান করা।**
- **অন্যান্য সেবাদানকারী প্রতিষ্ঠান ও ক্যাম্পের রোহিঙ্গাদেও মধ্যে সচেতনতা সৃষ্টির মাধ্যমে ক্যাম্প এলাকায় প্রবীন বান্ধব ল্যাট্রিন ও "ওয়াশ" পয়েন্টসহ তৈরী করা।**

৫. কর্মসূচী/ প্রকল্পের নামঃ রোহিঙ্গা ক্রাইসিস রেসপন্স প্রজেক্ট, এ্যাকশান এইড বাংলাদেশ - ইপসা।

প্রকল্পের সময়কালঃ ২০১৮ **দাতা সংস্থাঃ** এ্যাকশান এইড বাংলাদেশ।

প্রকল্পের কর্মএলাকাঃ উখিয়া, কক্সবাজার

প্রকল্পের লক্ষ্যঃ বাস্তুচ্যুত রোহিঙ্গা নারী ও কিশোরীদের মানবাধিকার নিশ্চিত করা।

প্রকল্পের অংশগ্রহণকারী/ লক্ষিত জনগোষ্ঠীঃ বাস্তুচ্যুত রোহিঙ্গা নারী ও কিশোরী।

প্রকল্পের মূল অর্জনসমূহঃ

- ১৫৭৮৬টি কম্বল রোহিঙ্গা নারী ও কিশোরীদের মাঝে বিতরণ করা হয়েছে।
- ১৫৪৬৬টি ডিগনিটি কিটস রোহিঙ্গা নারী ও কিশোরীদের মাঝে বিতরণ করা হয়েছে।
- ১১২৩২৬০ কেজি বিকল্প জ্বালানী হিসেবে কমপেক্ট রাইচ হাস্ক (সি আর এইচ) ১৮৭২১ টি পরিবারের মাঝে এবং শিশু খাদ্য হিসেবে শিশুদের জন্য ৬৬৫০ টি কমপেণ্ডমেন্টরি ফুড বিতরণ করা হয়েছে।
- ২৭০ জন রোহিঙ্গা নারী ও কিশোরী সেলাই প্রশিক্ষণ সম্পন্ন করেছে এবং ১৮০ জন রোহিঙ্গা নারী ও কিশোরী সেলাই প্রশিক্ষণ নিচ্ছে।
- সড়ক সোলার লাইটু ১১৫ টি, টিউব ওয়েল ৪০টি, টয়লেট ৫২ টি, বাথিং স্পেস ৪৫ টি স্থাপন করা হয়েছে।

মূল শিক্ষনীয় বিষয়ঃ

- বাস্তুচ্যুত রোহিঙ্গাদের চাহিদা নিরুপণ করে ত্রাণ সহায়তা প্রদান করা।

৬. কর্মসূচী/ প্রকল্পের নামঃ Response to the needs of Older People amongst Forcibly Displaced Citizens of Myanmar

প্রকল্পের সময়কালঃ ১৫ই অক্টোবর ২০১৭ইং - ১৫ই জুলাই ২০১৮ইং । **দাতাসংস্থাঃ** হেল্প এইজ ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ

প্রকল্পের কর্ম এলাকাঃ বালুখালী ক্যাম্প-২, (ক্যাম্প নং ১১ ও ১২), স্থানীয় জনগণের জন্য পুরুষ প্রবীণ বান্ধব কেন্দ্র, থ্যাইংখালী রহমতের বিল, পালংখালী, উখিয়া, কক্সবাজার।

প্রকল্পের অংশগ্রহণকারী/ লক্ষিত জনগোষ্ঠী ঃ ৫০ উর্ধ্ব প্রবীণ (পুরুষ ও মহিলা) ৬,০০০।

প্রকল্পের লক্ষ্যঃ

- জোরপূর্বক বাস্তুচ্যুত মায়ানমারের প্রবীণ নাগরীকদের সমন্বিত স্বাস্থ্য সেবার প্রবেশগম্যতা বৃদ্ধি করা।
- প্রবীণদের নিরাপদ যাথাযথ এবং সম্মানপূর্বক ওয়াশ সেবা প্রবীণ বান্ধব কেন্দ্রের মাধ্যমে নিশ্চিত করা।
- প্রবীণ পুরুষ ও মহিলার নিরাপদ, সম্মানজনক তথ্য আদান প্রদান, স্থানান্তরের পথ, সামাজিক ও বিনোদন মূলক কার্যক্রম সরবরাহ ও সম্পৃক্ত করা।
- মানবিক সহায়তা ও সহায়তা প্রদানকারী সংস্থার সাথে প্রবীণদের জ্ঞান ও দক্ষতা বৃদ্ধির মাধ্যমে সংযুক্ত করা এবং প্রকল্প তৈরী, বাস্তবায়ন ও পর্যালোচনার মাধ্যমে তা নিশ্চিত করা।

প্রকল্পের মূল অর্জনসমূহঃ

- ৬৭০০ জন প্রবীণের তালিকা ও প্রয়োজন নির্ধারণ।
- ২৬৭০ জন প্রবীণদেরকে শীত বস্ত্র বিতরণ।
- প্রবীণ বান্ধব সামগ্রী বিতরণ - ১৭০০।
- প্রবীণদের প্রাইমারী স্বাস্থ্য সেবা প্রদান।
- মৌন সামাজিক স্বাস্থ্য সেবা প্রদান
- প্রবীণদের ওয়াশ সচেতনতা মূলক প্রশিক্ষণ ও ওয়াশ সামগ্রী বিতরণ।
- প্রবীণদের আবাসন, ননফোড আইটেম, রেজিস্ট্রেশন, ওয়াশ, এবং স্বাস্থ্য সেবার জন্য বিভিন্ন সংস্থার সাথে যোগাযোগ স্থাপন
- বিনোদন সেবা সম্বলিত ৩টি প্রবীণ বান্ধব কেন্দ্র নির্মাণ।
- ৩৮ জন প্রবীণের যোগ্যতা অনুসারে চাকুরী প্রদান।

চিত্রঃ প্রবীণদের মাঝে শীত বস্ত্র বিতরণ।

চিত্রঃ প্রবীণ কেন্দ্র ভিজিট করছেন ওয়াটার এইড এর প্রতিনিধি বর্গ।

মূলশিক্ষনীয় বিষয়ঃ

- সম্প্রদায়ের নিজস্ব মতামত প্রদানের ক্ষেত্র থাকা প্রয়োজন।

৭. কর্মসূচী/ প্রকল্পের নামঃ কক্সবাজারে রোহিঙ্গা কিশোরীদের শিশুকেন্দ্রিক যত্নে সাড়াদান প্রকল্প।

প্রকল্পের সময়কালঃ নভেম্বর, ১৭ হইতে আগষ্ট, ১৮ ।

দাতা সংস্থাঃ ইউনিসেফ

প্রকল্পের কর্মএলাকাঃ বালুখালী ক্যাম্প-৯ ও ১০ বালুখালী ক্যাম্প -১১, ১২ ও ১৮, হাকিমপাড়া ক্যাম্প-১৪, জামতলী ক্যাম্প-১৫ এবং সফিউল্যারকাটা ক্যাম্প-১৬ উখিয়া উপজেলা, কক্সবাজার।

প্রকল্পের লক্ষ্যঃ বিনোদনমূলক সহায়তা, মনোসামাজিক সহয়তা, কিশোরীদের রেফারেল সার্ভিস ও শিশু সুরক্ষা সেবাসহ উখিয়া উপজেলা ৮টি ক্যাম্পে সুরক্ষিত পরিবেশ তৈরী করা।

প্রকল্পের অংশগ্রহণকারী/ লক্ষিত জনগোষ্ঠীঃ ১০০০০ (দশহাজার) রোহিঙ্গা কিশোর/কিশোরী, ১০০০০ (দশহাজার) রোহিঙ্গা কিশোর/কিশোরীর পিতা মাতা ও যত্ন প্রদানকারী, ৮০০ কমিউনিটি ভিত্তিক শিশু সুরক্ষা কমিটির সদস্য, ধর্মীয় নেতা, সরকারী কর্মকর্তা (ক্যাম্প ইনচার্জ), এনজিও (যারা ক্যাম্পে কাজ করে)

প্রকল্পের মূল অর্জনসমূহঃ

- শিশু সুরক্ষা, দুর্যোগে ঝুকি প্রশমন, বাল্য বিবাহ, শিশু শ্রম, পাচার প্রতিরোধ, প্রজনন স্বাস্থ্য ও প্রাথমিক স্বাস্থ্য পরিচর্যা বিষয়ে ১০,০০০ রোহিঙ্গা কিশোর/কিশোরীদের সচেতনতা সৃষ্টি করা হয়েছে।
- জীবন দক্ষতা বিষয়ক সেশন পরিচালনার জন্য ৮০০ জন কিশোর/কিশোরীদের প্রশিক্ষিত করা হয়েছে।
- কমিউনিটি ভিত্তিক শিশু সুরক্ষা ৮০ টি কমিটি শিশু সুরক্ষার জন্য কাজ করছে।
- ৪৫৪৬ জন রোহিঙ্গা কিশোর/কিশোরীদের মনোসামাজিক সহায়তা ও ১০,০০০ রোহিঙ্গা কিশোর/কিশোরীদের বিনোদনমূলক সেবা প্রদান করা হচ্ছে।
- কেস ম্যানেজমেন্টের আওতায় ৩১ জন রোহিঙ্গা কিশোর/কিশোরীকে রেফার করা হয়েছে (বিশেষভাবে: এতিম, পরিবার থেকে বিচ্ছিন্ন, অভিভাবকহীন, সঙ্গীহীন শিশুরা)

মূল শিক্ষনীয় বিষয় (কমপক্ষে ২/৩টি)ঃ

- রোহিঙ্গাদের নিজস্ব উদ্যোগে স্থানান্তরিত হওয়া এবং সরকারীভাবে বিভিন্ন ক্যাম্প ও ব্লকে স্তানান্তর করা।
- প্রকল্প বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে রোহিঙ্গা কমিউনিটির অর্ন্তদ্বন্দ বড় ধরণের প্রভাব ফেলে।
- সরকারী নতুন নিতীমালা ক্যাম্প পর্যায়ে মেনে বেশ কঠিন।

৮. কর্মসূচী/ প্রকল্পের নামঃ বিজিডি-আইকিয়া,ডিফ্যাট রোহিঙ্গা রেসপন্স প্রকল্প।

প্রকল্পের সময়কালঃ **সেপ্টেম্বর ২০১৮** **দাতা সংস্থাঃ** আইকিয়া ফাউন্ডেশন ও ডিফ্যাট ।

কর্মএলাকাঃ উখিয়া ও টেকনাফ, কক্সবাজার।

প্রকল্পের লক্ষ্যঃ রোহিঙ্গাশিশুদের জন্য নিরাপদ ও অর্জনযোগ্য শিক্ষা নিশ্চিত করা।

প্রকল্পের অংশগ্রহণকারী/ লক্ষিত জনগোষ্ঠীঃ ৪থেকে ১৪ বছর বয়সী বাংলাদেশী ও রোহিঙ্গা শিশু এবং সাধারন শরনার্থী।

প্রকল্পের মূল ৫টি অর্জনসমূহঃ

- ২ মাসের কম সময়ের মধ্যে ১০০ সিপিএ তৈরি,১০৫০০ শিশু ভর্ত্তি ও ক্লাস শুরু করা।
- ১০৫০০ শিশুকেইআইই কিট,হাইজিন কিট ও ফুটওয়ার বিতরন করা।
- ৩১ শে ডিসেম্বর ২০১৭ পূর্বে সকল ষ্টাফ ও ভলান্টিয়ার নিয়োগ সম্পন্ন করা।
- রোহিঙ্গা রেসপন্সে সমমানের অন্যান্য প্রকল্পে গার্ড পদ এর ব্যবস্থা ছিলনা,দাতা সংস্থাকে উক্ত পদের প্রয়োজনীয়তা বুঝিয়ে ইপসা কর্তৃপক্ষ এই প্রকল্পের জন্য ৮৬ জর্ন নিয়োগ প্রদান করে।

৯. কর্মসূচী/ প্রকল্পের নাম ঃ ইপসা-বিএসআরএম রোহিঙ্গা ক্রাইসিস রেসপন্স প্রজেক্ট।

প্রকল্পের সময়কালঃ অক্টোবর, ২০১৭ - মার্চ, ২০১৮ ।

দাতা সংস্থাঃ বিএসআরএম ফাউন্ডেশন । **প্রকল্পের কর্মএলাকাঃ** উখিয়া, কক্সবাজার।

প্রকল্পের লক্ষ্যঃ বলপূর্বক বাস্তুচ্যুত মিয়ানমারের নাগরিকদের জরুরী প্রয়োজন (বিশেষ করে পানীয় জল ও শীত মোকাবেলায় গরম কাপড়) নিশ্চিত করা।

প্রকল্পের অংশগ্রহণকারী/ লক্ষিত জনগোষ্ঠীঃ ক্যাম্প এলাকায় অস্থায়ীভাবে বসবাসরত রোহিঙ্গা নারী, শিশু ও প্রবীণ জনগোষ্ঠী।

প্রকল্পের মূল অর্জনসমূহ ঃ

- রোহিঙ্গা নারী ও প্রবীণ জনগোষ্ঠীকে ২,৫০০ কম্বল বিতরণ করা হয়েছে।
- রোহিঙ্গা শিশুদের মাঝে ২১৭৫ টি গরম কাপড় বিতরণ করা হয়েছে।
- বশুদ্ধ পানীয় জল সরবরাহের নিমিত্তে (কক্সবাজার জেলা প্রশাসন জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তরের অনুমোদনে) ৫০ টি নলকূপ স্থাপন করা হয়েছে।

মূল শিক্ষনীয় বিষয়ঃ

- প্রয়োজনীয়তার ভিত্তিতে বলপূর্বক বাস্তুচ্যুত মিয়ানমার নাগরিকদের জন্য জরুরী মানবিক সহযোগিতা প্রদান করা।
- স্থানীয় জনগণ, সরকারি প্রশাসন ও এনজিওসমূহের মধ্যে সমন্বয় নিশ্চিত করা।

১০. কর্মসূচী/ প্রকল্পের নামঃ **রেসপন্স টু দ্যা রোহিঙ্গা রিফিউজি ক্রাইসিস।**

প্রকল্পের সময়কালঃ **২০১৯** **দাতা সংস্থাঃ** এ্যাকশান এইড বাংলাদেশ। **প্রকল্পের কর্মএলাকাঃ** উখিয়া, কক্সবাজার।

প্রকল্পের লক্ষ্যঃ

- মহিলা ও কিশোরীরা যথপোযুক্ত সেবা - সুরক্ষা ও সুযোগ গ্রহণ করবে।
- পর্যাপ্ত পানি এবং সেনিটেশান ব্যবহারের মধ্য দিয়ে সবচেয়ে ঝুকিপূর্ণ পরিবারের স্বাস্থ্যসুরক্ষার মান উন্নত হবে এবং অসুস্থতা ও রোগ প্রতিরোধ।
- পরিবারের দৈনিক চাহিদা অনুযায়ী পর্যাপ্ত জ্বালানী পাবে, যা সুরক্ষা ঝুকি স্বাস্থ্যগত সমস্যা এবং পরিবেশগত অবক্ষয় রোধ করবে।

প্রকল্পের অংশগ্রহণকারী/ লক্ষিত জনগোষ্ঠীঃ বাস্তুচ্যুত রুহিঙ্গা নারী ও কিশোরী।

প্রকল্পের মূল ৫টি অর্জনসমূহঃ

- ১৮ টি কমিটি গঠন করা হয়েছে।
- ২০ টি কমিউনিটি ওয়াচ গ্রুপ গঠন করা হয়েছে ২০ টি সাব ব্লকে যারা মাসে ২ বার করে মিটিং করে থাকে। যার সদস্য সংখ্যা ৯ জন এর মধ্যে ৮০% নারী সদস্য রয়েছে।
- দুইটি ওমেন ফ্রেন্ডলি এসপেজে ৬০ জন নারী এবং ৬০ জন কিশোরী সেলাই প্রশিক্ষণ সম্পন্ন করেছে।
- ৮৪৩৩ পরিবার বিকল্প জ্বালানী গ্রহণ করেছে। প্রতি পরিবার ৩ বারে ৬০ কেজি বিকল্প জ্বালানী পেয়েছে। সর্বমোট ৫০৫৯৮০ কেজি বিকল্প জ্বালানী বিতরণ করা হয়েছে।
- কিশোরী এবং মহিলাদের তাদের ব্যাক্তিগত সুরক্ষার জন্য ২০০০ ডিগনিটি কিটস বিতরণ করা হয়েছে।
- জেন্ডার ভেস্টট ভায়োলেন্স (জিবিভি) এর উপর ২১৯ টি সেশন পরিচালিত হয়েছে। এতে ২৬৪ জন কিশোরী, ৯৩৮ নারী, ২০০ পুরুষ এবং ১৫০ জন কিশোর অংশ গ্রহণ করে।
- ২১০৬ জন কিশোরী- মহিলা-শিশু প্রাথমিক স্বাস্থ্য সেবা গ্রহণ করে। এর মধ্যে ৮৬৯ কিশোরী ১১২৯ মহিলা ও ১০৮ শিশু রয়েছে।

মূল শিক্ষনীয় বিষয়ঃ

- প্রয়োজনীয়তার ভিত্তিতে বলপূর্বক বাস্তুচ্যুত মিয়ানমার নাগরিকদের জন্য জরুরী মানবিক সহযোগিতা প্রদান করা।
- স্থানীয় জনগণ, সরকারি প্রশাসন ও এনজিওসমূহের মধ্যে সমন্বয় নিশ্চিত করা।

১১. কর্মসূচী/ প্রকল্পের নামঃ ব্ল্যানকেট ডিসট্রিবিউশন টু রোহিঙ্গা কমিউনিটি

প্রকল্পের সময়কালঃ অক্টোবর, ২০১৭ - ২৪ জানুয়ারী, ২০১৮

দাতা সংস্থাঃ শাপলানীড় **প্রকল্পের কর্মএলাকাঃ** উখিয়া, কক্সবাজার

প্রকল্পের লক্ষ্যঃ ১৫০০ রোহিঙ্গা (বলপূর্বক বাস্তুচ্যুত মিয়ানমারের নাগরিক) পরিবারকে শীত ও শতিজনিত রোগ থেকে রক্ষা করা।

প্রকল্পের অংশগ্রহণকারী/ লক্ষিত জনগোষ্ঠীঃ ক্যাম্প এলাকায় অস্থায়ীভাবে বসবাসরত রোহিঙ্গা নারী ও শিশু।

প্রকল্পের মূল অর্জনসমূহঃ

রোহিঙ্গা নারী ও শিশুদের ১৭৩৪ টি কম্বল বিতরণ করা হয়েছে।

মূল শিক্ষনীয় বিষয়ঃ

- স্থানীয় জনগণ, সরকারি প্রশাসন ও এনজিওসমূহের মধ্যে সমন্বয় নিশ্চিত করা।

১২. কর্মসূচী/ প্রকল্পের নামঃ হিউমিনিটেরিয়ান এসিসটেন্স টু দ্যা মোস্ট ভালনারেবাল রোহিঙ্গা ওমেন এন্ড গার্লস।

প্রকল্পের সময়কালঃ ডিসেম্বর ২০১৮ **দাতা সংস্থাঃ** এ্যাকশান এইড বাংলাদেশ **প্রকল্পের কর্মএলাকাঃ** উখিয়া, কক্সবাজার

প্রকল্পের লক্ষ্যঃ

- তাৎখনিক ও জরুরী ভিত্তিতে নতুন ভাবে আগত রোহিঙ্গা নারী ও কিশোরীদের মানবিক চাহিদা পূরণ করা।
- ক্ষতিগ্রস্ত প্রান্তিক জনগোষ্ঠী রোহিঙ্গাদের জীবন রক্ষাকারী তথ্য, দক্ষতাবিষয়ক প্রশিক্ষণ, মনো-সামাজিক সহায়তা এবং অন্যান্য মৌলিক চাহিদা যেমন স্নান করার সুযোগ নিশ্চিত করার জন্য মাল্টি পারপাস ওমেন্স সেন্টার (এমপিডাব্লিওসি) প্রতিষ্ঠিত।
- পরিবেশ ও মহিলাদের স্বাস্থ্য সুরক্ষার জন্য বিকল্প জ্বালানী সরবরাহ করা।

প্রকল্পের অংশগ্রহণকারী/ লক্ষিত জনগোষ্ঠীঃ বাস্তুচ্যুত রুহিঙ্গা নারী ও কিশোরী

প্রকল্পের মূল অর্জনসমূহ ঃ

- ৭৮৯৩ জন নারী ও কিশোরীদের মাঝে ডিগনিটি কিটস বিতরণ করা হয়েছে, তার মধ্যে ৫২০২ নারী এবং ২৬৯১ জন কিশোরী।
- ৬৩৮৮ পরিবারের মাঝে বিকল্প জ্বালানী সরবরাহ করা হয়েছে যার মধ্যে ৪১৪৪ জন মহিলা এবং ২২৪৪ জন কিশোরী।
- ১৭৭৩ জন শিশু - কিশোরী ও মহিলারা এমপিডাব্লিউসি থেকে সেবা নিয়েছে; তার মধ্যে শিশু - ১০৩ জন, কিশোরী ৮১৪ জন এনং মহিলা ৮৫৬ জন।
- ৯ সদস্য বিশিষ্ট ৫টি কমিউনিটি ওয়াচ গ্রুপ (সিডব্লিউজি) গঠন করা হয়েছে; যেখানে প্রতিটি কমিটিতে ৭ জননারী এবং ২ জন পুরুষ রয়েছে। এ কমিটিগুলোতে সর্বমোট ৩৫ জন নারী এবং ১০ জন পুরুষ সদস্য রয়েছে।
- জেন্ডার বেহস ভায়োলেন্সের (জিবিভি) এর প্রয়োজনীয় বিভিন্ন বিষয়ের উপর ১৩৮ টি সেশন প্রদান করা হয়েছে। এতে ৩৭০ মহিলা, ৩৪০ কিশোরী, ১২০ জন পুরুষ এবং ৯০ জন কিশোর অংশগ্রহণ করে।
- ৯৬৮ টি পরিবারে জরিপের মাধ্যমে নারী এবং কিশোরী চিহ্নিত চিহ্নিত করা হয়। কমিউনিটি থেকে ৩০ জন ভোলেন্টিয়ার নিযুক্ত করা হয়।
- ১২০ জন কিশোরী এবং মহিলা সেলাই প্রশিক্ষণ গ্রহণ করেছে। ৬০ জন কিশোরী এবং মহিলা বর্তমানে সেলাই প্রশিক্ষণ প্রহণ করছে।

মূল শিক্ষনীয় বিষয় ঃ

- প্রয়োজনীয়তার ভিত্তিতে বলপূর্বক বাস্তুচ্যুত মিয়ানমার নাগরিকদের জন্য জরুরী মানবিক সহযোগিতা প্রদান করা।

চিত্রঃ সুইডিশ এ্যাম্বাসেডর ইপসার ক্যাম্প পরিদর্শন।

চিত্রঃ রুহিঙ্গা শিশুদেও মাঝে কিট বিতরণ।

মূল শিক্ষনীয় বিষয়ঃ

- যোগাযোগের মাধ্যমে কমিউনিটির সচেতনতাকে বৃদ্ধি করা যায়,কারন আগে তারা কিশোরী মেয়েদের সেবাদানকারী প্রতিষ্ঠানে পাঠাতোনা,তবে এখন তারা কিশোরী মেয়েদের আমাদের সেন্টারে শিক্ষার জন্য আসতে দিচ্ছেন।

১৩. কর্মসূচী/ প্রকল্পের নাম: **বিডি-ডাব্লিউএফপি জেনারেল ফুড ডিস্ট্রিবিউশন ইন কক্সবাজার রোহিঙ্গা রেসপন্স।**

প্রকল্পেরসময়কালঃ ০১.০৯.১৭ ইংহতে ৩০.০৯.১৮ ইং **দাতাসংস্থাঃ** সেইভ দা চিলড্রেন ও ওয়ার্ল্ড ফুড প্রোগ্রাম।

প্রকল্পের কর্মএলাকাঃ উখিয়া, কক্সবাজার।

প্রকল্পের লক্ষ্যঃ রোহিঙ্গা শরণার্থীদের মধ্যে নিয়মিত খাদ্য বিতরণ করা যাতে তারা ক্ষুধা নিবারণ করতে পারে ও তাদের মৌলিক অধিকার সমুন্নত থাকে।

প্রকল্পের অংশগ্রহণকারী/ লক্ষিতজনগোষ্ঠীঃ মায়ারমার হতে আগত রোহিঙ্গা শরণার্থী।

প্রকল্পেরমূল ৫টি অর্জনসমূহঃ

- ১১,০০০ রোহিঙ্গা পরিবার নিয়ে প্রকল্প শুরু হলেও বর্তমানে ৪৭,১১৭ পরিবারের মধ্যে খাদ্য বিতরণ করা হচ্ছে।
- একটি বিতরণ কেন্দ্র দিয়ে প্রকল্প শুরু হলেও বর্তমানে ইপসা ৬ টি বিতরণ কেন্দ্র পরিচালনা করছে।
- মাঠ পর্যায়ে ডুপলিকেট ও ফেক কার্ড তুলে আনা হয়েছে যার দরুন সংস্থার কার্যক্রমের প্রতি ডোনারের আস্থা বৃদ্ধি পেয়েছে।
- সম্পূর্ণ নিয়মতান্ত্রীক উপায়ে ডোনার কমপ্লাইয়েন্স মেনে খাদ্য বিতরণ করা হচ্ছে।
- সরকারী ও বেসরকারী প্রতিষ্ঠানের সাথে আন্তঁরিকতা ও সুসম্পর্ক বৃদ্ধি পেয়েছে।

মূলশিক্ষনীয়বিষয় ঃ

- দক্ষ জনবল থাকলে যে কোন জরুরী পরিস্থিতি মোকাবেলা করা যায়।
- সঠিকদিকনির্দেশনা ও কর্মীদেও মধ্যে আন্তঁরিকতা থাকলে যে কোন সংখ্যক জনগোষ্ঠীকে সুন্দর ও সুশৃঙ্খলভাবে নয়মিত খাদ্য বিতরণ করা যায়।
- সংস্থার সুনাম ও কর্মীদের দক্ষতা ডোনারের আস্থা বাড়াতে সহযোগিতা করে।

মায়ারমার হতে আগত রোহিঙ্গা শরণার্থীর মাঝে খাদ্য বিতরণ করা হচ্ছে

লিংক অরগানাইজেশন সমূহ

কর্মসূচী/ প্রকল্পেরনাম: রেডিও সাগর গিরি এফ এম ৯৯.২

প্রকল্পের সময়কালঃ চলমান

দাতাসংস্থাঃ উদোক্তা সংস্থা ইপসা ,পল্লী কর্ম সহায়ক ফাউডেশন, বিএনএন আরসি,গনস্বাক্ষরতা অভিযান,রুপান্তর

প্রকল্পেরকর্ম এলাকাঃ সীতাকুণ্ড ,মিরসরাই ,সন্দীপ।

প্রকল্পেরলক্ষ্যঃ গ্রামীণ ও প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর সচেতনতা বৃদ্ধি ও প্রয়োজনীয় তথ্য সেবা পৌছে দেওয়ার মাধ্যমে জীবনমান উন্নয়ন এবং স্থায়িত্বশীল উন্নয়ন নিশ্চিত করা।

প্রকল্পেরঅংশগ্রহণকারী/ লক্ষিতজনগোষ্ঠীঃ কৃষক, শ্রমিক, ধনী, দরিদ্র, পেশাজীবি, মৎস্যজীবি, আদিবাসী নারী-পুরুষ, প্রতিবন্ধী ও শিশু-কিশোর সহ চট্টগ্রাম জেলার সীতাকুন্ড উপজেলার ঝুঁকিপূর্ণ জনগোষ্ঠী।

প্রকল্পেরমূল অর্জনসমূহ ঃ

- সমস্প্রচার এলাকার প্রায় ৪ লক্ষ লোক কৃষি, স্বাস্থ্য, শিক্ষা, মানবাধিকার, পরিবেশ, আবহাওয়া, দূর্যোগ ব্যবস্থাপনা , ক্ষুদ্র ঋণ এবং উন্নয়ন কার্যক্রম বিষয়ে জ্ঞান লাভ করছে এবং সমৃদ্ধ হচ্ছে।
- ২ লক্ষ জন কৃষক কৃষি উন্নয়ন সংক্রান্ত সকল তথ্য সম্পর্কে অবহিত হচ্ছে।
- সমুদ্র উপকুলের মাছ ধরা নৌকা ও ট্রলারে জেলেদের মাঝে স্থানীয় ভাষায় সতর্ক সংকেত পাঠানো হছে এবং উপকুলীয় জেলেরা আত্নরক্ষার জন্য যথাসময়ে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করতে পারবে।
- এলাকার জনগন যথাসময়ে নিজস্ব ভাষায় দূর্যোগজনিত সতর্ক সংকেত পাচ্ছে এবং বুঝতে পারছে দূর্যোগ ব্যবস্থাপনা,দুর্যোগের ঝুঁকি হ্রাস সম্পর্কে সচেতন হছে এবং দুর্যোগকালে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করতে পারবে।
- ৩ লক্ষ সংখ্যক নারী তাদের অধিকার সম্পর্কে সচেতন বৃদ্ধি পাচ্ছে।
- ১ লক্ষ শিশু কিশোর ও ছাত্র ছাত্রী বিভিন্ন শিক্ষা বিষয়ক ও উন্নয়নমূলক অনুষ্ঠান শুনতে পারছেএবং এলাকায় উন্নয়নমূলক কর্মকান্ডে স্বতস্ফুর্ত অংশগ্রহনে উদ্বুদ্ধ হচ্ছে এবং বিভিন্ন সৃজনশীল ও আয়বৃদ্ধিমূলক কর্মকান্ডে সম্পৃক্তা বাড়ছে।
- সার, বীজ, কীটনাশক সহ স্থানীয় পর্যায়ে উৎপাদিত কৃষি পন্য ও অন্যান্য দ্রব্যের বাজার মূল্য সম্পর্কে উৎপাদনকারীরা সহজেই জানতে পারছে।
- স্থানীয় জনগোষ্ঠী ক্ষুদ্র ঋণ সেবা কার্যক্রম সংক্রান্ড় তথ্য পাচ্ছে।

চিত্রঃ কিশোর কিশোরিদেও নিয়ে রেরি সাগর গিরির অনুষ্ঠান

চিত্রঃ রেরি সাগর গিরি পরিদর্শন করছেন পিকেএসএফ এর প্রতিনিধি

মূল শিক্ষনীয়বিষয় ঃ

- এলাকার জনগন যথাসময়ে নিজস্ব ভাষায় দুর্যোগজনিত সতর্ক সংকেত পাচ্ছে এবং বুঝতে পারছে দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা,দূর্যোগের ঝুঁকি হ্রাস সম্পর্কে সচেতন হছে এবং দুর্যোগকালে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করতে পারা।

ইপসা মানব সম্পদ উন্নয়ন কেন্দ্রঃ

ইপসা মানব সম্পদ উন্নয়নের লক্ষ্যে কক্সবাজার, রাঙ্গামাটি, সীতাকুন্ড ও চট্টগ্রামে ৪টি মানব সম্পদ উন্নয়ন কেন্দ্র প্রতিষ্ঠা করে।
লক্ষ্যঃ সংস্থার নিজস্ব ও সমমনা সংগঠনের উন্নয়ন কর্মীদের মানব সম্পদ উন্নয়ন ও দক্ষতা বিষয়ক প্রশিক্ষণ নিশ্চিতকরণ।

উদ্দেশ্যঃ

- কর্মীদের সাংগঠনিক ক্ষমতা বৃদ্ধি করা।
- বিষয়ভিত্তিক জ্ঞান ও ক্ষমতা বৃদ্ধি করা।
- উন্নয়ন কর্মকান্ডে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখার জন্য উপযুক্ত করে তোলা

লক্ষিত জনগোষ্ঠী ঃ উন্নয়ন কর্মী এবং উন্নয়ন কর্মকান্ডের সাথে সম্পৃক্ত জনগোষ্ঠী।

সুযোগ সুবিধাসমুহ ঃ

- ৩০ আসন বিশিষ্ট প্রশিক্ষণ কক্ষ (এসি ও নন- এসি, সীতাকুন্ড)।
- ২৫ আসন বিশিষ্ট প্রশিক্ষণ কক্ষ (এসি ও নন-এসি, প্রধান কার্যালয়, চট্টগ্রাম)।
- ২৭ শয্যা বিশিষ্ট ডরমেটরী (প্রধান কার্যালয়, চট্টগ্রাম)।
- ০৮ শয্যা বিশিষ্ট ভি আই পি কক্ষ।
- ৫০ শয্যা বিশিষ্ট ডরমেটরী এবং ৪টি শীতাতপ নিয়ন্ত্রিত অতিথি রুম (সীতাকুন্ড)।
- ৩০ আসন বিশিষ্ট উম্মোক্ত আলোচনা কক্ষ (প্রধান কার্যালয়, চট্টগ্রাম)।
- স্বাস্থ্যসম্মত খাবার সুবিধা । সার্বক্ষনিক বিদ্যুৎ ব্যবস্থা ,মোবাইল সহ ফোন সুবিধা, ফটোকপি সুবিধা।
- অডিও ভিজ্যুয়াল সুবিধা (টিভি, ভিডিও ওএইচপি, ডিভিডি)

চিত্রঃ মানব সম্পদ উন্নয়ন কেন্দ্র চান্দগাঁও আবাসিক এলাকা,

চিত্রঃ মানব সম্পদ উন্নয়ন কেন্দ্র সীকাকুন্ড, চট্টগ্রাম

এভারগ্রীন ইন্টারন্যাশনাল স্কুলঃ

সংস্থার একটি লিংক অর্গানাইজেশন হিসেবে ১৯৯৮ সালে সীতাকুন্ড পৌরসভায় প্রতিষ্টিত হয়েছে
সহযোগিতায়: ইপসা
শ্রেণী সমূহ ঃ প্লে হইতে ৫ম শ্রেণী পর্যন্ত
বর্তমানে ছাত্র-ছাত্রী সংখ্যাঃ ২১১ জন।
শিক্ষক-শিক্ষিকা ঃ ৯ জন। কর্মচারী ঃ ০৩ জন।

কাজীপাড়া শিশু নিকেতনঃ

অবস্থান: সীতাকুন্ড উপজেলার ৭ নং কুমিরা ইউনিয়নের কাজী পাড়া গ্রাম
প্রতিষ্ঠাকাল: ১৯৮৯ ইং
শিক্ষক - শিক্ষিকা: ৫ জন
ছাত্র - ছাত্রীর সংখ্যা: ৩৫৬ জন

আলেকদিয়া শিশু নিকেতন:

অবস্থান: সীতাকুন্ড উপজেলার ৭ নং কুমিরা ইউনিয়নের আলেকদিয়া গ্রাম
প্রতিষ্ঠার সময়: ১৯৯৫ ইং
শিক্ষক - শিক্ষিকার সংখ্যা: ৩ জন
ছাত্র - ছাত্রীর সংখ্যা: ১৬৪ জন

ইপসার ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা (২০১৮-'১৯)ঃ

ইপসা স্থায়ীত্বশীল উন্নয়ন অর্জনের লক্ষ্যে জুলাই ২০১৬ থেকে ৫ বছর মেয়াদী ৪র্থ কৌশলগত পরিকল্পনা বাস্তবায়নে কাজ করছে। এ পরিকল্পনার আওতায় ইপসা জুলাই ২০১৭ থেকে জুন ২০১৮ পর্যন্ত বিগত এক বছর স্বাস্থ্য, শিক্ষা, মানবাধিকার ও সুশাসন, অর্থনৈতিক ক্ষমতায়ন এবং পরিবেশ, জলবায়ু পরিবর্তন ও দুর্যোগ বিষয়ক বিভিন্ন উন্নয়নমূলক কর্মকান্ড বাস্তবায়ন করেছে। এ কার্যক্রম থেকে প্রাপ্ত শিখন, অভিজ্ঞতা, মাঠ পর্যায়ের চাহিদা, বর্তমান পরিস্থিতি, ইপসার সক্ষমতা এবং সর্বোপরি ৪র্থ কৌশলগত পরিকল্পনার আলোকে আগামী এক বছরের জন্য চলমান কার্যক্রমের পাশাপাশি অগ্রাধিকার ভিত্তিতে নিম্নলিখিত উদ্যোগসমূহ গ্রহণ করার পরিকল্পনা নিয়েছে।

- ইপসার উন্নয়ন কর্মকান্ডে প্রাইভেট সেক্টরকে সম্পৃক্ত করা।
- জনগোষ্ঠীর ধরন, বয়স এবং চাহিদা নিরিখে পৃথক কায্যক্রম গ্রহণ করা যেমন: বয়স্ক জনগোষ্ঠী, যুব সম্প্রদায়, শিশু এবং কিশোর-কিশোরী।
- কক্সবাজারের অবস্থানরত বাস্তুচ্যূত মায়ানমার নাগরিক এবং আশ্রয়প্রদাণকারী (স্থানীয়) জনগোষ্ঠীর জন্য দীর্ঘমেয়াদী উদ্যোগ গ্রহণ।
- ইপসার কর্ম এলাকাকে বিভিন্ন অঞ্চলে বিন্যাস্ত করে কার্যক্রম বাস্তবায়ন, যেমন কুমিল্লার আশপাশের জেলাকে কেন্দ্র করে একটি বিশেষ অঞ্চল তৈরী করা।
- চট্টগ্রাম বিভাগের বিভিন্ন দ্বীপ অঞ্চলে বসবাসকারি দরিদ্র ও ঝুঁকিপূর্ণ জনগোষ্ঠির জন্য সুনির্দিষ্ট কার্যক্রম গ্রহণ।
- সীতাকুণ্ড ও মীরশরাই অঞ্চলে কমিউনিটি ভিত্তিক ইকোটুরিজম প্রকল্প গ্রহন।
- তথ্য প্রযুক্তির ব্যবহারকে উন্নয়ন কর্মকান্ডে আরো শক্তিশালীভাবে ব্যবহার করতে একটি পৃথক আইসিটি ফর ডেভেলপমেন্ট ইউনিট চালু করা।
- সচেতনতা, এডভোকেসী এবং তথ্য প্রবাহকে আরো বেগবান করতে সামজিক যোগাযোগ মাধ্যমকে আরো কার্যকরভাবে ব্যবহার করা।
- ইপসা পরিচালিত কমিউনিটি রেডিও "সাগর গিরি" এর কার্যক্রম, পরিধি এবং ব্যাপ্তি বৃদ্ধি করা। এবং নতুন কমিউনিটি রেডিও স্থাপন।
- কমিউনিটি পর্যায়ে আইপি টেলিভিশন চ্যানেল চালুর উদ্যোগ গ্রহণ ।

২০১৭-১৮ সালে ইপসায় উল্লেখযোগ্য ভিজিটরঃ

এক্সিকিউটিভ ভাইস প্রেসিডেন্ট-এম আর এ

পিকেএসএফ এর ব্যবস্থাপনা পরিচালক

বিশ্ব ব্যাংকের উচ্চ পদস্থ কর্মকর্তাবৃদ

ডিরেক্টর জেনারেল-নন ফরমানল এডুকেশন

কান্ট্রি ডিরেক্টর -প্লান ইনটার্ন্যাশনাল বাংলাদেশ

ডিরেক্টর জেনারেল -এনজিও এফেয়ার্স ব্যুরো

ইউএসএআইডি জেনারেল কাউন্সিল